পরিমার্জিত ডিপিএড
প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি)

মডিউল ৩: শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন

উপমডিউল ৩

বাংলা

তথ্যপুস্তক

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

লেখক

শুভাশিস চক্রবর্ত্তী, পিটিআই
নিরেশ চন্দ্র মুখার্জী, পিটিআই
লিটন দাস, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মো. শরীফ উল ইসলাম, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

লেখক (পরিমার্জিত সংস্করণ)

মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
মীর মোঃ আরিফুর রহমান, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
অর্চ্চনা সাহা, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট, জামালপুর পিটিআই
মো. ইলিয়াস আহমেদ, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), দাদনচক ফজলুল হক পিটিআই, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
মো. সোহেল রানা, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), রংপুর পিটিআই
শরীফ উদ্দিন, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), মুন্সিগঞ্জ পিটিআই

পরিমার্জনে সহযোগিতা

শাহ্নাজ নূরুননাহার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ডিপিএড বোর্ড, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
মোহাম্মদ আহছান উল্যাহ, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই চট্টগ্রাম
মুশফিহা খান, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই চাপাইনবাবগঞ্জ
মো. হাফিজুর রহমান, রুম টু রিড

প্রধান সমন্বয়ক

ফরিদ আহ্মদ
মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

সমন্বয়ক

মাহবুবুর রহমান
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মোঃ ইমামুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
জিয়া আহমেদ সুমন, পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
ড. মোহাম্মদ রুহুল আমীন, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ (উপসচিব), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ
মোঃ আব্দুল আলীম, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ বিভাগ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মোঃ জহুরুল হক, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
সাদিয়া উম্মুল বানিন, উপপরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
এ কে এম মনিরুল হাসান, উপপরিচালক (মূল্যায়ন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

প্রচ্ছদ

সমর এবং রায়হানা

প্রকাশক ও প্রকাশকাল

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
জানুয়ারি, ২০২৫

মুখবন্ধ

বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মডেল সব সময় পরিবর্তনের ও পরিমার্জনের দাবি রাখে। শিক্ষকের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং প্রশিক্ষণকে অর্থবহ করতে আমাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সবসময় সমন্বয় করা হয়।

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন বা কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছেন শিক্ষক। তবে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয় না। আবার প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকের মান ইত্যাদির ন্যূনতার কারণেও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ব্যাহত হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তু ও কার্যকর শিখন-শেখানো কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা জরুরি।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রবর্তিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারিএডুকেশন) কোর্স এযাবতকাল মানসম্মত শিক্ষক বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীতে ডিপিএড ইফেক্টিভনেস স্টাডি-এর মাধ্যমে ও সময়ের পরিক্রমার সাথে ডিপিএড কোর্সের সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে ডিপিএড কোর্স পরিমার্জন করে ১০ মাসব্যাপী পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি) কোর্সটি চালু করা হয়। পরবর্তীতে বিটিপিটি ইফেক্টিভনেস স্ট্যাডি, মনিটরিং রিপোর্ট ও স্টেক হোল্ডারদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিটিপিটি কোর্সের পিটিআই অধিবেশনভিত্তিক ও অনুশীলনভিত্তিক (৭ মাস ও ৩ মাস) সময়কালে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। পরিবর্তিত সময়সূচির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে চলমান বিটিপিটি কোর্সে এই পরিমার্জন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর সফল বাস্তবায়ন। ইতোমধ্যে শিক্ষাক্রমে যেমন ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জনের কাজও চলমান।

বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান ও প্রায়োগিক দক্ষতার মধ্যে কার্যকর নেতৃত্বের বিকাশ এবং শিক্ষকতা পেশায় সফলতা অর্জনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জরুরি। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগতজ্ঞান ও উপলব্ধি, পেশাগত অনুশীলন ও মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে দক্ষ, সৃজনশীল, সহযোগিতামূলক মনোভাবাপন্ন, অভিযোজনক্ষম এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন ও জীবনব্যাপী শিখনে আগ্রহী শিক্ষক তৈরি হবেন বলে আশা করা যায়।

এ প্রশিক্ষণ মডিউল ও উপমডিউল প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। মডিউল ও উপমডিউল সম্পাদনা ও পরিমার্জনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ জানাই।

পিটিআইতে শিক্ষক-প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত বিভিন্ন মডিউলের আওতায় উপমডিউলসমূহ নতুনভাবে প্রাণসঞ্চার করবে বলে আমি আশা করি।

(আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা)
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রবর্তিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারি এডুকেশন) কোর্স এযাবতকাল মানসম্মত শিক্ষক বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমা ও যুগের চাহিদার সাথে যুৎসই পরিবর্তনের প্রত্যাশা নিয়ে ডিপিএড ইফেক্টিভনেস স্টাডি (DPEd Effectiveness Study) ও অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে কোর্সটি পরিমার্জন করে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বেসিক ট্রেনিং ফর প্রাইমারি টিচারস-বিটিপিটি) কোর্স চালু করা হয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণের যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এর সফল বাস্তবায়ন ও সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর যথাযথ ব্যবহার। ইতোমধ্যে শিক্ষাক্রমে যেমন ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকেরও পরিমার্জনের কাজ চলমান। তাই সময়ের প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় সংস্কার ও যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পিটিআই পর্যায়ে ১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) কোর্সটি পরিমার্জন সময়ের দাবী হয়ে ওঠে। পরিমার্জিত প্রশিক্ষণটিতে প্রশিক্ষণার্থীগণ ০৭ মাস পিটিআইতে সরাসরি প্রশিক্ষণ এবং ০৩ মাস প্রশিক্ষণ/পরীক্ষণ/অনুশীলন বিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক পেশাগত জ্ঞানের অনুশীলন করার সুযোগ পাচ্ছে।

এতে করে শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীগণ পিটিআইতে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি অনুশীলন করবে। অনুশীলন বিদ্যালয়ে পেশাগত জ্ঞানের অনুশীলন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন করবে। এতে করে শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রাপ্ত জ্ঞান নিজ বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করে মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন বা কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছেন শিক্ষক। তবে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয় না। আবার প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকের মান ইত্যাদির দুর্বলতার কারণেও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটে না। এ কারণে একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তু, বিষয়গত জ্ঞান, কার্যকর শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি।

১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের (বিটিপিটি) আওতায় এ ম্যানুয়ালগুলোতে বর্ণিত অধিবেশনসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য শিক্ষকগণকে সরকারি চাকরির বিধি-বিধান পরিচালন ও শ্রেণি পাঠদানে তাঁর অবদান রাখতে সহায়তা করবে। অংশীজনের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে এই মডিউলসমূহের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিষয়বস্তুর পরিমার্জন ও ক্ষেত্রবিশেষে উন্নয়ন করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ব্যবহারকারী ও বিশেষজ্ঞগণের মতামত নিয়ে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

মেধা ও নিরলস শ্রম দিয়ে এ মডিউল ও উপমডিউলসমূহ প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান)

মহাপরিচালক

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

অবতরণিকা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের দীর্ঘমেয়াদি সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন (সিইনএড) এবং পরবর্তীতে ২০১২ সাল থেকে চালু হওয়া ডিপ্লোমা- ইন-প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণ ডিজাইন, প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের জুলাই মাস থেকে আরম্ভ হওয়া পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি) বাস্তবায়নে কাজ করছে।

বিটিপিটি প্রশিক্ষণটি প্রচলিত সিইনএড ও ডিপিএড কোর্স থেকে ধ্যানধারণাগত দিক থেকে এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ নতুন। কোর্সটিকে যুগের চাহিদার সাথে সমন্বয় করা এবং মানসম্মত করার লক্ষ্যে কোর্স সামগ্রী ও নির্দেশিকা সামগ্রীগুলোতে পরিমার্জন প্রয়োজন হয়। সে অনুসারে ২০২১ সাল থেকে এই প্রশিক্ষণটির কারিকুলাম প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ ডিজাইন, প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়নের কাজ আরম্ভ হয়। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে পাইলটিংভিত্তিতে নির্ধারিত ১৫টি পিটিআইতে বিটিপিটি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়। পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালনার সময় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। পাইলটিংয়ের ফলাফল এবং মনিটরিং প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিটিপিটি প্রশিক্ষণের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকগুলো পরিমার্জন করা হয়। পরবর্তীতে বিটিপিটি ইফেক্টিভনেস স্টাডি ও স্টেক হোল্ডারদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিটিপিটি কোর্সের পিটিআই-ভিত্তিক অধিবেশন ও অনুশীলন সময়কাল ১০ মাস (৭ মাস ও ৩ মাস) নির্ধারণ করা এবং মূল্যায়ন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিমার্জন করা হয়।

এই মডিউলগুলো নতুন চাহিদাভিত্তিক পরিমার্জিত সংস্করণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও আগ্রহ জেনে শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষকদের কাজ করার দক্ষতা বৃদ্ধিতে এই মডিউল এবং তথ্যপুস্তকসমূহ সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির তত্ত্বাবধানে এই পরিমার্জন কাজে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারসহ প্রাথমিক শিক্ষার মাঠপর্যায়ের প্যাডাগোজি ও এন্ড্রাগোজি বিশেষজ্ঞগণ কাজ করেছেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকসমূহ মানসম্মত ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকে পরিণত হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ উন্নয়ন ও পরিমার্জনে বিভিন্নভাবে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করায় তাঁদেরকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। অনুরূপভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়, অতিরিক্ত সচিববৃন্দ, যুগ্মসচিববৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও সুচিন্তিত মতামত এই ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকসমূহ কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। সেজন্য আমি তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এয়াড়া, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, মেধা ও মননের ব্যবহার এবং নিরলস পরিশ্রমের ফলে তথ্যপুস্তক ও ম্যানুয়ালসমূহ এত অল্প সময়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

পরিশেষে আমি মনে করি এই পরিমার্জিত ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও প্রশিক্ষণার্থীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য সহায়ক হবে। একইসঙ্গে এর যথাযথ ব্যবহার প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

(ফরিদ আহ্‌মদ)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

বাংলা উপমডিউল পরিচিতি

পরিমার্জিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর)-এ অন্তর্ভুক্ত বাংলা শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে বাংলা প্রশিক্ষণ উপমডিউলটি প্রণীত হয়েছে। বাস্তবতার নিরিখে এই উপমডিউলটি ২০২৫ সালে পরিমার্জন করা হয়েছে। এই উপমডিউলে বাংলা শিক্ষাক্রম পরিচিতি, বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা এবং বাংলা বিষয়ে কার্যকর পাঠদান কলা-কৌশল উপস্থাপন ও পর্যাপ্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

উপমডিউলটির বৈশিষ্ট্যঃ

১. পরিমার্জিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১-এর নির্ধারিত শিখনক্ষেত্রসমূহ এবং প্রাথমিক স্তরের বাংলা বিষয়ের বিষয়বস্তুকে বিবেচনা করে এ উপমডিউলের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে।

২. প্রতিটি অধিবেশনের শেষে শিখনফলের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যপত্র সংযোজন করা হয়েছে।

৩. অধিবেশনে নির্ধারিত কাজের মাধ্যমে শিখনফলসমূহ অর্জিত হওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৪. শিখনফল অর্জনে এসব কাজে প্রশিক্ষণার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে।

৫. অধিবেশন পরিচালনায় প্রশিক্ষণার্থী-কেন্দ্রিক বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৬. প্রত্যেক অধিবেশন শেষে মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

অধিবেশন কাঠামোঃ

১. উপমডিউলটিতে ২৮টি অধিবেশন সংযোজন করা হয়েছে।

২. প্রতিটি অধিবেশনের জন্য ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩. প্রতিটি অধিবেশনের শিখনফল, পদ্ধতি ও কৌশল, উপকরণ ও সময় বিভাজন সংযোজন করা হয়েছে।

৪. শিখনফল নির্ধারণপূর্বক অধিবেশনের কাজকে ক, খ, গ, ঘ অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি অধিবেশন শেষে সহায়ক তথ্যপত্র সংযোজন করা হয়েছে।

৫. অধিবেশনকে ফলপ্রসূ করার জন্য প্রশিক্ষণার্থীর সম্ভাব্য উত্তর, চার্ট/ছক, কেস স্টাডি সংযোজন করা হয়েছে।

৬. সবশেষে প্রশিক্ষণার্থীর অগ্রগতি যাচাই করার জন্য মূল্যায়ন কৌশল রাখা হয়েছে।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	অধিবেশনের শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলা শিক্ষাক্রম পরিচিতি	০৮
২	ভাষাদক্ষতা বিকাশ (গ্রহণমূলক দক্ষতা: শোনা ও পড়া)	১১
৩	ভাষাদক্ষতা বিকাশ (প্রকাশমূলক দক্ষতা: বলা ও লেখা)	১৬
৪	বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা (প্রাক-প্রাথমিক, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি)	২১
৫	বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা (তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি)	২১
৬	বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষিক কাজ	২৫
৭	পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা	৩১
৮	বাংলা স্বরধ্বনি পরিচয় ও প্রমিত উচ্চারণবিধি	৩৩
৯	বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি পরিচয় ও প্রমিত উচ্চারণবিধি	৩৮
১০	ধ্বনি সচেতনতা	৪২
১১	বাংলা ভাষার বর্ণ প্রকরণ ও যুক্তবর্ণ	৪৫
১২	বর্ণজ্ঞান ও শিখন-শেখানো কৌশল	৫১
১৩	যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানো কৌশল	৫৬
১৪	শব্দজ্ঞান ও পঠন সাবলীলতার কৌশল ও অনুশীলন	৫৯
১৫	বোধগম্যতার কৌশল ও অনুশীলন	৬২
১৬	ছবি পড়া ও ছবির পাঠ	৬৫
১৭	ছড়া ও কবিতা পঠনরীতি	৬৭
১৮	ছড়া ও কবিতা শিখন-শেখানো কৌশল	৭০
১৯	গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল	৭১
২০	গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল অনুশীলন	৭৪
২১	লেখা শেখা ও লিখন অনুশীলন	৭৫
২২	সৃজনশীল লেখা ও অনুচ্ছেদ লেখা	৭৮
২৩	বাংলা বানানের নিয়ম ও বিরামচিহ্নের ব্যবহার	৮১
২৪	ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ	৮৬
২৫	শ্রেণিকক্ষে বাংলা ভাষা দক্ষতার মূল্যায়ন	৮৮
২৬	বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির ব্যবহার	৯১
২৭	বাংলা বিষয়ে পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন	৯৫
২৮	বাংলা বিষয়ে পাঠপরিকল্পনা অনুযায়ী শিখন-শেখানো অনুশীলন	৯৭

সহায়ক তথ্য: ০১	বাংলা শিক্ষাক্রম পরিচিতি

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. বাংলা ভাষাদক্ষতার আলোকে বাংলা বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা পর্যালোচনা করতে পারবেন;

খ. বাংলা বিষয়ের বিস্তৃত শিক্ষাক্রম কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. শিখনফলের আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয় শনাক্ত করতে পারবেন।

অংশ-ক	বাংলা বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা

কর্মপত্র

বাংলা বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা-সংশ্লিষ্ট বিবৃতি

নম্বর	বিবৃতি
১	বাংলা ভাষার গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
২	বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যবহৃত (অডিও-ভিডিও ও অন্যান্য) প্রমিত বাংলা ভাষায় প্রশ্ন, নির্দেশ, অনুজ্ঞা, শিষ্টাচারমূলক বাক্য, কথোপকথন, আলোচনা, বক্তৃতা, ঘোষণা, সংকেত, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি শুনে বিষয়বস্তু বুঝতে পারা।
৩	বাংলা ভাষায় রচিত বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার বিষয়ে শুনে তথ্য, মূলভাব ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্ন বুঝতে পারা।
৪	বাংলা ভাষায় রচিত ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, নাটিকা, কৌতুক, কমিক ইত্যাদি শুনে মূলভাব বুঝতে ও আনন্দ লাভ করতে পারা।
৫	বাংলা ভাষার গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
৬	বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যবহৃত প্রমিত বাংলা ভাষায় প্রশ্ন, নির্দেশনা, অনুজ্ঞা, কথোপকথন, আলোচনা, বক্তৃতা, ঘোষণা, সংকেত, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির বিষয়বস্তু বুঝে অংশগ্রহণ করতে পারা এবং মতামত প্রকাশ করতে পারা।
৭	বাংলা ভাষায় রচিত বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার মূলভাব বা বিষয়বস্তু বুঝে বলতে পারা ও নিজস্ব অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারা।
৮	বাংলা ভাষায় রচিত ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, নাটিকা, কৌতুক, কমিক ইত্যাদির মূলভাব বা বিষয়বস্তু বুঝে বলতে পারা ও নিজস্ব অনুভূতি, উপলব্ধি প্রকাশ করতে পারা।
৯	বাংলা ভাষার গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
১০	বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্ভর প্রশ্ন, নির্দেশনা, অনুজ্ঞা, কথোপকথন, আলোচনা, বক্তৃতা, ঘোষণা, নামফলক, সংকেত, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি (বাংলা হরফে মুদ্রিত, হাতে ও ডিজিটাল ডিভাইসে) লেখা পড়ে বিষয়বস্তু ও মূলভাব বুঝতে পারা।

১১	বাংলা ভাষায় রচিত বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনা পড়ে মূলভাব বা বিষয়বস্তু বুঝে বলতে পারা।
১২	বাংলা ভাষায় রচিত ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, নাটিকা, কৌতুক বা কমিক ইত্যাদি পড়ে আনন্দ লাভ করা, বিষয়বস্তু ও মূলভাব বুঝতে পারা এবং মত প্রকাশ করতে পারা।
১৩	বাংলা ভাষার গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
১৪	বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্ভর প্রশ্ন, নির্দেশনা, অনুজ্ঞা, কথোপকথন, আলোচনা, বক্তৃতা, ঘোষণা, সংকেত, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির বিষয় বুঝে লিখতে পারা এবং সাধারণ পত্র, আবেদন পত্র লিখতে ও ছক, ফরম বুঝে পূরণ করতে পারা।
১৫	বর্ণনা, তথ্য ও প্রতিবেদনমূলক রচনার বিষয় বুঝে মূলভাব, নিজস্ব মতামত লিখে প্রকাশ করতে পারা এবং অনুরূপ রচনা লিখতে পারা।
১৬	চিত্র ও ছবি, ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, নাটিকা, ইত্যাদির বিষয়বস্তু বুঝে মূলভাব, নিজস্ব মতামত ও উপলব্ধি লিখে প্রকাশ করতে পারা এবং সৃজনশীল রচনা লিখতে পারা।

শোনা	বলা	পড়া	লেখা

অংশ-খ	বাংলা বিষয়ের বিস্তৃত শিক্ষাক্রম কাঠামো

বিস্তৃত শিক্ষাক্রম কাঠামো

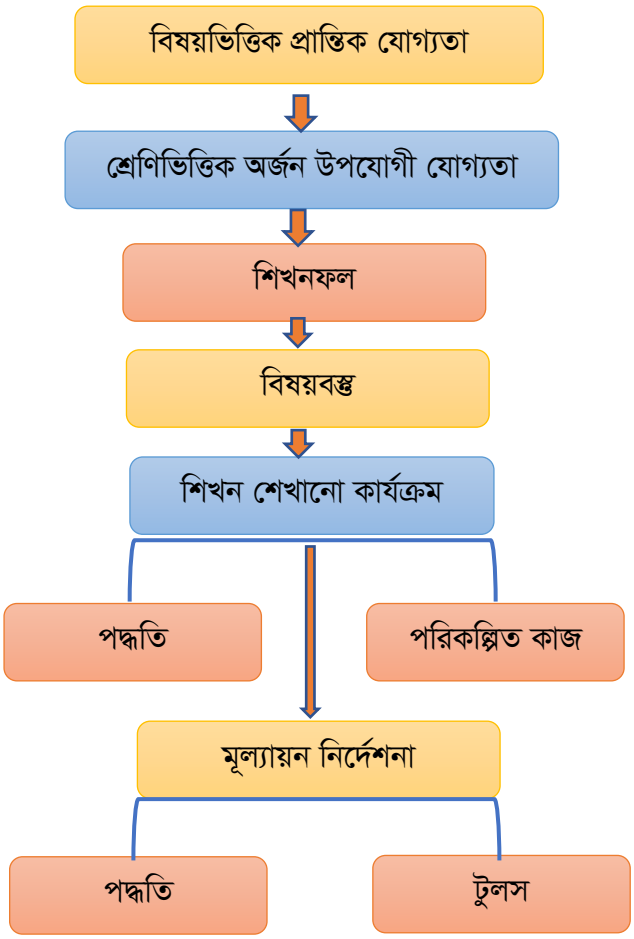

সহায়ক তথ্য: ০২	ভাষাদক্ষতা বিকাশ (গ্রহণমূলক দক্ষতা: শোনা ও পড়া)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ভাষাদক্ষতার বিকাশ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. ভাষাদক্ষতা বিকাশের কৌশল (শোনা/পড়া) ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
গ. শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা (শোনা/পড়া) বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অংশ-ক	ভাষাদক্ষতার বিকাশ

ভাষাদক্ষতার বিকাশ

মানুষের মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনো বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, বাক্যে প্রযুক্ত শব্দ-সমষ্টিকে ভাষা বলে। সহজভাবে বলতে গেলে -

- ভাষা মানব সমাজে বিদ্যমান এবং সমাজেই এর বিকাশ ঘটে।
- ধ্বনি ভাষার মূল উপাদান।
- অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টি একটি ভাষার গৃহীত শব্দ।
- প্রতিটি শব্দ একটি অর্থ প্রকাশ করে।
- শব্দ বাক্যে ব্যবহার হয়ে বিশিষ্টার্থক হয়।
- ভাষার মূল ভিত্তি হলো বাক্য।

ভাষা একটি সমাজ ও জাতির সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং পারস্পরিক সংযোগের প্রধান বাহন। কার্যকর সংযোগ মাধ্যম হিসেবে ভাষা ব্যবহারের বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। 'দক্ষতা' বলতে ব্যবহারিক ক্ষমতাকে বোঝানো হয়।

আমরা জানি, ভাষার দক্ষতা চারটি। শোনা, বলা, পড়া ও লেখা। যে-কোনো ভাষা শিখতে হলে এ চারটি দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। শিশু তার নিকট পরিবেশ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শোনা ও বলার দক্ষতা দক্ষতা অর্জন করে। বিদ্যালয়ে এসে আনুষ্ঠানিক পরিবেশে শোনা ও বলার সঙ্গে সঙ্গে পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন করে। যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ উপায় বা মাধ্যম হলো ভাষা। শ্রেণিকক্ষে ভাষা শেখানোর জন্য কয়েকটি পর্যায় অনুসরণ করা হয়।

- প্রথম পর্যায়ে শিশুকে শুনতে দিতে হয়।
- দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের বলতে দিতে হয়।
- তৃতীয় পর্যায়ে ভাষার লিখিত রূপ পড়তে দিতে হয়।
- চতুর্থ পর্যায়ে শিশুকে লিখতে দিতে হয়।

এভাবেই শোনা, বলা, পড়া ও লেখা অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুরা ভাষা শেখার কাজটি করে। ভাষাদক্ষতা অর্জনে (Language acquisition) শ্রেণিকক্ষে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দক্ষতাগুলো আয়ত্ত করার জন্য পর্যায়ক্রমে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

কোনো শিশুর যোগাযোগ ও বিকাশের ক্ষমতার জন্য ভাষাদক্ষতা অপরিহার্য। এই দক্ষতাগুলোই শিশুকে তার চারপাশের লোকজন, পরিবেশ ও শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ করতে সহায়তা করে। ভাষাদক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিশু কতগুলো শব্দ নিয়মানুযায়ী একত্র করে মনের ভাব ও অনুভূতি বলে বা লিখে প্রকাশ করে।

অংশ-খ	ভাষাদক্ষতা বিকাশের কৌশল (শোনা/পড়া)

শোনার দক্ষতা বিকাশের কৌশল

শোনার দক্ষতা অর্জনের যে প্রক্রিয়াগুলো রয়েছে তার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করার জন্য আমাদের অবশ্যই কথ্য ভাষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা দরকার, যা লেখার দক্ষতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোনো একটি লেখা বার বার পড়ে তার অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়; কিন্তু কোনো কথা একবার বলা হয়ে গেলে তা আর শোনার উপায় থাকে না। সুতরাং শ্রোতাকে অবশ্যই বক্তার কথা শুনে তাৎক্ষণিকভাবে তার অর্থ বুঝে নিতে হবে। আলাপচারিতা অথবা কোনো কথা বলার সময় শ্রোতা যেন তাৎক্ষণিকভাবে সে কথার মর্মোদ্ধার করতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য শিশুদের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সক্ষম করে তোলা যেতে পারে। একজন বলবে, অন্যজন তা শুনে লিখবে, আর দুজন তা পরিমার্জন করবে, এভাবে যদি ধারাবাহিকভাবে শিশুদের কাজ দেওয়া যায় তাহলে এধরনের কাজ থেকে শিশুরা অবশ্যই শোনা দক্ষতার উন্নয়ন করতে সক্ষম হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে নিচের কাজগুলো বিশেষভাবে অনুশীলন করা যেতে পারে-

- আদেশ/ নির্দেশ পালন করতে দিয়ে;
- গল্প/গল্পের অংশ শুনিয়ে প্রশ্ন করে তার উত্তর বলতে ও লিখতে দিয়ে;
- সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে প্রশ্ন করতে দিয়ে;
- নাটিকা ও নাট্যাংশ শুনিয়ে বা দেখিয়ে প্রশ্ন করে তার উত্তর বলতে ও লিখতে দিয়ে;
- অডিও, টিভি ও ক্যাসেট শুনিয়ে প্রশ্ন করে তার উত্তর বলতে ও লিখতে দিয়ে;
- কথোপকথন/ বক্তৃতা শুনিয়ে প্রশ্ন করে তার উত্তর বলতে ও লিখতে দিয়ে;
- কোনো বিষয়বস্তু শুনিয়ে তার উপর কোনো কাজ সম্পাদন করতে দিয়ে শিক্ষক শোনা দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করবেন।

পড়ার দক্ষতা বিকাশের কৌশল

ভাষার চারটি দক্ষতার মধ্যে শোনা ও পড়া গ্রহণমূলক দক্ষতা (Receptive skills) এবং বলা ও লেখা প্রকাশমূলক দক্ষতা (Productive skills) শুনে ও পড়ে আমরা সাধারণত তথ্য গ্রহণ করি। আর বলে ও লিখে আমরা গৃহীত তথ্য প্রকাশ করি। গ্রহণমূলক দক্ষতা অর্থাৎ শোনা ও পড়া দক্ষতা অনুশীলন করানোর তিনটি পর্যায় রয়েছে-

- **শোনা/পড়ার আগের কৌশলঃ** এই পর্যায়ে শিক্ষক পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি বা শিরোনাম দেখিয়ে ছড়া বা কবিতা বা গল্পটি কী সম্পর্কে লেখা তা অনুমান (prediction) করতে দিতে পারেন।
- **শোনা/পড়ার সময়ের কৌশলঃ** এই পর্যায়ে শিক্ষক শোনা/পড়ার সময় পাঠটি সম্পর্কে সাধারণত ধারণা পাওয়ার জন্য পাঠের কিছু প্রশ্ন বা কথোপকথন বা মজার কোনো অংশ উল্লেখ করতে পারেন। শ্রুত/পঠিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পাওয়ার জন্য পাঠে দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাওয়া (skimming) একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। সাধারণত পাঠ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা নিতে ও গুরুত্বপূর্ণ জায়গা খুঁজে বের করতে এটি সরব পাঠের আগে করা হয়।
- **শোনা/পড়ার পরের কৌশলঃ** এই পর্যায়ে শিক্ষক পাঠটির মূল ধারণা বা বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য কিছু প্রশ্ন বা আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারেন। নীরব পাঠের সময় কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে (scanning) ক্ষেত্রে এটি করা হয়। এক্ষেত্রে তিন ধরনের প্রশ্ন করা হয়; সরাসরি-উত্তর প্রশ্ন (Literal question), বিকল্প-উত্তর প্রশ্ন (inferential question) ও মুক্ত-উত্তর প্রশ্ন (open ended question)

শিক্ষার্থীদের পড়ার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দজ্ঞান বৃদ্ধির কৌশলঃ পাঠ্যবইয়ের নতুন শব্দ

শিশুর পড়া ও লেখা দক্ষতা অর্জনে শব্দজ্ঞান জরুরি। এজন্য শিক্ষক শিশুকে পাঠে ব্যবহৃত নতুন বা কঠিন শব্দের অর্থ বুঝতে সহায়তা করবেন। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেরাই নতুন নতুন শব্দ সঠিক বানানে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়ে অর্থ খুঁজে বের করতে পারে এবং প্রয়োজনানুসারে বাক্যে ব্যবহার করতে পারে সেই দক্ষতা বৃদ্ধিতে শিক্ষক সহায়তা করবেন।

ভাষার কাঠামো শিখতে সহায়তা করা ও শব্দ তৈরি

শিশুদের নতুন শব্দ শিখতে সহায়তা করার একটি কার্যকর পদ্ধতি হলো শব্দের মূল অংশ চিনতে সহায়তা করা। এক্ষেত্রে প্রথম দিকে শিশুর পরিচিত শব্দ থেকে কোনো একটির মূল অংশ ব্যবহার করে নতুন শব্দ তৈরি করার খেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন– ‘ক’ শিশুর কাছে একটি পরিচিত শব্দ, এটিকে মূল শব্দ বা শব্দাংশ বিবেচনা করে নতুন শব্দ তৈরির কৌশল দেওয়া হলো–

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এভাবে যেকোনো একটি মূল শব্দ বা শব্দাংশ (শুরু/শেষ) দিয়ে নতুন শব্দ তৈরির খেলা করা যায়। এর মাধ্যমে শিশুরা নতুন নতুন শব্দ গঠন করতে শেখে।

প্রাসঙ্গিক ধারণার ব্যবহার

কোনো অপরিচিত শব্দ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক ধারণা দিয়ে এর অর্থ বোঝানো যায়। যেমন–কোনো পাঠে 'স্থানান্তর' শব্দটি শিক্ষার্থীর কাছে নতুন। এর আভিধানিক অর্থ "কোনো কিছুর অবস্থানের পরিবর্তন" অর্থাৎ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া। কিন্তু এ অর্থ শিশুর কাছে প্রথম অবস্থায় নিরর্থক হবে। যতক্ষণ না সে এর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারে। তাই শব্দটির অর্থ বোঝাতে সহজ উদাহরণ বা বাস্তব প্রেক্ষাপট দিয়ে ব্যাখ্যা করলে তা শিখনে সহায়ক হবে।

একই শব্দ খুঁজে বের করা

যেকোনো নতুন শব্দ মাত্র একবার পড়ে মনে রাখা খুবই কঠিন। পড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেকোনো পাঠে বা অন্যান্য কাজে নতুন শব্দটি ব্যবহার করা যায়। এমনকি ঐ মাসের পাঠ্য বিষয় থেকে এরূপ অপরিচিত শব্দগুলো শনাক্ত করে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে শব্দকোষ বা শব্দের ক্যালেন্ডার হিসেবে তৈরি করে টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে। এতে শিশুরা অপরিচিত শব্দটি বারবার দেখার সুযোগ লাভ করবে।

অংশ-গ	**শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা (শোনা/পড়া) বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা**

শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা (শোনা/পড়া) বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা: প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিশুর বয়স অনুযায়ী ভাষার বিকাশের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। এই স্তরে গ্রহণমূলক ভাষাদক্ষতা শোনার দক্ষতা উন্নয়নে জোর দিতে হবে।

প্রাথমিক স্তরের প্রারম্ভিক পর্যায়ে (প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি) ভাষাদক্ষতা শোনার প্রতি জোর দিতে হবে। এরপর ধীরে ধীরে পড়ার প্রতি জোর দিতে হবে।

শিশু তার পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে প্রতিনিয়ত শুনে শুনে এক ধরনের দক্ষতা অর্জন করে বিদ্যালয়ে আসে। মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন করার প্রধান উপায় শোনা। ধ্বনির পার্থক্য, আদেশ, নির্দেশ ইত্যাদি বিষয় তার শোনার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়। শোনা শুধুমাত্র ধ্বনি, শব্দ, বাক্য বা কোনো ধারাবাহিক বর্ণনা নয়- শোনার পর সেই বিষয়ে শিশুর সঠিক প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি মুখ্য।

শ্রেণিকক্ষে শোনার দক্ষতা অনুশীলন

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের শোনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রেণিকক্ষে অনুশীলন প্রয়োজন। কেননা প্রাথমিক স্তর ভাষা-শিক্ষার জন্য উত্তম সময়। শ্রেণিকক্ষে শোনার-দক্ষতা অনুশীলনে শিক্ষকের করণীয়-

উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি

শ্রেণিকক্ষে শোনার অনুশীলনের জন্য শোনার উপযোগী একটি পরিবেশ আবশ্যক। কোলাহলমুক্ত পরিবেশ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আদর্শ অনুপাত শোনার-দক্ষতা অনুশীলনের অন্যতম শর্ত। এক্ষেত্রে শিক্ষক ভাষাশিক্ষা ল্যাবরেটরি, সাউণ্ড-সিস্টেম, অডিও-ভিডিও ব্যবহার করতে পারেন।

আগ্রহ সৃষ্টি

শোনার দক্ষতা অনুশীলনের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষকের বক্তৃতামূলক পাঠদানের পর কুইজ প্রতিযোগিতা করে পুরস্কার দিলে শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রতি অধিক মনোযোগ ও শোনার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

আকর্ষণীয় বিষয়

শিক্ষক শ্রেণিতে শোনাকে আকর্ষণীয় ও কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণের ব্যবহার করতে পারেন। যেমন- গ্রামোফোন, টেপ রেকর্ডার, টেলিভিশন ইত্যাদি।

শিক্ষকের বাচনভঙ্গি ও উপস্থাপন কৌশল

শ্রেণিতে শোনার অনুশীলনের জন্য শিক্ষকের বাচনভঙ্গি ও উপস্থাপনা অর্থাৎ কণ্ঠস্বর স্পষ্ট ও নির্ভুল উচ্চারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকের বক্তব্য শুনে শিক্ষার্থীরা শেখে। এছাড়াও শোনার দক্ষতা বৃদ্ধিও জন্য শিক্ষক শ্রেণিতে শ্রুতলিখন, গল্প বলা, বক্তৃতা, আবৃত্তি, কথোপকথন ইত্যাদির আয়োজন করতে পারেন।

সহায়ক তথ্য: ০৩	ভাষাদক্ষতা বিকাশ (প্রকাশমূলক দক্ষতা: বলা ও লেখা)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ভাষাদক্ষতা বিকাশের কৌশল (বলা/লেখা) ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা (বলা/লেখা) বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অংশ-ক	ভাষাদক্ষতা বিকাশের কৌশল (বলা ও লেখা)

১. বলা দক্ষতা: কথা বলতে শেখার প্রাথমিক স্তরে শিশু তার বাগযন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনি উচ্চারণ করে। এ ধ্বনিগুলো কোনো বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। অর্থপূর্ণ ধ্বনিগুলোই একটি ভাষার শব্দাবলি। এ শব্দাবলি পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে বাক্যে। শিশুর মুখে উচ্চারিত ধ্বনি সমষ্টি ভাষার এক একটি বাক্য। পরিবেশের পরিধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর কথা বলার দক্ষতা বাড়তে থাকে। বিদ্যালয়ে আসার পূর্বে যেকোনো স্বাভাবিক শিশু ২৫০০ শব্দ শিখে ফেলে এবং পূর্ণ বাক্যে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে।

বলার দক্ষতা বিকাশের কৌশল

শিশুকাল থেকে পর্যাপ্ত সহায়তা দিয়ে শিক্ষার্থীর বলার দক্ষতার উন্নয়ন সাধন করা যায়। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পর্যাপ্ত সহায়তা দেবেন। যেমন- শিক্ষার্থী যদি পূর্ণ বাক্যে অথবা অর্থবহভাবে কোনো কথা না বলে তাহলে অর্থবহভাবে কথাটি বলে দেবেন। তবে ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ভুল শব্দ, বাক্য শুদ্ধভাবে পুনরায় বলবেন। প্রসঙ্গ-বহির্ভূতভাবে কোনো শব্দ ব্যবহার করা হলে প্রসঙ্গ অথবা ক্ষেত্রটি বর্ণনা করবেন। বলার দক্ষতা অর্জনের কতিপয় কৌশল -

- প্রশ্ন করতে ও উত্তর বলতে দেওয়া
- ছবি/চিত্রের বিষয়বস্তু বলতে বা প্রশ্ন করে উত্তর বলতে দেওয়া
- গল্প শুনে বলতে দেওয়া
- গল্পভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর বলতে দেওয়া
- ছবি সাজিয়ে গল্প বলতে দেওয়া
- অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে দেওয়া
- নির্দেশ প্রদান করতে দেওয়া
- ছড়া/কবিতা আবৃত্তি করতে দেওয়া
- নিজের সম্পর্কে বলতে দেওয়া
- ধারাবাহিক গল্প বলতে দেওয়া
- নির্ধারিত বিষয়ে বা উপস্থিত বক্তৃতা উপস্থাপন করতে দেওয়া
- খবর পাঠ করতে দেওয়া

২. লেখা দক্ষতা: ভাষা শেখার চতুর্থ ও শেষ স্তর হল 'লেখা'। ভাষার লিখিত রূপটি পড়তে পারার পর তা লিখতে পারার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। ভাষা শেখার শেষ পর্যায় লিখিতভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা। আমাদের মনে নিত্য নতুন ভাবের উদয় হয়। চিন্তা ও কল্পনায় আমরা কতকিছু রচনা করি। কিন্তু এগুলো স্থায়ী হয় না। মৌখিকভাবে প্রকাশ করলেও তা অনেকের মনে থাকে না। এভাবে আমাদের চিন্তা-ভাবনা ও মুখের কথা হারিয়ে যায়। কিন্তু ভাবনাগুলোর যদি লিখিত রূপ দেওয়া যায়, তবে তা স্থায়ী হয়ে থাকে, আর হারিয়ে যেতে পারে না। এভাবে এক জাতির অর্জিত জ্ঞান অন্য জাতির নিকট পৌঁছায়, এক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্য যুগের মানুষ লাভ করে থাকে। সুতরাং প্রতিটি শিশুকে লেখার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, যেন সে মনের ভাব লিখিতভাবে প্রকাশ করতে পারে।

লেখার দক্ষতা অনুশীলনের কৌশল

লেখার দক্ষতা অনুশীলনের তিনটি পর্যায় আছে। যেমন-

- **নিয়ন্ত্রিত লেখা:** শিক্ষক নিয়ন্ত্রিতভাবে পূর্বনির্ধারিত বর্ণ বা শব্দ লিখতে বলতে পারেন। যেমন, নিয়ম মেনে বর্ণ লেখা ও শূন্যস্থান পূরণ করতে দেওয়া (আমি ভাত খাই)। নিয়ন্ত্রিত লেখা শুদ্ধতার জন্য করা হয়।
- **নির্দেশিত লেখা:** শিক্ষার্থী অনেকটা স্বাধীনভাবে বর্ণ বা শব্দ লিখতে পারে। যেমন, বর্ণ লেখা ও শূন্যস্থান পূরণ করতে দেওয়া (আমি ভাত ..., এখানে খাই, চাই হতে পারে)। আবার শিক্ষক কোনো ছবি দেখিয়ে কোনো একটি নির্দিষ্ট বাক্য কাঠামো অনুসরণ করে কয়েকটি বাক্য লিখতে দিতে পারেন।
- **মুক্ত লেখা:** শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে শব্দ ও বাক্য লিখতে পারে। কোনো একটি গল্প বা কবিতা পড়ানোর পর এটি নিজের ভাষায় বর্ণনা লিখতে দিতে পারেন। আবার গল্প বা কবিতার নির্দিষ্ট কোনো চরিত্রের জায়গায় **তুমি হলে কী করতে?** এমন প্রশ্নের উত্তর লিখতে দিতে পারেন। কোনো বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা লিখতে দেওয়া।

প্রাথমিক স্তরে লেখার দক্ষতা বিকাশের উল্লিখিত তিনটি পর্যায় অনুসরণ করে মূলত প্রাক-লিখন ও বর্ণ লেখা, বর্ণ যুক্ত করে শব্দ লেখা, শব্দ সাজিয়ে বাক্য লেখা ও অনুচ্ছেদ লেখার কাজগুলো করা হয়ে থাকে।

অংশ-খ	**শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা (বলা ও লেখা) বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা**

বলা শিখনে শিক্ষকের করণীয়

কথা বলা একটি শিল্প, একটি দক্ষতা। বলা মানে বাকপটুতা নয়। বলার দক্ষতা এমনি এমনি আসে না। এর জন্য অনুশীলন করা প্রয়োজন। অনুশীলনের মাধ্যমে বলা দক্ষতা অর্জনের জন্য শ্রেণিকক্ষ একটি আদর্শ জায়গা। এখানে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের বলা দক্ষতা অর্জন শিক্ষককেন্দ্রিক। শ্রেণিকক্ষে আঞ্চলিক ভাষা পরিহার করে শুদ্ধ ভাষায় বলা, কারণ শিক্ষকের ভাষা শুনে এবং তাঁকে অনুকরণ করে শিক্ষার্থীরা ভাষা শেখে;

১. শিক্ষার্থীদের বলার জন্য শিক্ষক উৎসাহ প্রদান করবেন।
২. শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার না করা।
৩. শিক্ষার্থীর উচ্চারণে ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া এবং সঠিক উচ্চারণে সুস্পষ্টভাবে বলতে সহায়তা করা।

৪. গুছিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করতে শেখাবেন।
৫. সহজ ভাষায় বলতে শেখাবেন।
৬. বলার সময় ভাষা-দূষণ যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলবেন।
৭. শিক্ষার্থীদের বলার সময় প্রাসঙ্গিক অঙ্গভঙ্গি করতে শেখাবেন।

এজন্য যেসকল কার্যক্রম করবেন-

কথোপকথন

শিক্ষার্থীদের মধ্যে কথোপকথন বা আলাপচারিতা সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষক শ্রেণিতে বলা অনুশীলন করাতে পারেন। দুজন শিক্ষার্থীর মধ্যে যখন কথোপকথন চলবে তখন অন্য সকল শিক্ষার্থী তাঁদের কথোপকথন শুনবে। কথোপকথন চলাকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ঐ কথোপকথনের বিষয়ের ওপর এবং শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দিকের ওপর খেয়াল রাখবেন। যারা খুব ভালো বলেন তারা খুব দায়িত্ববান, সত্যনিষ্ঠ এবং সহনশীল বা সহমর্মী হন। বলার সময় উগ্রতা পরিহার করে, যুক্তিবাদী হতে হয়। আসলে বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনা কথোপকথনের মূলকথা।

গল্প বলা

গল্প বলার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে বলা অনুশীলন করা যেতে পারে। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের গল্প বলতে বলবেন। গল্প বলার সময় শিক্ষার্থীর উপস্থাপনা, শব্দের উচ্চারণ, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদির শুদ্ধতা লক্ষ করবেন।

বক্তৃতা

বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অংশগ্রহণের মনোভাব তৈরি হয় এবং নেতৃত্বের গুণ বৃদ্ধি পায়। তবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বক্তৃতার বিষয় হবে সহজ, আকর্ষণীয় ও সুনির্দিষ্ট। বক্তৃতার বিষয়ের ভাবের ক্রমবিকাশ, আবেগ-অনুভূতি, শব্দ চয়ন, আঞ্চলিকতা, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি দিক খেয়াল রাখতে হবে।

আবৃত্তি

শিশু-শিক্ষার্থীরা ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করতে পছন্দ করে। শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের আবৃত্তির অনুশীলন করাতে পারেন। ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি শিক্ষার্থীদের নিকট একটি উপভোগ্য বিষয়। কার্যত শিক্ষার্থীরা ছড়া, কবিতা আবৃত্তি শুনে শুনেই আবৃত্তি করতে শিখে ফেলে। শিক্ষক সুন্দর করে ছড়া, কবিতা আবৃত্তি করবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে মনোযোগ সহকারে আবৃত্তি শুনতে বলবেন। আবৃত্তি শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা অনুরূপভাবে আবৃত্তি করতে পারছে কিনা সেটা লক্ষ করবেন।

বির্তক

বিদ্যালয়ে/ শ্রেণিকক্ষে বিতর্ক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বলা দক্ষতার উন্নয়ন করা যায়। বিতর্ক হলো এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক আলোচনা। বিতর্কে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বক্তা নিজের দলের পক্ষে অবস্থান নিয়ে যুক্তিপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করার চেষ্টা করে। এতে করে বক্তার যুক্তিপূর্ণভাবে কথা বলার দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে।

লিখন শিখনে শিক্ষকের করণীয়

- লেখার বিষয়ে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা।

- শিক্ষার্থীদের নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি করা।
- শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল করে না তোলা।
- পঠনের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া।

লেখার পূর্ব-প্রস্তুতি ও লেখার উপ-দক্ষতা

প্রত্যেক শিশুই সহজাতভাবে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে লেখার প্রাথমিক যাত্রা শুরু করে। ধুলোবালি নিয়ে নাড়াচাড়া করা, দুহাতে বালি টেনে স্তূপ তৈরি করা, আঙুল কিংবা কাঠি দিয়ে ধুলোবালির ওপর আঁচড় কাটা ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়েই তার লেখার জন্য পেশিগুলো কর্মক্ষম হতে থাকে। এভাবেই শিশুর কাছে লেখার প্রমিত রূপটি পর্যায়ক্রমে উন্মোচিত হয়।

লেখার পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক কাজ

হিজিবিজি আঁকা

- উপর-নিচে দাগ দেওয়া
- পাশাপাশি দাগ দেওয়া
- ডট (.) চিহ্ন দেওয়া
- অর্ধ-গোলাকার দাগ দেওয়া
- গোলাকার দাগ দেওয়া
- রেখা দ্বারা আবদ্ধ করা ইত্যাদি।

শিশুর প্রাক-লিখন দক্ষতার উন্নয়ন

- আঁচড় কাটা বা হিজিবিজি আঁকার মধ্য দিয়েই একটি শিশুর লেখা আরম্ভ হয়। তারপর থেকে সে দাগ টানতে শুরু করে। ১৮ মাস বয়স থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে দাগ টানার সামর্থ্য অর্জন করে।

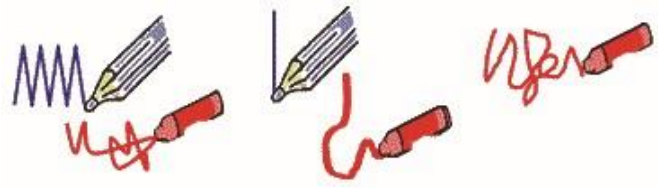

- ২ বছর বয়স থেকে শিশু আনুভূমিকভাবে (পাশাপাশি) রেখা টানার পূর্বেই উল্লম্বভাবে (উপর থেকে নিচে) দাগ টানতে শুরু করে। আড়াই বছর পর্যন্ত সে এভাবেই চলতে থাকে। ৩ বছর থেকে শিশু গোলাকার দাগ দিতে সমর্থ হয়।

- সাড়ে তিন বছর বয়সে শিশুরা দেখে দেখে বর্ণ আঁকতে চেষ্টা করে। তারা তখন থেকে ডট (.) দিয়ে আঁকা কোনো চিত্র দেখে আঁকার চেষ্টা করে। যদিও এক্ষেত্রে তাদের আঁকা চিত্রের কোণগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃত্ত চাপের ন্যায় ঘোরানো রূপ লাভ করে।

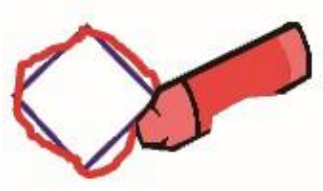

- যোগ চিহ্ন দেওয়ার সামর্থ্য অর্জিত হয় শিশুর ৪ বছর বয়সে। সুচারুভাবে না হলেও তখন থেকে শিশুরা ডট (.) অনুসরণ করে বর্গ এবং ত্রিভুজ আঁকতে পারে। ৫ বছর বয়সের আগেই সে সাধারণভাবে বর্গক্ষেত্র আঁকতে পারে এবং ডট (.) চিহ্ন দেওয়া ডায়মন্ড আকৃতি দাগ টেনে সম্পূর্ণ করতে পারে।

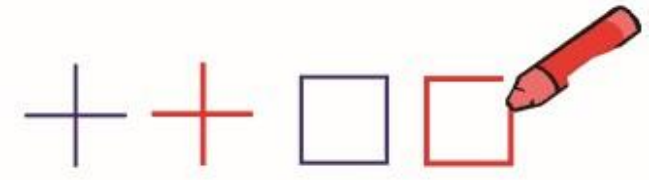

- পরবর্তী ১ বছরের মধ্যেই শিশুরা এক্ষেত্রে অনেক দক্ষতা অর্জন করে এবং সমর্থ হয়ে ওঠে। এর মধ্য দিয়েই শিশুরা ধীরে ধীরে বর্ণ আঁকতে ও লেখার দক্ষতা অর্জনের পথে পা দেয়।

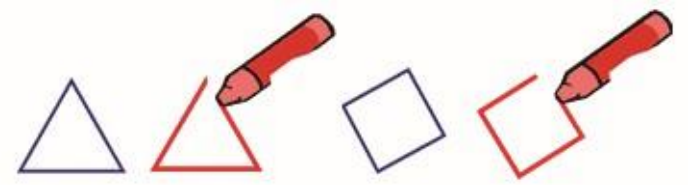

প্রকাশমূলক দক্ষতার অন্যতম দক্ষতা হলো লেখা। আমরা যা মুখে বলি 'লেখা' অর্থ শুধুমাত্র সেটাই প্রকাশ করা নয়। অধিকন্তু এর মাধ্যমে আমরা ধারণা ব্যক্ত করি, চিন্তা ও অনুভূতিকে প্রকাশ করি এবং অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করি। লেখা-দক্ষতার মাধ্যমে সার্থক যোগাযোগ করতে প্রচুর অনুশীলন প্রয়োজন।

সহায়ক তথ্য: ৪ ও ৫	বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রাথমিক স্তরের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা করতে পারবেন।

অংশ-ক	প্রাথমিক স্তরের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা

ভাববস্তু

বাংলা বিষয়ের বিষয়বস্তু মূলত কতকগুলো সুনির্দিষ্ট ভাববস্তুর উপর রচিত। এখন আমাদের জানা দরকার, ভাববস্তু বলতে কী বোঝায়? ভাববস্তু হচ্ছে কোনো লেখার মূল ধারণা। মূলত ঐ ধারণাকে কেন্দ্র করেই লেখাটির পরিকল্পনা করা হয়। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষাক্রমে বাংলা বিষয়ে যে ভাববস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে তা হলো – দেশপ্রেম/ দেশাত্মবোধ, গ্রামীণ ও নগরজীবন, প্রকৃতি, অভিযান, ভ্রমণ, খেলাধুলা, দেশ-পরিচয়, পোষা-অপোষা পশুপাখি ও জীবজন্তু, নদী-সাগর-পাহাড়, মহৎ জীবন, অধ্যবসায়, শিষ্টাচার, মানবপ্রেম, মাতৃভাষা, ভাষা-আন্দোলন, জাতীয় দিবস, নৈতিকতা, সমাজজীবন, মুক্তিযুদ্ধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, নিরাপদ জীবনযাপন।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, নিরাপদ জীবনযাপন ভাববস্তুর ওপর ভিত্তি করে কোন শ্রেণিতে কোন বিষয়টি রচনা করা হয়েছে? বিষয়গুলো ভালোভাবে পড়লেই তা বোঝা যাবে পর্যালোচনা সঠিক আছে। কিন্তু একটু বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দিয়ে পড়লে বোঝা যাবে এ বিষয়টি হয়তো অন্যকোনো ভাবকেও স্পর্শ করেছে। যেমন মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কোনো লেখায় নীতিকথার ছোঁয়া থাকতে পারে। অথচ নীতিকথা অন্য একটি ভাববস্তু।

বিষয়বস্তু

নির্দিষ্ট কোনো ভাববস্তু অনুযায়ী বিষয়বস্তু উপস্থাপনে লেখক সাধারণত কতকগুলো মাধ্যম ব্যবহার করেন। এ মাধ্যমগুলো হচ্ছে ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, কথোপকথন, চিঠি, দরখাস্ত ইত্যাদি। বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য এগুলো হচ্ছে সাহিত্যরূপ। কোনো বিষয়বস্তুতে শিল্পরূপ দানের জন্য ভাষার যে আঙ্গিক নির্মাণ করা হয় তাই সাহিত্যরূপ। এই রূপগুলো একে অপরের থেকে আলাদা। ভিন্ন ভিন্ন এ সাহিত্যরীতি বিষয়বস্তুর আদল ও আবেদন দুইই পাল্টে দেয়। বিষয়বস্তুর এই ভিন্নতা সাহিত্যের অত্যন্ত পরিচিত একটি রূপ। বিষয়বস্তুর এই ভিন্নতা শিশুর ভাষা শিখনে বৈচিত্র্য আনে।

ভাববস্তু অনুযায়ী বিষয়বস্তুর এই বিভিন্নতা শিক্ষার্থীর শিখনে যেমন প্রভাব ফেলে তেমনি শিক্ষকের শেখানোর ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে। ফলে বৈচিত্র্যপূর্ণ পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষকের সচেতন থাকা খুবই প্রয়োজন। কেননা ছড়া বা কবিতা যেমন করে পড়াতে হবে তেমনি করে কি গল্প বা প্রবন্ধ পড়ানো যায়? আবার সব গল্পই কি একই ঢঙে পড়ানো যায়?

না। কেন এমনটি হয় আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি? বস্তুত শিক্ষক বিষয়বস্তুর বর্ণনা অনুযায়ী পাঠ উপস্থাপন করে থাকেন।

এবার ভেবে দেখি, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এই ছড়া, কবিতা, গল্প ইত্যাদির মাধ্যমে আসলে কী শেখে? আর তাদের মননধারার কী উন্নয়নের জন্য তারা অনুশীলন করে? সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই বিষয়বস্তুগুলোর মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা কতকগুলো শিখনফল তথা শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা অর্জন করে। মূলত এই অর্জন শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতাগুলো আয়ত্ত করার মাধ্যমে বাংলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা কেবল সাহিত্য পড়ে তার অন্তর্নিহিত ভাবই বুঝে না বরং সাহিত্যের মাধ্যমে অপরাপর ভাষাদক্ষতাগুলোরও উন্নয়ন করে। ভাষাচর্চা ও সাহিত্যবোধের বিকাশের মধ্য দিয়ে শিশুর মধ্যে ক্রমসম্প্রসারণশীল মূল্যবোধের জন্ম নেয়। এই মূল্যবোধ তাকে জীবন পথে নতুন দিশা দেয়। এ ব্যাপারে আরো ভালোভাবে বুঝতে আমরা আমাদের কোর্সের বাংলা বিষয়ের যেকোনো বিষয়বস্তু উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। কেননা বাংলা কোর্সে সন্নিবেশিত সাহিত্যধর্মী বিষয়বস্তুগুলো পড়েও আমরা যেমন সাহিত্যরস সিঞ্চন করব তেমনি ভাষাদক্ষতার উন্নয়ন করব।

পাঠের ধরন পর্যালোচনা

আমরা যদি প্রথমেই প্রথম শ্রেণি বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাবে এখানে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। নিচের ছকে এটি দেখানো হলো।

পাঠের ধরন
ছবিতে কথা/গল্প
ছড়া
আঁকাআঁকি
বর্ণ পাঠ
কারচিহ্নের পাঠ
কবিতা
গল্প ও প্রবন্ধ
কথোপকথনধর্মী পাঠ
শব্দের খেলা

এটি দেওয়ার অর্থ হলো প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ে এ ধরনের পাঠ আছে। অর্থাৎ শিক্ষক যদি উল্লিখিত ধরনের একটি পাঠের ওপর শিখন শেখানো কাজ পরিচালনা করতে পারেন তাহলে ঐ ধরনের অন্য পাঠ পরিচালনা করা তার জন্য অনেক সহজ হয়ে যায়। একটি মজার ব্যাপার হলো যত ওপরের শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করা যাবে, দেখা যাবে পাঠের এই ধরনের ভিন্নতার পরিমাণ কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু মূলত কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধকে ঘিরে রচিত বা সংকলিত হয়েছে। এখান থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, কোনো

শিক্ষক যদি প্রথম শ্রেণির বিষয় উপস্থাপনে দক্ষ হতে পারেন, তাহলে তিনি অন্য শ্রেণিতে খুব সহজেই পাঠ উপস্থাপনে দক্ষ হয়ে উঠবেন।

পাঠসংশ্লিষ্ট অনুশীলনীর পর্যালোচনা

প্রতিটি বিষয়ের অনুশীলনীতে বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন পদ আছে। যেমন – একটি কবিতার অনুশীলনীতে পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা, অর্থ বলা, খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা, মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা, যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা, যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ বলা ও পড়া, বহুনির্বাচনী প্রশ্ন, কবিতা পড়া, কবিতাটি লেখা ইত্যাদি কাজ রয়েছে। আবার অন্য কোনো একটি গল্প বা কবিতায় নতুন অন্য ধরনের মূল্যায়ন পদ রাখা হয়েছে। এভাবে যদি সব বিষয়ের মূল্যায়ন পদ একত্র করা যায় তাহলে দেখা যায় একটি শ্রেণির শিখনফলের আলোকে মূল্যায়ন পদের সংখ্যা অনেক। এগুলো হলো:

বাক্য বলা ও লেখা, পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা, শব্দের অর্থ বলা ও লেখা, খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা, পড়া ও নিজের ভাষায় বলা, মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা, ছবির নিচে শব্দ লেখা, যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা, যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ বলা ও পড়া, মিল করা, পাঠ থেকে উত্তর বাছাই করে বলা ও লেখা, কবিতা আবৃত্তি করা, মুখে মুখে গল্প বলা, নাম বাচক শব্দ বলা ও লেখা, বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা, শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা, একই অর্থের শব্দ জানা, বিরামচিহ্নের ব্যবহার, কোনো বিষয় সম্পর্কে বাক্য লেখা, শব্দ খুঁজে মালা বানানো, প্রশ্ন তৈরি করা ও উত্তর লেখা, বাক্য জুড়ে বাক্য তৈরি করা, ছক পূরণ করা, ক্রমবাচক শব্দ বলা, পড়া ও লেখা, বানান ও অর্থের পার্থক্য করা, সংকেত জেনে নেওয়া, ছবি দেখে গল্প তৈরি করা, গল্প শোনানো ইত্যাদি।

অনেকে মনে করি একটি পাঠের বা বিষয়বস্তুর জন্য যে সকল মূল্যায়ন পদ রাখা হয়েছে কেবল সেগুলো অনুশীলন করাতে পারলেই শিক্ষার্থীর অর্জন নিশ্চিত করা যাবে। আসলে বিষয়টি তা নয়। কোনো বিষয়ের জন্য ঐ শ্রেণিতে যতগুলো মূল্যায়ন পদ নির্ধারণ করা হয়েছে, প্রযোজ্য সব ধরনের মূল্যায়ন পদ শিক্ষার্থীকে অনুশীলন করানো আবশ্যক। যেমন বর্ণিত কবিতার অনুশীলনীতে বিপরীত শব্দ এর অনুশীলন নেই। কিন্তু একটি প্রবন্ধে বিপরীত শব্দের অনুশীলন রাখা হয়েছে। এখানে এমনটি ভাবার কি অবকাশ আছে যে, প্রবন্ধের বিপরীত শব্দ শিখলেই ঐ শ্রেণির এ-সম্পর্কিত সব অর্জন শেষ হয়েছে? সেকারণে শিক্ষার্থীর বাংলা বিষয়ে শিক্ষাক্রমের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য একটি পরিকল্পনা আগে থেকেই ঠিক করে নিতে হবে। কিন্তু তাই বলে একটি পাঠে বা একদিনের পাঠে শিক্ষক এর সবগুলো মূল্যায়ন করবেন না। শিখন-শেখানো কার্যক্রম শেষে ঐ শ্রেণির জন্য যেসকল মূল্যায়ন পদ নির্ধারণ করা হয়েছে ঐ বিষয়বস্তুর জন্য প্রযোজ্য সবকটি কার্যক্রম অনুশীলন ও মূল্যায়ন করাবেন।

উল্লেখ্য, প্রাথমিক স্তরের বাংলা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভাষা দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি দেশপ্রেম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী, মুক্তিযুদ্ধের গৌরব গাঁথা প্রভৃতি ভাববস্তু আত্মস্থ করার সুযোগ পাবে। সেই সাথে শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনবোধেরও প্রতিফলন ঘটাতে পারবে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ে সীমাবদ্ধ না থেকে কল্পনা ও চিন্তাশক্তির বিকাশের মাধ্যমে সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে মাতৃভাষা ব্যবহারে দক্ষ হতে পারবে। শিক্ষকগণ এ বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে পাঠ্যপুস্তকের যথাযথ ব্যবহার করবেন।

অংশ-ক	পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা

প্রাক-প্রাথমিক, প্রথম - পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা ছক							
পাঠ	পাঠের শিরোনাম/ বিষয়	পিরিয়ড সংখ্যা	বিষয়বস্তু	ভাববস্তু	শিখনফল	উপকরণ	পাঠদান পদ্ধতি/ কৌশল
১.							
২.							
৩.							
৪.							

সহায়ক তথ্য: ০৬	বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষিক কাজ

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. বাংলা পাঠ্যপুস্তকের ভাষিক কাজ চিহ্নিত করতে পারবেন।

খ. ভাষাদক্ষতা উন্নয়নে ভাষিক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।

অংশ-ক	বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষিক কাজ

ভাষিক কাজ কী?

ভাষার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যে সকল কাজ করা হয় তাই ভাষিক কাজ। শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলা বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার সময় যেসকল কাজ করানো হয় সেগুলোই ভাষিক কাজ। বাংলা ভাষার ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য কোনোরকম সংজ্ঞা বা তত্ত্ব উল্লেখ না করে খুব সহজে ভাষার প্রায়োগিক বিবেচনায় ব্যবহার করা হয়েছে ভাষিক কাজে। যেমন– পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা, শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা ইত্যাদি।

ভাষিক কাজে মুখ্য হচ্ছে অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রচুর অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকা। ফলে ভাষিক কাজ অনুশীলন করার অর্থই হচ্ছে মজা করে খেলার ছলে ব্যাকরণের নিয়ম বা রীতি অনুশীলন করা। এই অনুশীলন বাংলা ভাষা সম্পর্কিত জ্ঞান ও প্রয়োগকে পরিশীলিত করে। ফলে ভাষাদক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থী যথেষ্ট পারদর্শী হয়।

ছক: বাংলা পাঠ্যপুস্তকে শ্রেণিভিত্তিক ভাষিক কাজের তালিকা

ক্রম নং	দ্বিতীয় শ্রেণির ভাষিক কাজ	তৃতীয় শ্রেণির ভাষিক কাজ	চতুর্থ শ্রেণির ভাষিক কাজ	পঞ্চম শ্রেণির ভাষিক কাজ
১	মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা	ছবি দেখে ভাবা, বাক্য বলা ও লেখা	পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা	পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা
২	ছবি দেখে শব্দ বলা ও লেখা	পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা	শব্দের অর্থ বলা ও লেখা	শব্দের অর্থ বলা ও লেখা
৩	যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা ও যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ বলা ও পড়া	শব্দের অর্থ বলা ও লেখা	খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা	খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা
৪	বর্ণজট ও শব্দজট	খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা	প্রশ্ন তৈরি করা	প্রশ্নগুলো উত্তর বলি ও লিখি
৫	পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা	পড়া ও নিজের ভাষায় বলা	বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা	প্রশ্ন তৈরি করা
৬	শব্দের অর্থ বলা ও লেখা	মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা	বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তথ্য চিহ্নিত করা	বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা

ক্রম নং	দ্বিতীয় শ্রেণির ভাষিক কাজ	তৃতীয় শ্রেণির ভাষিক কাজ	চতুর্থ শ্রেণির ভাষিক কাজ	পঞ্চম শ্রেণির ভাষিক কাজ
৭	খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা	ছবির নিচে শব্দ লেখা	পদ চিহ্নিত করা	পদ চিহ্নিত করা
৮	পড়া ও নিজের ভাষায় বলা	যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা, নতুন শব্দ বলা ও পড়া	অনুচ্ছেদ লেখা	অনুচ্ছেদ লেখা
৯	ছবির নিচে শব্দ লেখা	মিল করা	ছক/ফরম পূরণ করা	ছক/ফরম পূরণ করা
১০	ঠিক শব্দ দিয়ে বাক্য বলা ও লেখা	পাঠ থেকে উত্তর বাছাই করে বলা ও লেখা	ছড়া ও কবিতা লেখার চেষ্টা করা	ভাষার সাধু ও চলিত রূপ
১১	মিল করা	কবিতা আবৃত্তি করা	বহু নির্বাচনী নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন	ক্রিয়ার কাল শনাক্ত করা
১২	পাঠ থেকে উত্তর বাছাই করে বলা ও লেখা	মুখে মুখে গল্প বলা	সংখ্যাবাচক শব্দ চিহ্নিত করা	বহু নির্বাচনী নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
১৩	কবিতা আবৃত্তি করা	নামবাচক শব্দ বলা ও লেখা	তারিখবাচক শব্দ পড়া ও লেখা	মূলভাব বলা ও লেখা
১৪	মুখে মুখে গল্প বলা	বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা	মূলভাব বলা ও লেখা	তুলনা করা
১৫	বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা	শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা	পড়া ও নিজের ভাষায় বলা	পড়া ও নিজের ভাষায় বলা
১৬	শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা	একই অর্থের শব্দ জানা	চিঠি সম্পর্কে জানা ও লেখা	মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা
১৭	শব্দের বহুবচন করা	বিরামচিহ্নের ব্যবহার	মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা	যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা
১৮	বিরামচিহ্নের ব্যবহার	কোনো বিষয় সম্পর্কে বাক্য লেখা	যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দ বলা ও পড়া	যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ বলা ও পড়া
১৯	কোনো বিষয় সম্পর্কে বাক্য লেখা	শব্দ খুঁজে মালা বানানো	কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা করা	মুখে মুখে গল্প বলা
২০	ছবি দেখে গল্প তৈরি করা	প্রশ্ন তৈরি করা ও উত্তর লেখা	কোনো বিষয়ের ওপর অভিনয় করে দেখানো	কবিতা আবৃত্তি করা
২১		বাক্য জুড়ে বাক্য তৈরি করা	মুখে মুখে গল্প বলা	বিরামচিহ্নের ব্যবহার
২২		ছক পূরণ করা	কবিতা আবৃত্তি করা	বানান ও অর্থের পার্থক্য করা
২৩		ক্রমবাচক শব্দ বলা	বিরামচিহ্নের ব্যবহার	সংকেত জেনে নেওয়া
২৪		বানান ও অর্থের পার্থক্য করা	বানান ও অর্থের পার্থক্য করা	ছবি দেখে গল্প তৈরি করা
২৫		সংকেত জেনে নেওয়া	সংকেত জেনে নেওয়া	
২৬		ছবি দেখে গল্প তৈরি করা		

অংশ-খ	ভাষিক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন

কর্মপত্র

ভাষিক কাজ

(অনুশীলনীতে প্রদত্ত কাজ)

দ্বিতীয় শ্রেণি

ভাষিক কাজ	যে ভাষাদক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট
মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা	
ছবি দেখে শব্দ বলা ও লেখা	
যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা ও যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ বলা ও পড়া	
বর্ণজট ও শব্দজট	
পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা	
শব্দের অর্থ বলা ও লেখা	
খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা	
পড়া ও নিজের ভাষায় বলা	
ছবির নিচে শব্দ লেখা	
ঠিক শব্দ দিয়ে বাক্য বলা ও লেখা	
মিল করা	
পাঠ থেকে উত্তর বাছাই করে বলা ও লেখা	
কবিতা আবৃত্তি করা	
মুখে মুখে গল্প বলা	
বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা	
শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা	
শব্দের বহুবচন করা	
বিরামচিহ্নের ব্যবহার	
কোনো বিষয় সম্পর্কে বাক্য লেখা	
ছবি দেখে গল্প তৈরি করা	

ভাষিক কাজ
(অনুশীলনীতে প্রদত্ত কাজ)
তৃতীয় শ্রেণি

ভাষিক কাজ	**যে ভাষাদক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট**
ছবি দেখে ভাবা, বাক্য বলা ও লেখা	
পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা	
শব্দের অর্থ বলা ও লেখা	
খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা	
পড়া ও নিজের ভাষায় বলা	
মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা	
ছবির নিচে শব্দ লেখা	
যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা	
যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ বলা ও পড়া	
মিল করা	
পাঠ থেকে উত্তর বাছাই করে বলা ও লেখা	
কবিতা আবৃত্তি করা	
মুখে মুখে গল্প বলা	
নামবাচক শব্দ বলা ও লেখা	
বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা	
শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা	
একই অর্থের শব্দ জানা	
বিরামচিহ্নের ব্যবহার	
কোনো বিষয় সম্পর্কে বাক্য লেখা	
শব্দ খুঁজে মালা বানানো	
প্রশ্ন তৈরি করা ও উত্তর লেখা	
বাক্য জুড়ে বাক্য তৈরি করা	
ছক পূরণ করা	
ক্রমবাচক শব্দ বলা	
বানান ও অর্থের পার্থক্য করা	
সংকেত জেনে নেওয়া	
ছবি দেখে গল্প তৈরি করা,	

ভাষিক কাজ
(অনুশীলনীতে প্রদত্ত কাজ)
চতুর্থ শ্রেণি

ভাষিক কাজ	**যে ভাষাদক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট**
পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা	
শব্দের অর্থ বলা ও লেখা	
খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা	
প্রশ্ন তৈরি করা	
বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা	
বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তথ্য চিহ্নিত করা	
পদ চিহ্নিত করা	
অনুচ্ছেদ লেখা	
ছক/ফরম পূরণ করা	
ছড়া ও কবিতা লেখার চেষ্টা করা	
বহু নির্বাচনী নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন	
সংখ্যাবাচক শব্দ চিহ্নিত করা	
তারিখবাচক শব্দ পড়া ও লেখা	
মূলভাব বলা ও লেখা	
পড়া ও নিজের ভাষায় বলা	
চিঠি সম্পর্কে জানা ও লেখা	
মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা	
যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দ বলা ও পড়া	
কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা করা	
কোনো বিষয়ের ওপর অভিনয় করে দেখানো	
মুখে মুখে গল্প বলা	
কবিতা আবৃত্তি করা	
বিরামচিহ্নের ব্যবহার	
বানান ও অর্থের পার্থক্য করা	
সংকেত জেনে নেওয়া	

ভাষিক কাজ

(অনুশীলনীতে প্রদত্ত কাজ)

পঞ্চম শ্রেণি

ভাষিক কাজ	**যে ভাষাদক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট**
পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা	
শব্দের অর্থ বলা ও লেখা	
খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা	
প্রশ্নগুলো উত্তর বলি ও লিখি	
প্রশ্ন তৈরি করা	
বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা	
পদ চিহ্নিত করা	
অনুচ্ছেদ লেখা	
ছক/ফরম পূরণ করা	
ভাষার সাধু ও চলিত রূপ	
ক্রিয়ার কাল শনাক্ত করা	
বহু নির্বাচনী নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন	
মূলভাব বলা ও লেখা	
তুলনা করা	
পড়া ও নিজের ভাষায় বলা	
মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা	
যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা	
যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ বলা ও পড়া	
মুখে মুখে গল্প বলা	
কবিতা আবৃত্তি করা	
বিরামচিহ্নের ব্যবহার	
বানান ও অর্থের পার্থক্য করা	
সংকেত জেনে নেওয়া	
ছবি দেখে গল্প তৈরি করা	

[দ্রষ্টব্য: প্রথম শ্রেণির প্রতিটি পাঠেই শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা উন্নয়নের জন্য ভাষিক কাজ প্রদান করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুশীলনী রাখা হয়নি। কারণ পাঠের মধ্যেই ভাষিক কাজের অনুশীলনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা আছে।]

সহায়ক তথ্য: ০৭	পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. পড়তে শেখা ও পড়ে শেখার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. পড়তে শেখার মৌলিক উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

অংশ-ক	পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা

পড়া/পঠন (Reading) বলতে কী বোঝায়?

বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন চিনতে পারার মাধ্যমে পাঠোদ্ধার করতে পারা এবং অর্থ বুঝতে পারাই হচ্ছে পড়া। এটি একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া যার সঙ্গে জড়িত আছে বর্ণ ও শব্দ চিনতে পারা, শব্দের অর্থ বুঝতে পারা, সাবলীলতা অর্জন এবং সম্পূর্ণ পাঠটির অর্থ উপলব্ধি করতে পারা।

পড়ার দুইটি অংশ থাকে-

- সাংকেতিক চিহ্নগুলোকে বর্ণ হিসেবে চিনতে পারার মাধ্যমে শব্দ বা শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারা, যাকে বলা হয় পাঠোদ্ধার (Decoding)।
- লিখিত শব্দগুলোর অর্থ বুঝতে পারার মাধ্যমে সম্পূর্ণ পাঠটির অর্থ উপলব্ধি করতে পারা, যাকে বলা হয় বোধগম্যতা (Understanding)।

পড়তে শেখার সঙ্গে পড়ে শেখার সম্পর্ক

পড়তে শেখা (learn to read)	পড়ে শেখা (read to learn)
▪ পড়তে পারার আগে এবং পড়ার সময়ের প্রচেষ্টাই হলো পড়তে শেখা। যেমন, ধ্বনি ও বর্ণ চিহ্নিত করতে পারা, কার-চিহ্ন ও ফলাচিহ্নের ব্যবহার জানা, শব্দাংশ ও শব্দ পড়া ইত্যাদি। ▪ পড়তে শেখায় বড়দের সহায়তা প্রয়োজন। ▪ পড়তে শেখার ভিত্তি হলো দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষা। ▪ পড়তে শেখা পড়ার পাঁচটি উপাদানের ওপর নির্ভরশীল।	▪ পড়তে শেখার পরের ধাপই হলো পড়ে শেখা। পড়ার মাধ্যমে অর্থ বোঝার প্রচেষ্টাই এখানে মুখ্য। ▪ পড়ে শেখার ক্ষেত্রে বড়দের সহায়তা সব সময় প্রয়োজন হয় না। ▪ পড়ে শেখার ভিত্তি হলো লিখিত ভাষা। ▪ পড়ে শেখা পড়তে শেখার ওপর নির্ভরশীল। ▪ পড়ে শেখা শিক্ষার্থীকে স্বাধীন পাঠকে পরিণত করে।

▪ পড়তে শেখা শিক্ষার্থীকে স্বাধীন পাঠক হতে সহায়তা করে।	

অংশ-খ	**পড়তে শেখার মৌলিক উপাদান**

পড়ার মৌলিক উপাদানসমূহ

- ধ্বনি সচেতনতা
- বর্ণজ্ঞান
- শব্দজ্ঞান
- পঠন সাবলীলতা
- বোধগম্যতা

সহায়ক তথ্য: ০৮	বাংলা স্বরধ্বনির পরিচয় ও প্রমিত উচ্চারণবিধি

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

ক. ধ্বনি উচ্চারণে বাকপ্রত্যঙ্গসমূহের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. বাংলা স্বরধ্বনির বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিকরণ বর্ণনা করতে পারবেন;
গ. বাংলা স্বরধ্বনি উচ্চারণের কৌশল ও প্রমিত উচ্চারণবিধি উল্লেখ করতে পারবেন;
ঘ. স্বরধ্বনির প্রমিত উচ্চারণ করতে পারবেন।

অংশ-ক	বাকপ্রত্যঙ্গের পরিচয়

পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মানুষের নিকট বাগধ্বনি-নির্ভর ভাষাই সবচেয়ে কার্যকর উপায়। যে-কোনো ভাষার বাগধ্বনি সৃষ্টির জন্য দেহের একটি বিশেষ স্থানের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনো কোনোটির পরিচালনা প্রয়োজন হয়। এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকেই আমরা বাকপ্রত্যঙ্গ বলে থাকি। ধ্বনি গঠনে বাকপ্রত্যঙ্গগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এগুলোর ভূমিকা দ্বিবিধ। প্রথমত, এগুলোর সাহায্যে বিভিন্ন ধ্বনি গঠিত হয়; দ্বিতীয়ত, এগুলোর সাহায্যে ধ্বনির প্রকৃতিগত পরিবর্তন সাধিত হয়। ধ্বনি গঠনে কিছু বাকপ্রত্যঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে আর কিছু প্রত্যঙ্গ পরোক্ষভাবে ভূমিকা

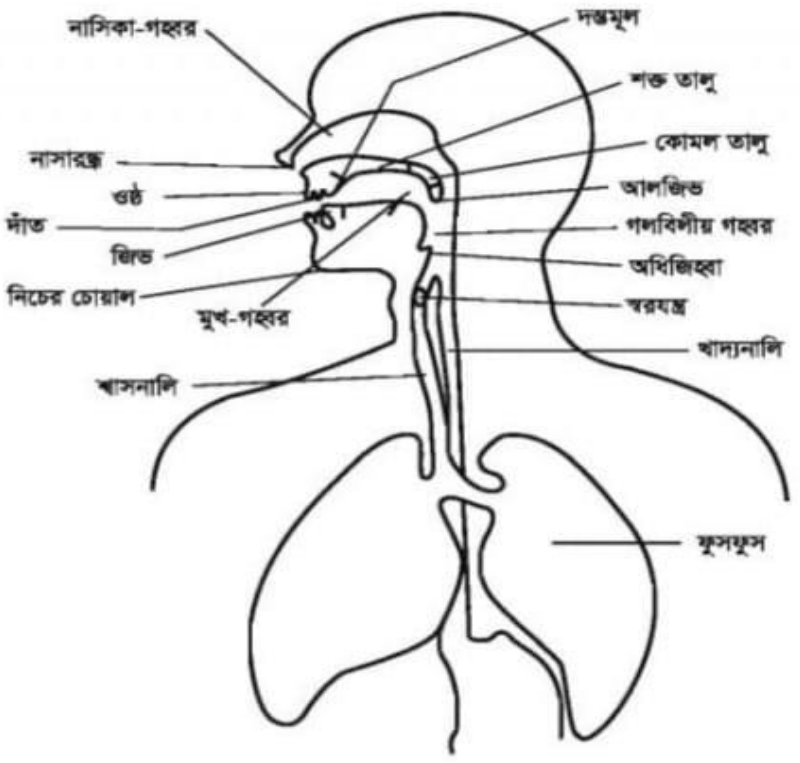

চিত্র: মানব বাকপ্রত্যঙ্গ

পালন করে। বাগধ্বনি উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট প্রত্যঙ্গগুলো হলো : ফুসফুস, স্বরযন্ত্র, অধিজিহ্বা, গলবিল, আলজিহ্বা, নাসিকাগহ্বর এবং মুখবিবরে অবস্থিত জিহ্বা, দাঁত, তালু, ঠোঁট ইত্যাদি।

অংশ-খ	**বাংলা স্বরধ্বনির পরিচয় ও শ্রেণিবিন্যাস**

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় না বা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা খায় না, তাদেরকে বলা হয় স্বরধ্বনি। এগুলো অন্য কোনো ধ্বনির সহায়তা ছাড়াই নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে।

বাংলা বর্ণমালায় অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ - এই এগারোটি স্বরবর্ণ থাকলেও আমরা সাতটি মৌলিক স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি। এগুলো হলো : ই এ অ্যা আ অ ও উ। বাংলা ভাষার প্রমিত উচ্চারণরীতি আয়ত্ত করতে হলে এই মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোর প্রকৃত উচ্চারণ আয়ত্ত করতে হবে। আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে স্বরধ্বনিগুলোর বিচারে তিনটি দিক লক্ষ রাখতে হয়, এগুলো হলো: স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার কোন অংশ উঁচু হয়, জিহ্বার উচ্চতার পরিমাপ এবং ঠোঁট ও চোয়ালের অবস্থা। এই মাপকাঠি অবলম্বনে নিচের ছকে বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর শ্রেণি নির্দেশ করা যেতে পারে।

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="3">জিহ্বার অবস্থান</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>সম্মুখ</td><td>মধ্য</td><td>পশ্চাৎ</td></tr>
<tr><td rowspan="4">জিহ্বার উচ্চতা</td><td>উচ্চ</td><td>ই</td><td></td><td>উ</td><td>সংবৃত</td><td rowspan="4">চোয়ালের অবস্থা</td></tr>
<tr><td>উচ্চ-মধ্য</td><td>এ</td><td></td><td>ও</td><td>অর্ধ-সংবৃত</td></tr>
<tr><td>নিম্ন-মধ্য</td><td>অ্যা</td><td></td><td>অ</td><td>অর্ধ-বিবৃত</td></tr>
<tr><td>নিম্ন</td><td></td><td>আ</td><td></td><td>বিবৃত</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td>প্রসৃত</td><td>নির্লিপ্ত</td><td>গোলাকার</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">ঠোঁটের আকৃতি</td></tr>
</table>

অংশ-গ	বাংলা স্বরধ্বনির প্রমিত উচ্চারণবিধি

প্রমিত উচ্চারণরীতিতে বলার দক্ষতা অর্জনে প্রতিটি স্বরধ্বনির উচ্চারণ আলাদা আলাদাভাবে জানা গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি শব্দ-মধ্যে অন্য ধ্বনির সংস্পর্শে যেভাবে উচ্চারিত হয়, তা-ও জানা প্রয়োজন। নিচে স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণবিধি উল্লেখ করা হলো।

অ-ধ্বনির উচ্চারণ

অ-ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার পেছনের অংশ কোমল তালুর দিকে নিম্ন অবস্থা থেকে সামান্য উঁচু হয়। ঠোঁট গোলাকার ও চোয়াল থাকে অর্ধ-বিবৃত। অ-ধ্বনি আবার কিছুটা ও -এর মতো অর্ধ-সংবৃতরূপে উচ্চারিত হতে পারে।
শব্দে অবস্থানভেদে অ-ধ্বনির দুরকমের উচ্চারণ হতে পারে।

ক. অ-ধ্বনির স্বাভাবিক (অর্ধ-বিবৃত) উচ্চারণ

শব্দের আদিতেঃ

১. শব্দের আদিতে না-বোধক 'অ'। যেমন - অটল, অনাহার, অনাচার।

২. 'অ' কিংবা 'আ'-যুক্ত ধ্বনির পূর্ববর্তী অ-ধ্বনি বিবৃত হয়। যেমন - অমানিশা, কথা।

শব্দের মধ্যে ও অন্তেঃ

১. পূর্ব স্বরের সঙ্গে মিল রেখে স্বরসঙ্গতির কারণে বিবৃত 'অ'। যেমন - কদম, কত, শ্রেয়।

২. ঋ-ধ্বনি, এ-ধ্বনি ও ঐ-ধ্বনির পরবর্তী 'অ' প্রায়ই বিবৃত হয়, যেমন - তৃণ, মৌন, ধৈর্য ইত্যাদি।

৩. অনেক সময় ই-ধ্বনির পরের 'অ' বিবৃত হয়, যেমন - রচিত, জনিত ইত্যাদি।

খ. অ-ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ

অ-ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণে চোয়ালের ফাঁক কম ও ঠোঁট গোলাকৃতি হয়ে 'ও'-র মতো উচ্চারিত হয়।

শব্দের আদিতেঃ

১. পরবর্তী স্বর সংবৃত হলে শব্দে আদি 'অ' সংবৃত হয়। যেমন- অতি (ওতি), করুন (কোরুন), করে (অসমাপিকা 'কোরে')।

২. পরবর্তী ই, উ ইত্যাদির প্রভাবে র-ফলা যুক্ত 'অ' সংবৃত হয়। যেমন- প্রতিভা (প্রোতিভা), প্রচুর (প্রোচুর) ইত্যাদি। কিন্তু অ, আ ইত্যাদির প্রভাবে পূর্ব 'অ' বিবৃত হয়। যেমন, প্রভাত, প্রলয়।

শব্দের মধ্যে ও অন্তেঃ

১। তর, তম প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ পদের অন্ত্য 'অ' সংবৃত হয়। যেমন - (প্রিয়তমো), গুরুতর (গুরুতরো) ইত্যাদি।

২। ই, উ-এর পরবর্তী মধ্য ও অন্ত্য 'অ' সংবৃত। যেমন, প্রিয় (প্রিয়ো), যাবতীয় (যাবতিয়ো) ইত্যাদি।

আ-ধ্বনির উচ্চারণ

বাংলায় আ-ধ্বনি একটি বিবৃত স্বর। এর উচ্চারণ হ্রস্ব ও দীর্ঘ দু-ই হতে পারে। এর উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজি ফাদার (father) ও কাম (clam) শব্দের 'আ'-এর মতো। যেমন- আপন, বাড়ি, মা, দাতা ইত্যাদি। বাংলায়

একাক্ষর শব্দে 'আ' দীর্ঘ হয়। যেমন- জাম শব্দে 'আ' দীর্ঘ । কিন্তু একাধিক অক্ষরযুক্ত শব্দে 'আ'-এর উচ্চারণ হ্রস্ব। যেমন- জামা শব্দে 'আ' হ্রস্ব।

ই ঈ-ধ্বনির উচ্চারণ

বাংলায় সাধারণত হ্রস্ব ই-ধ্বনি এবং দীর্ঘ ঈ-ধ্বনির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। একাক্ষর শব্দের ই এবং ঈ দুটোই দীর্ঘ হয়, কিন্তু একাধিক অক্ষরযুক্ত শব্দে হ্রস্ব হয়।। যেমন- দীন (দীর্ঘ)- দীনা (হ্রস্ব), নিচ (দীর্ঘ)- নিচু (হ্রস্ব)। এজন্য ঈ মৌলিক স্বরধ্বনি নয়।

উ ঊ-ধ্বনির উচ্চারণ

বাংলায় উ এবং ঊ-কারের উচ্চারণে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। একাক্ষর শব্দের উ এবং ঊ দুটোই দীর্ঘ হয়, কিন্তু একাধিক অক্ষরযুক্ত শব্দে হ্রস্ব হয়।। যেমন- চুল (দীর্ঘ)- চুলা (হ্রস্ব), রূপ (দীর্ঘ)- রূপা (হ্রস্ব)। এজন্য ঊ মৌলিক স্বরধ্বনি নয়।

ঋ-ধ্বনির উচ্চারণ

ঋ বাংলায় মৌলিক স্বর হিসেবে উচ্চারিত হয় না। স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হলে ঋ-এর উচ্চারণ রি-এর মত হয়। আর ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হলে র-ফলা + ই-কার এর মতো হয়। যেমন- ঋণ, ঋতু (রীন, রীতু), মাতৃ (মাত্রি), কৃষি (কৃষি)।

এ অ্যা-ধ্বনির উচ্চারণ

এ ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত ও বিবৃত উভয়ই হতে পারে। 'দেখি' শব্দে এ-এর প্রকৃত উচ্চারণ সংবৃত। যেমন- দেখি (দেখি)। কিন্তু দেখা (দ্যাখা) শব্দে এ-এর উচ্চারণ বিবৃত। এ-এর বিবৃত (অ্যা/এ্যা) উচ্চারণ কালক্রমে বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বিবৃত এ-কে অ্যা/এ্যা দিয়ে লেখা হয়। 'া' দিয়ে এ বর্ণের কারচিহ্ন লেখা হয়।

এ-এর সংবৃত উচ্চারণ

১. পদের অন্তে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন- পথে, ঘাটে, আসে ইত্যাদি।

২. তৎসম শব্দের প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত এ-ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন- দেশ, প্রেম, শেষ ইত্যাদি।

৩. একাক্ষর সর্বনাম পদের 'এ' সংবৃত। যেমন- কে, সে, যে।

৪. হ কিংবা আকারবিহীন যুক্তধ্বনি পরে থাকলে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন- দেহ, কেহ, কেষ্ট।

৫. ই বা উ-কার পরে থাকলে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন- লেখি, বেলুন।

এ ধ্বনির বিবৃত (অ্যা/এ্যা) উচ্চারণ

এ ধ্বনির বিবৃত (অ্যা/এ্যা) উচ্চারণ ইংরেজি ক্যাট (cat) ও ব্যাট (bat)-এ 'এ' এর মতো। যেমন, দেখ (দ্যাখ্), এক (এ্যাক) ইত্যাদি। অ্যা/এ্যা-এর উচ্চারণ কেবল শব্দের আদিতেই পাওয়া যায়, শব্দের মধ্যে ও অন্তে পাওয়া যায় না।

১. দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে - যেমন, এত, হেন, কেন।

২. অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দু যুক্ত ধ্বনির আগে এ্যা উচ্চারিত হয়। যেমন- খেংড়া, চেংড়া, গেঁজেল ইত্যাদি।

৩. খাঁটি বাংলা শব্দে এ্যা উচ্চারিত হয়। যেমন- খেমটা, ঢেপসা, তেলাপোকা, তেনা, দেওর।

ঐ ধ্বনির উচ্চারণ

ঐ বাংলায় মৌলিক ধ্বনি নয়, একটি যৌগিক স্বরধ্বনি। অ + ই - এই দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে ঐ-ধ্বনির সৃষ্টি হয়। যেমন- বৈধ, বৈদেশিক, ঐক্য, চৈতন্য।

ও ধ্বনির উচ্চারণ

বাংলা একাক্ষর শব্দে ও-ধ্বনির উচ্চারণ দীর্ঘ। যেমন- গো, জোর, রোগ, বোন ইত্যাদি। অন্যত্র সাধারণত হ্রস্ব। যেমন- রোগা, বোনা, সোনা ইত্যাদি। ও ইংরেজি বোট (boat) শব্দের (oa)-এর মতো।

ঔ ধ্বনির উচ্চারণ

ঔ বাংলায় মৌলিক ধ্বনি নয়, একটি যৌগিক স্বরধ্বনি। অ + উ - এই দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে ঐ-ধ্বনির সৃষ্টি হয়। এটি যৌগিক স্বরধ্বনির প্রতীক বা চিহ্ন। যেমন- গৌরব, নৌকা, গৌণ ইত্যাদি।

সহায়ক তথ্য: ০৯	বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির পরিচয় ও প্রমিত উচ্চারণবিধি

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

ক. বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিকরণ বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের কৌশল ও প্রমিত উচ্চারণবিধি উল্লেখ করতে পারবেন;

গ. শিক্ষার্থীদের ব্যঞ্জনধ্বনির প্রমিত উচ্চারণ শেখাতে পারবেন।

অংশ-ক	ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিকরণ

ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য:

মানব বাকপ্রত্যঙ্গ দ্বারা উচ্চারিত ধ্বনিগুলো প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত - ১. স্বরধ্বনি, ২. ব্যঞ্জনধ্বনি। যেসব ধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুস তাড়িত বাতাস কোথাও না কোথাও বাধা পায় বা শ্রুতিগ্রাহ্যরূপে চাপা খায়, সেগুলোকে বলে ব্যঞ্জনধ্বনি। এগুলো স্বরধ্বনির সহায়তা ছাড়া নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে না।

বাংলা বর্ণমালায় ৩৯টি ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি। এই ৩০টি ব্যঞ্জনধ্বনিই আমরা উচ্চারণ করি।

ব্যঞ্জনবর্ণ	মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি	মন্তব্য
ক খ গ ঘ ঙ	ক খ গ ঘ ঙ	
চ ছ জ ঝ ঞ	চ ছ জ ঝ	ঞ -এর উচ্চারণ ন-এর মতো।
ট ঠ ড ঢ ণ	ট ঠ ড ঢ	ণ -এর উচ্চারণ ন-এর মতো।
ত থ দ ধ ন	ত থ দ ধ ন	
প ফ ব ভ ম	প ফ ব ভ ম	
য র ল	র ল	য-এর উচ্চারণ জ-এর মতো।
শ ষ স হ	শ স হ	ষ-এর উচ্চারণ শ- এর মতো ।
ড় ঢ় য় ৎ	ড় ঢ়	য় শ্রুতি ধ্বনি, ৎ প্রকৃতপক্ষে ত্
ং ঃ ঁ		ং এবং ঙ-এর উচ্চারণ অভিন্ন;
		ঃ এবং হ-এর উচ্চারণ প্রায় অভিন্ন

		ঁ - নাসিক্যদ্যোতনা প্রকাশক চিহ্ন

প্রমিত উচ্চারণ আয়ত্ত করার জন্য ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর উচ্চারণরীতি জানা অত্যন্ত জরুরি।

ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিকরণ

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহ বিচার-বিশ্লেষণে উচ্চারণস্থান, উচ্চারণরীতি, কোমলতালুর অবস্থা, বায়ুর চাপ ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়।

উচ্চারণ স্থানের ভিত্তিতে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহকে কয়েকটি বর্গে ভাগ করা হয়। যেমন,

১. ক-বর্গীয় ধ্বনি : ক, খ, গ, ঘ, ঙ

জিহ্বামূল এবং কোমল তালুর স্পর্শে এই ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। এগুলো জিহ্বামূলীয় বা কণ্ঠ্য স্পর্শ ধ্বনি।

২. চ-বর্গীয় ধ্বনি : চ, ছ, জ, ঝ, ঞ

তালুর সামনের অংশে জিভের পাতার সম্মুখভাগের স্পর্শে এই ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। এদের বলা হয় তালব্য স্পর্শধ্বনি।

৩. ট-বর্গীয় ধ্বনিঃ ট, ঠ, ড, ঢ, ণ

জিভটি উল্টে গিয়ে উপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশ অর্থাৎ মূর্ধা স্পর্শ করলে এই ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। এদের নাম মূর্ধন্যধ্বনি।

৪. ত-বর্গীয় ধ্বনিঃ ত, থ, দ, ধ, ন

জিভের পাতার সম্মুখভাগ উপর পাটি দাঁতের গোড়ার দিকে স্পর্শ করলে এই ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। এদের বলা হয় দন্ত্য ধ্বনি।

৫. প-বর্গীয় ধ্বনিঃ প, ফ, ব, ভ, ম

ঠোঁট দুটি পরস্পর স্পর্শ করলে এই ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। এদের ওষ্ঠ্যধ্বনি বলা হয়। ক থেকে ম পর্যন্ত পাঁচটি বর্গে মোট পঁচিশটি ধ্বনি। এসব ধ্বনির উচ্চারণে ফুসফুসতাড়িত বাতাস বাকপ্রত্যঙ্গের কোথাও কোথাও বাধা পায় এবং স্পৃষ্ট হয় বলে এদের স্পর্শধ্বনি বলা হয়।

অংশ-খ	**ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণবিধি**

উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে যেমন বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে ৫টি বর্গে ভাগ করা হয়েছে তেমনি ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিকে বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, ঘোষ, অঘোষ, নাসিক্য ইত্যাদি ধ্বনিগুণের ভিত্তিতে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিসমূহের পরিচয় দেওয়া হলো :

ঘোষ ধ্বনি

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে স্বরযন্ত্রের মধ্যবর্তী স্বরতন্ত্রীদ্বয় কম্পিত হয়, সেসব ব্যঞ্জনধ্বনিকে ঘোষ ধ্বনি বলে। বর্গীয় ব্যঞ্জনগুলোর ৩য় ধ্বনি (গ জ ড দ ব), ৪র্থ ধ্বনি (ঘ ঝ ঢ ধ ভ) এবং ঙ ন ম র ল ড় ঢ় হ ঘোষ ধ্বনি।

অঘোষ ধ্বনি

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে স্বরযন্ত্রের মধ্যবর্তী স্বরতন্ত্রীদ্বয় কম্পিত হয় না, সেসব ব্যঞ্জনধ্বনিকে অঘোষ ধ্বনি বলে। বর্গীয় ব্যঞ্জনগুলোর ১ম ধ্বনি (ক চ ট ত প), ২য় ধ্বনি (খ ছ ঠ থ ফ) এবং শ স অঘোষ ধ্বনি।

স্বল্পপ্রাণ বা অল্পপ্রাণ ধ্বনি

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় বায়ুচাপের স্বল্পতা থাকে, ফলে বাতাস আস্তে বের হয় সেসব ধ্বনিকে স্বল্পপ্রাণ বা অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে। বর্গীয় ব্যঞ্জনগুলোর ১ম ধ্বনি (ক চ ট ত প) , ৩য় ধ্বনি (গ জ ড দ ব) এবং ঙ ন ম র ল ড় শ স স্বল্পপ্রাণ ধ্বনি।

মহাপ্রাণ ধ্বনি

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় বায়ুচাপের আধিক্য থাকে, ফলে বাতাস সজোরে বের হয় সেসব ধ্বনিকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। বর্গীয় ব্যঞ্জনগুলোর ২য় ধ্বনি (খ ছ ঠ থ ফ), ৪র্থ ধ্বনি (ঘ ঝ ঢ ধ ভ) এবং ঢ় হ মহাপ্রাণ ধ্বনি।

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুসতাড়িত বাতাস মুখ গহ্বরের কোথাও না কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় কিন্তু পরক্ষণেই কোমল তালু নিচে নেমে এসে নাসিকা গহ্বরের পথ উন্মুক্ত করে দেয় এবং বাতাস সম্পূর্ণ নাক দিয়ে বেরিয়ে যায় সেসব ধ্বনিকে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। বর্গীয় ব্যঞ্জনগুলোর ৫ম ধ্বনি পাঁচটি নাসিক্য হলেও তাদের মধ্যে ঙ, ন, ম – এই তিনটিই মৌলিক নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি।

স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ধ্বনি

যেসব ধ্বনি উচ্চারণে উচ্চারকদ্বয় পরস্পর সংস্পর্শ লাভ করে এবং ফুসফুস-নির্গত বায়ুপ্রবাহকে বাধা দেয়, আটকে রাখে এবং পরক্ষণেই ফটকার মত আওয়াজ করে বাতাস ছেড়ে দেয়, তাদের স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ধ্বনি বলে। বাংলায় স্পৃষ্ট ধ্বনি বিশটি – ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ প ফ ব ভ ।

পার্শ্বিক ধ্বনি

যে ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগকে মুখের মাঝামাঝি দন্তমূলে ঠেকিয়ে রেখে জিহ্বার এক পাশ বা দু পাশ দিয়ে মুখবিবর থেকে বায়ু বের করে দেওয়া হয়, পার্শ্বোত্থিত বা পার্শ্বজাত সেই ধ্বনিকে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে। ল পার্শ্বিক ধ্বনি।

কম্পনজাত ধ্বনি

জিহ্বার অগ্রভাগকে কম্পিত করে ও তদ্দ্বারা দন্তমূলকে একাধিকবার দ্রুত আঘাত করে যে ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়, তাকে কম্পনজাত ধ্বনি বলে। র কম্পনজাত ধ্বনি।

তাড়নজাত ধ্বনি

যে ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগের তলদেশ দ্বারা অর্থাৎ উল্টো পিঠের দ্বারা দন্তমূলে দ্রুত আঘাত করে বায়ুপ্রবাহে একরকম তাড়না সৃষ্টি করা হয়, তাকে তাড়নজাত ধ্বনি বলে। ড় ঢ় – এই ধ্বনি দুটি তাড়নজাত।

উষ্ম বা শিসধ্বনি

যে ধ্বনি উচ্চারণে বাতাস মুখবিবরে কোথাও বাধা পায় না, তবে বায়ুপথ সংকীর্ণ হয়ে ঘর্ষণপ্রাপ্ত হয় বা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা খায় এবং শিস ধ্বনির সৃষ্টি করে, তাকে উষ্ম বা শিসধ্বনি বলে। শ স হ – এই তিনটি শিস বা উষ্ম ধ্বনি।

নিচের ছকে ব্যঞ্জধ্বনিগুলোকে বিন্যস্ত করে দেখানো হলো:

	অঘোষ		ঘোষ		নাসিক্য
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	
কণ্ঠ্য/জিহ্বামূলীয়	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালব্য	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধন্য	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত্য	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম
অন্যান্য	শ স ল র ড় ঢ় হ				

সহায়ক তথ্য: ১০	ধ্বনি সচেতনতা

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ধ্বনি সচেতনতা কী তা বলতে পারবেন;

খ. শিখন শেখানো কার্যক্রমে ধ্বনি সচেতনতার ধারণা প্রয়োগ করতে পারবেন।

অংশ-ক	ধ্বনি চিহ্নিতকরণ, ধ্বনি মিলকরণ ও ধ্বনি বিভক্তিকরণ

ধ্বনি চিহ্নিতকরণ

- ধ্বনি চিহ্নিতকরণ করার কাজে বিভিন্ন শব্দের প্রথম অথবা মাঝের অথবা শেষের নির্দিষ্ট ধ্বনিটি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।
- বর্ণের ধ্বনি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।
- শিশুরা কোনো বর্ণের ধ্বনি চিনে বা জেনে অপরিচিত শব্দ বানান করে পড়তে পারে।
- ধ্বনি চিহ্নিতকরণের কাজটি ৩টি ধাপে করাতে হয়-

ধাপ-১: শিক্ষক প্রথমে কাজটি কীভাবে করতে হয় তা নিজে করে দেখান।
ধাপ-২: শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কাজটি একসঙ্গে চর্চা করেন।
ধাপ-৩: শিক্ষার্থীরা কাজটি নিজে নিজে চর্চা করে।

ধ্বনি মিলকরণ

- ধ্বনি মিলকরণের দক্ষতা শিক্ষার্থীকে মুখে মুখে নতুন শব্দ তৈরি করতে সহায়তা করে।
- ধ্বনি মিলকরণের দক্ষতা অপরিচিত শব্দ পড়তে সহায়তা করে ।
- ধ্বনির মিলকরণের চর্চা ৩টি ধাপে করাতে হয়-

ধাপ-১: শিক্ষক প্রথমে কাজটি কীভাবে করতে হয় তা নিজে করে দেখান।
ধাপ-২: শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কাজটি একসঙ্গে চর্চা করেন।
ধাপ-৩: শিক্ষার্থীরা কাজটি নিজে নিজে চর্চা করে।

ধ্বনি বিভক্তিকরণ

- ধ্বনি বিভক্তিকরণ দক্ষতা অপরিচিত শব্দ পড়তে সহায়তা করে।
- শব্দ বা শব্দাংশের ধ্বনি বিভক্তিকরণের চর্চা শ্রেণিকক্ষে আমরা ৩টি ধাপে করাতে হয় -

ধাপ-১: শিক্ষক প্রথমে কাজটি কীভাবে করতে হয় তা নিজে করে দেখান।

ধাপ-২: শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কাজটি একসঙ্গে অনুশীলন করেন।

ধাপ-৩: শিক্ষার্থীরা কাজটি নিজে নিজে অনুশীলন করে।

অংশ-খ	শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় ধ্বনি সচেতনতা

ধ্বনি চিহ্নিতকরণ শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

শিক্ষক	:	তোমরা 'আমার বাংলা বই' ১ম শ্রেণি -এর নির্ধারিত পৃষ্ঠা খোল। প্রথম বক্সে কীসের ছবি আছে?
শিক্ষার্থী	:	চক।
শিক্ষক	:	চক শব্দের প্রথম ধ্বনি কী? প্রথম ধ্বনি /চ/। এখন আমরা একটি মজার খেলা খেলব। আমি কিছু শব্দ বলব। যদি তার প্রথম ধ্বনি /চ/ হয়, তাহলে আমি হাত উঠাব। আর যদি /চ/ না হয়, তবে হাত উঠাব না। শব্দটি হচ্ছে চশমা (বলে শিক্ষক হাত উঠাবেন)। এর প্রথম ধ্বনি /চ/। তাই আমি হাত উঠালাম। আরেকটি শব্দ হচ্ছে পাহাড় (এবার শিক্ষক হাত উঠাবেন না)। এর প্রথম ধ্বনি /চ/ না। তাই আমি হাত উঠালাম না।
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	:	এবার আমরা একসঙ্গে করব। আমি কিছু শব্দ বলব। যদি তার প্রথম ধ্বনি /চ/ হয়, তাহলে আমরা হাত উঠাব। আর যদি না হয়, তবে হাত উঠাব না। প্রথম শব্দটি হচ্ছে চশমা। (শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলেই হাত উঠাবে)
শিক্ষক:		চমচম শব্দের প্রথম ধ্বনি /চ/। তাই আমরা হাত উঠালাম। আরেকটি শব্দ হচ্ছে পাহাড়। (শিক্ষক ও শিক্ষার্থী হাত উঠাবে না)। পাহাড়-এর প্রথম ধ্বনি /চ/ নয়। তাই আমরা হাত উঠালাম না। এবার তোমরা করবে। আমি কিছু শব্দ বলব। যদি তার প্রথম ধ্বনি /চ/ হয়, তাহলে তোমরা হাত উঠাবে। আর যদি না হয়, তবে হাত উঠাবে না। প্রথম শব্দটি হচ্ছে চমচম। (শিক্ষার্থীরা হাত উঠাবে)। আরেকটি শব্দ হচ্ছে সাগর। (শিক্ষার্থীরা হাত উঠাবে না) শিক্ষক একইভাবে চড়ুই, ফল, চতুর শব্দ দিয়ে হাত উঠানোর খেলা খেলাবেন।
শিক্ষক	:	আজ আমরা যে ধ্বনিটি শিখলাম সেটি কী?
শিক্ষার্থী	:	/চ/

ধ্বনির মিলকরণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া

শিক্ষক	:	এখন আমরা ধ্বনি মিলিয়ে কীভাবে শব্দ তৈরি করতে হয় তা দেখব। আমি কিছু ধ্বনি বলছি। এগুলো মিলে কীভাবে শব্দ তৈরি হয়, তোমরা শোনো। /চ/ /ক/- চক। (এজন্য শিক্ষক তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে একেকটি ধ্বনির জন্য একেকটি ভাগ দেখাবেন। আর শব্দটি বলার সময় দুইটি ভাগকে একত্রে মেশানোর ভঙ্গি করবেন। এভাবে শিক্ষক ২-৩ বার করবেন)। এবার আমরা একসঙ্গে এই কাজটি করব।
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	:	শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: /চ/ /ক/- চক। (শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েই ধাপ ১-এর মত হাত দিয়ে ধ্বনি মিলকরণের কাজটি করবে।)

শিক্ষক	:	এখন তোমরা এই কাজটি নিজেরা করবে।
শিক্ষার্থী	:	/চ/ /ক/- চক। (শিক্ষক ধাপ **১**, **২** ও **৩** অনুসরণ করে চশমা শব্দটির ধ্বনি মিলকরণের কাজ করাবেন।)

ধ্বনি বিভক্তিকরণ শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

শিক্ষক	:	আমরা আগেই কতগুলো ধ্বনি/শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি করতে শিখেছি। আমি আজকেও কিছু ধ্বনি/শব্দাংশ বলছি। এগুলো মিলে কীভাবে শব্দ তৈরি হয়, তোমরা শোন।
শিক্ষক	:	কলম- /ক/ /ল/ /ম/। (এজন্য শিক্ষক তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে একেকটি ধ্বনির জন্য একেকটি ভাগ দেখাবেন। এভাবে শিক্ষক **২-৩** বার করবেন)।
শিক্ষক	:	একইভাবে আমরা **বই** শব্দটিকে বিভক্ত করা শিখব। **বই** শব্দটির মধ্যে কী কী ধ্বনি আছে?
শিক্ষক	:	বই- /ব/ /ই/। এখানে **বই** শব্দটিতে দুটি ধ্বনি আছে। প্রথম ধ্বনিটি /ব/ ও পরের ধ্বনিটি হলো /ই/। (এজন্য শিক্ষক তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে শব্দটি দেখাবেন, তারপর একেকটি ধ্বনির জন্য একেকটি ভাগ দেখাবেন)। এবার আমরা একসঙ্গে এই কাজটি করবো।
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	:	বই - /ব/ /ই/। (শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েই ধাপ-**১** এর মতো হাত দিয়ে শব্দ বিভক্তিকরণের কাজটি করবে।)
শিক্ষক	:	এখন তোমরা এই কাজটি নিজেরা করবে।
শিক্ষার্থী	:	বই- /ব/ /ই/। (শিক্ষক ধাপ **১**, **২** ও **৩** অনুসরণ করে **গরম** শব্দ দিয়ে শব্দের ধ্বনি বিভক্তিকরণের কাজ করবেন।)

সহায়ক তথ্য: ১১	বাংলা ভাষার বর্ণ প্রকরণ ও যুক্তবর্ণ

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. বাংলা কারচিহ্ন ও ফলাচিহ্ন শনাক্ত করতে পারবেন;

গ. বাংলা যুক্তবর্ণের প্রকৃতি ও গঠন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অংশ-ক	বাংলা বর্ণমালা (স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ)

পৃথিবীর অনেক ভাষারই বর্ণমালা রয়েছে। যেমন-বাংলা, ইংরেজি, রুশ, হিন্দি প্রভৃতি। এ সব ভাষার লিখন ব্যবস্থা হলো বর্ণভিত্তিক। যে কোনো ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সেই ভাষার বর্ণমালা বলা হয়। ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ।

১) স্বরবর্ণ: স্বরধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে স্বরব র্ণ বলে। যেমন- অ, আ, ই, ঈ ইত্যাদি।

স্বরবর্ণসমূহ:

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ
এ	ঐ	ও	ঔ		**১১টি**	

এদের মধ্যে-

পূর্ণমাত্রার বর্ণ- ৬টি :	অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ
অর্ধমাত্রার বর্ণ- ১টি :	ঋ					
মাত্রাহীন বর্ণ- ৪টি :	এ ঐ	ও	ঔ			

স্বরবর্ণ যখন স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন পূর্ণরূপ লেখা হয়। অ, আ, ই, এ ইত্যাদি।

স্বরবর্ণের পূর্ণরূপ শব্দের শুরুতে, মাঝে ও শেষে তিন অবস্থানেই থাকতে পারে।

শব্দের শুরুতে: আকাশ, ইলিশ, উপকার।

শব্দের মাঝে: কুরআন, আউশ।

শব্দের শেষে: বউ, জামাই।

কারচিহ্নঃ স্বরবর্ণ যখন ব্যঞ্জবর্ণের সাথে যুক্ত হয় তখন সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। স্বরবর্ণের এ সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলে।

আ-কার- া
ই-কার- ি
ঈ-কার- ী
উ-কার- ু
ঊ-কার- ূ
ঋ-কার- ৃ
এ-কার- ে
ঐ-কার- ৈ
ও-কার- ো
ঔ-কার-ৌ

২) ব্যঞ্জনবর্ণ: ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। যেমন-ক, খ, ঘ, ঙ ইত্যাদি। বাংলা বর্ণমালায় মোট পঞ্চাশটি (৫০) টি বর্ণ রয়েছে। তার মধ্যে স্বরবর্ণ এগারো (১১)টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ উনচল্লিশ (৩৯)টি।

ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	৫টি
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	৫টি
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	৫টি
ত	থ	দ	ধ	ন	৫টি
প	ফ	ব	ভ	ম	৫টি
য	র	ল			৩টি
শ	ষ	স	হ		৪টি
ড়	ঢ়	য়			৩টি
ৎ	ং	ঃ	ঁ		৪টি
					মোট ৩৯টি

এদের মধ্যে-

অর্ধমাত্রার বর্ণ ৭টি : খ গ ণ থ ধ প শ
মাত্রাহীন বর্ণ ৬টি : ঙ ঞ ৎ ং ঃ ঁ
অবশিষ্ট ২৬টি পূর্ণমাত্রার বর্ণ।

ফলা: স্বরবর্ণ যেমন ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হলে আকৃতি পরিবর্তন হয় তেমনি কোনো কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জবর্ণের সাথে যুক্ত হলে আকৃতি পরিবর্তন হয় এবং কখনো কখনো সংক্ষিপ্তও হয়। ব্যঞ্জবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে ফলা বলে। যে ব্যঞ্জনটি যুক্ত হয় তার নাম অনুসারে ফলার নামকরণ হয়।
যেমন-

ম-এ য- ফলা: ম্য

ম-এ র- ফলা: ম্র

ম-এ ল-ফলা: ম্ল

ম-এ ব-ফলা: ম্ব

ফলার রূপ এ রকম-

য ফলা: ব্যাঙ, সহ্য

ব ফলা: শ্বাস, স্বাভাবিক

ম ফলা: পদ্ম, স্মরণ

র ফলা: প্রমাণ, শ্রান্ত

ন ফলা: রত্ন, যত্ন

ল ফলা: ম্লান, ক্লান্ত।

অংশ-খ	যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ ও বিশ্লেষণ

দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে কোনো স্বরধ্বনি না থাকলে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে একত্রে লেখা হয়। যুক্তব্যঞ্জন কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমন- ক) দ্বিত্বব্যঞ্জন খ) সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন।

ক) দ্বিত্বব্যঞ্জন: একই ব্যঞ্জন পর পর দুবার ব্যবহৃত হলে তাকে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বলে। যেমন-উচ্চ (চ+চ), বিপন্ন (ন+ন), সম্মান (ম+ম) ইত্যাদি।

খ) সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন: দ্বিত্বব্যঞ্জন ছাড়া সব ব্যঞ্জন সংযোগকে সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন বলে। যেমন- লক্ষ (ক+ষ), বন্ধ (ন+ধ), রক্ত (ক+ত) ইত্যাদি।

কয়টি ব্যঞ্জন যুক্ত হয়ে যুক্তব্যঞ্জন গঠিত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে যুক্তব্যঞ্জনকে ভাগ করা হয়। যেমন-
দুটি ব্যঞ্জনের সংযোগ: ক+ত = ক্ত: রক্ত
তিনটি ব্যঞ্জনের সংযোগ: জ+জ+ব = জ্জ্ব : উজ্জ্বল
চারটি ব্যঞ্জনের সংযোগ: ন+ত+র-ফলা (্র)+ য-ফলা(্য) = ন্ত্র্য : স্বাতন্ত্র্য

যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লেষণ

যুক্তব্যঞ্জন বর্ণকে বিশ্লেষণ করাই যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লেষণ । নিম্নে কতকগুলো যুক্তব্যঞ্জনকে বিশ্লেষণ করা হলো-

ক্ত	= ক+ত	: শক্ত, রক্ত
ক্র	= ক+র	: বক্র, চক্র
ক্স	= ক+স	: বাক্স, কক্স
ক্ষ	= ক+ষ	: বক্ষ, দক্ষ
ক্ষ্ম	= ঙ+ক+ষ	: আকাঙ্ক্ষা
ঙ্ক	= ঙ+ক	: অঙ্ক, কঙ্কাল
ঙ্খ	= ঙ+খ	: শঙ্খ, পঙ্খী
ঙ্গ	= ঙ+গ	: অঙ্গ, বঙ্গ
ঙ্ঘ	= ঙ+ঘ	: সঙ্ঘ, লঙ্ঘন
চ্ছ	= চ+ছ	: উচ্ছল, উচ্ছেদ
চ্ছ্ব	= চ+ছ+ব	: উচ্ছ্বাস, উচ্ছ্বসিত
জ্জ্ব	= জ+জ+ব	: উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতা
জ্ঝ	= জ+ঝ	: কুজ্ঝটিকা
জ্ঞ	= জ+ঞ	: জ্ঞান, সংজ্ঞা
ঞ্চ	= ঞ+চ	: বঞ্চনা, মঞ্চ
ঞ্ছ	= ঞ+ছ	: বাঞ্ছনীয়, লাঞ্ছনা
ঞ্জ	= ঞ+জ	: গঞ্জনা, ভঞ্জন
ঞ্ঝ	= ঞ+ঝ	: ঝঞ্ঝা, ঝঞ্ঝাট

ট্ট = ট+ট : অট্টালিকা, চট্টগ্রাম
ণ্ড = ণ+ড : কাণ্ড, গণ্ড
ত্ত = ত+ত : মত্ত, বিত্ত
ত্র = ত+র : পত্র, সূত্র
ক্রু = ত+র+উ : ক্রুটি, শত্রু
থ্থ = ত+থ : উত্থান, উত্থিত
দ্ধ = দ+ধ : যুদ্ধ, বদ্ধ
ন্ধ = ন+ধ : অন্ধ, বন্ধ
ন্দ = ন+দ : আনন্দ, বন্দী
ন্ম = ন+ম : জন্ম, আজন্ম
প্ত = প+ত : রপ্ত, লিপ্ত
প্স = প+স : লিপ্সা, অভীপ্সা
ব্দ = ব+দ : শব্দ, জব্দ
ভ্র = ভ+র : ভ্রমণ, ভ্রমর
ভ্রূ = ভ+র+ঊ : ভ্রূকুটি
রু = র+উ : রুপা, রুপালি
রূ = র+ঊ : রূপ, রূপকথা
ল্ক = ল+ক : উল্কা, বল্কল
ল্গ = ল+গ : ফালগুন
ল্ট = ল+ট : উল্টা
স্ত = স+ত : সস্তা, প্রশস্ত
স্থ = স+থ : অসুস্থ, স্বাস্থ্য
স্ক = স+ক : স্কুল, স্কন্ধ
স্খ = স+খ : স্খলন
স্ট = স+ট : স্টেশন, আগস্ট
স্ড় = স+ত : অস্ত, সস্তা
শু = শ+উ : শুভ, শুদ্ধ
শ্রূ = শ+ঊ : অশ্রু, শ্রুতি
শ্রু = শ+র+উ : অশ্রু, শ্রুতি
শ্রূ = শ+র+ঊ : শুশ্রূষা
ষ্ম = ষ+ম : গ্রীষ্ম, ভষ্ম
ষ্ণ = ষ+ণ : উষ্ণ, তৃষ্ণা
ষ্ক = ষ+ক : শুষ্ক, পরিষ্কার
হু = হ+উ : হুকুম, বহু

হৃ = হ+ঋ : হৃদয়, সুহৃদ
হ্ন = হ+ন : বহ্নি, সায়াহ্ন
হ্ণ = হ+ণ : অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ

সহায়ক তথ্য: ১২	বর্ণজ্ঞান ও শিখন-শেখানো কৌশল

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. বর্ণজ্ঞান কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিখন শেখানো কার্যক্রমে বর্ণজ্ঞানের ধারণা প্রয়োগ করতে পারবেন।

অংশ-ক	বর্ণজ্ঞান

বর্ণজ্ঞান প্রয়োজন কেন?

- বর্ণজ্ঞান শিক্ষার্থীকে পড়তে ও লিখতে সহায়তা করে। যখন শিক্ষার্থীরা বর্ণের ধ্বনি এবং ধ্বনির লিখিত রূপ শিখে ফেলে, তখন তারা এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে অপরিচিত শব্দ পড়তে ও লিখতে পারে।
- শব্দের ধ্বনি চিহ্নিত করার জন্য উক্ত ধ্বনির লিখিত রূপ বা বর্ণ জানা প্রয়োজন। তাই শব্দের প্রতিটি ধ্বনির লিখিত রূপ বা বর্ণ দেখতে কেমন, তা শেখানো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
- বর্ণজ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যারা শব্দকে ভাঙতে পারে, তারা শব্দকে কীভাবে পড়তে হয় তা দ্রুত আয়ত্ত করতে পারে।
- বর্ণজ্ঞান অনুশীলনে শিক্ষার্থীকে শব্দের অন্তর্গত বর্ণের ধ্বনি মিল করে পড়তে ও লিখতে সহায়তা করে।
- বর্ণজ্ঞান অনুশীলন শিক্ষার্থীর সঠিক বানান করার ক্ষেত্রেও সহায়তা করে।

বর্ণজ্ঞানের কাজ

▪ বর্ণ চিহ্নিতকরণ ▪ বর্ণ লেখা ▪ বর্ণের সঙ্গে ছবির মিলকরণ ▪ বর্ণ ও কারচিহ্নের মিলকরণ	▪ বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি ও পড়া ▪ শ্রুতি লিখন ▪ বাক্য বা ডিকোডেবল অনুচ্ছেদ পঠন

অংশ-খ	শিখন শেখানো কার্যক্রমে বর্ণজ্ঞান ধারণার অনুশীলন

বর্ণ চিহ্নিতকরণ

বর্ণ চিহ্নিতকরণ বলতে বর্ণের লিখিত রূপের সঙ্গে এর ধ্বনির মিলকরণের দক্ষতাকে বোঝায়। বর্ণ চিহ্নিতকরণ অনুশীলনের ফলে নির্দিষ্ট বর্ণের লিখিত রূপ দেখে শিক্ষার্থীরা তা শনাক্ত করতে পারে।

বর্ণ চিহ্নিতকরণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া

'চ' বর্ণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া

ধাপ-১: শিক্ষক

তোমরা 'আমার বাংলা বই'-এর নির্ধারিত পৃষ্ঠার প্রথম ছবিটি দেখ।

এটা কীসের ছবি? (শিক্ষক পাশের ছবিটি নির্দেশ করবেন)

শিক্ষার্থী: চশমা। (শিক্ষার্থীরা ছবি দেখে নাম বলবে)

শিক্ষক: চশমা এর প্রথম ধ্বনি কী?

শিক্ষার্থী: চ।

আজ আমরা যে বর্ণটি শিখব, তা হচ্ছে 'চ' (শিক্ষক বর্ণ কার্ডটি দেখাবেন)। এতক্ষণ আমরা যে / চ/ ধ্বনি শিখলাম, তার লিখিত রূপ এরকম। এই বর্ণটি হলো 'চ'।

ধাপ-২: শিক্ষক-শিক্ষার্থী

এবার আমরা একসঙ্গে বর্ণটি বলব (শিক্ষক বর্ণ কার্ডটি দেখাবেন) শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: চ।

ধাপ-৩: শিক্ষার্থী

এবার তোমরা এই বর্ণটি বলবে। (শিক্ষক 'চ' বর্ণের কার্ড দেখাবেন।)

শিক্ষার্থী: চ। (কয়েকবার অনুশীলন করবে।)

বর্ণ লেখা (Letter Writing): পড়া হচ্ছে লিখিত বর্ণ ও শব্দকে ধ্বনিতে রূপান্তর করা এবং লেখা হচ্ছে ধ্বনিকে বর্ণ ও শব্দে পরিবর্তন করা। লেখা শিক্ষার্থীর শিখন স্থায়ী হতে সহায়তা করে এবং বার বার লেখার ফলে শিক্ষার্থী বর্ণটি সঠিক আকৃতিতে সুন্দরভাবে লিখতে শিখে।

বর্ণ লেখা শেখানোর শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া

শ্রেণিকক্ষে বর্ণ লেখা শেখানোর কাজটি ৩ ধাপে করা হয়:

ধাপ-১: শিক্ষক

এখন আমি তোমাদের 'চ' বর্ণ কীভাবে লিখতে হয় তা দেখাব। (শিক্ষক চ বর্ণ লেখার সঠিক প্রবাহ অনুসরণ করে বোর্ডে বর্ণটি লিখবেন। লেখার সময় তিনি মুখে মুখে বর্ণ লেখার প্রবাহ ও বর্ণের ধ্বনিটি উচ্চারণ করে লিখবেন)। এই হচ্ছে **চ**

ধাপ-২: শিক্ষক-শিক্ষার্থী

এবার আমরা একসঙ্গে 'চ' বর্ণটি লেখার চর্চা করব। তোমরা তোমাদের পাঠ্যবইয়ের/ওয়ার্কবুকের **চ** লেখা পৃষ্ঠাটি বের কর। এখানে **চ** বর্ণটি লেখা আছে। পাশে **চ** বর্ণ লেখার প্রবাহ দেওয়া আছে। আমি বোর্ডে আবার প্রবাহ অনুসরণ করে বর্ণটি লেখা দেখাব। তোমরাও আমার সঙ্গে প্রবাহযুক্ত বর্ণটির ওপর লিখবে এবং বর্ণটির উচ্চারণ বলবে।

ধাপ-৩: শিক্ষার্থী

এবার তোমরা তোমাদের খাতায় 'চ' বর্ণটি ৫ বার লেখ। লেখার সময় বর্ণটি মুখে মুখে বলবে। (শিক্ষক ৪-৫ জন শিক্ষার্থীর লেখা দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

বর্ণ ও কারচিহ্নের মিলকরণ (CV Blending)

বর্ণের সঙ্গে কারচিহ্নের মিলকরণ কাজে বর্ণ ও কারচিহ্ন মিলিয়ে যে শব্দাংশ তৈরি হয় তা পড়ার চর্চা করা হয়, যা শিক্ষার্থীকে শব্দ তৈরি করতে সহায়তা করে। বর্ণের সঙ্গে কারচিহ্নের মিলকরণের এই চর্চা শিক্ষার্থীকে অজানা শব্দ পড়তে সহায়তা করে। বর্ণ ও কারচিহ্নের মিলকরণের কাজটি তিন ধাপে করা হয়।

বর্ণ ও কারচিহ্ন মিলকরণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া

ধাপ-১: শিক্ষক

শিক্ষক নিম্নের ছকের মতো করে একটি ছক বোর্ডে আঁকবেন।

০	ক	খ	গ	ঘ	চ	ছ	জ	ঝ
া	কা	খা	গা	ঘা	চা	ছা	জা	ঝা
ি	কি	খি	গি	ঘি	চি	ছি	জি	ঝি
ী	কী	খী	গী	গী	চী	ছী	জী	ঝী
ু	কু	খু	গু	ঘু	চু	ছু	জু	ঝু
ে	কে	খে	গে	ঘে	চে	ছে	জে	ঝে

প্রথমে শিক্ষক কারচিহ্নটি বর্ণের কোথায় বসে তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন।
শিক্ষক: এখন আমরা দেখব বর্ণের সঙ্গে কারচিহ্ন মিলিয়ে কীভাবে পড়তে হয় - (শিক্ষক বোর্ডে আঁকা ছক থেকে ‘ক’ এবং আ-কার মিলিয়ে পড়বেন এবং নির্দিষ্ট ঘরে লিখবেন। পড়ার সময় বর্ণ ও কার-চিহ্নের ওপর আঙুল দিয়ে নির্দেশ করবেন এবং দ্রুত পড়বেন।) শিক্ষক: ক া - কা
ধাপ-২: শিক্ষক
এবার আমরা একসঙ্গে পড়ব। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: ক া - কা
ধাপ-৩: শিক্ষক-শিক্ষার্থী
এবার তোমরা পড়বে। শিক্ষার্থী: ক া - কা। এরপর শিক্ষক ধাপ ২ ও ৩ অনুসরণ করে বোর্ডে আঁকা ছক থেকে ‘ক’ এবং ‘ি’ (ই-কার) মিলিয়ে পড়াবেন। (সবশেষে, শিক্ষক বারাক্ষরিক চার্ট থেকে পূর্বে শেখা বর্ণ ও কারচিহ্ন মিলিয়ে পড়াবেন।)

বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি

শব্দ পড়া হচ্ছে বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি করতে পারা। প্রতিটি শব্দের মধ্যে এক বা একাধিক বর্ণ বা শব্দাংশ থাকে। আমরা যখন শব্দ পড়ি তখন এসকল বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে একসঙ্গে উচ্চারণ করে পড়ি। বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে পড়ার দক্ষতা শিক্ষার্থীকে অজানা শব্দ পড়তে সহায়তা করে। বর্ণ/শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরির এ কাজটি তিন ধাপে করা হয়।

বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি ও পড়ার শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া

ধাপ-১: শিক্ষক

এবার আমরা বর্ণ ও শব্দাংশ মিলিয়ে পড়ব। (শিক্ষক বোর্ডে আ ট=আট লিখবেন এবং শব্দের নিচে আঙুল রেখে পড়বেন) শিক্ষক: আমি পড়ছি তোমরা দেখ, আট (শিক্ষক আঙুল নির্দেশ করে শব্দের অংশ উচ্চারণ করবেন ও শেষে শব্দটি উচ্চারণ করবেন)

ধাপ-২: শিক্ষক-শিক্ষার্থী

শিক্ষক: এবার আমরা একসঙ্গে কাজটি করব। মনে রাখবে, আমি যে অংশে আঙুল নির্দেশ করব তোমরা সেই অংশটুকু উচ্চারণ করবে এবং শেষে শব্দটি উচ্চারণ করবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: আট

ধাপ-৩: শিক্ষার্থী

এখন তোমরা এই কাজটি নিজেরা করবে। শিক্ষক: আমি আঙুলে নির্দেশ করব তোমরা বলবে। শিক্ষার্থী: আট

(এখন শিক্ষক একইভাবে অনুরূপ শব্দগুলো বোর্ডে লিখে ধাপ-২ ও ৩ অনুসরণ করে পড়াবেন।)

শ্রুতলিখন

কোনো কিছু শুনে লেখাকে শ্রুতলিখন বলে। শ্রুতলিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধ্বনির সঙ্গে নির্দিষ্ট বর্ণের লিখিত রূপ প্রকাশ করার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। শ্রুতলিখনের অনুশীলন শিক্ষার্থীদের সঠিক বানান শিখতে সহায়তা করে। শ্রুতলিখন শিখন-শেখানো কাজটি ২ ধাপে করা হয়।

ধাপ-১: শিক্ষক কাজটি আগে নিজে করে দেখান।

ধাপ-২: শিক্ষক মুখে বর্ণ বা শব্দাংশ বা শব্দ বলবেন শিক্ষার্থীরা শুনে নিজে নিজে খাতায় বর্ণ বা শব্দাংশ বা শব্দ লিখবে।

শুনি ও লিখি শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া

ধাপ-১: শিক্ষক

এবার আমরা শুনে শুনে লেখার কাজ করব। আমি একটি করে দেখাচ্ছি। প্রথমে লিখব ট। (শিক্ষক মুখে ট বলবেন এবং বোর্ডে ট লিখবেন)।

ধাপ-২: শিক্ষক-শিক্ষার্থী

এখন আমি আরো কিছু বর্ণ, চিহ্ন ও শব্দ বলব। তোমরা তোমাদের খাতায় লিখবে। (শিক্ষক ধীরে ধীরে একটি একটি করে বর্ণ, চিহ্ন ও শব্দ বলবেন এবং শিক্ষার্থীরা তাদের খাতায় লিখবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের লেখা দেখবেন, প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। বর্ণ, চিহ্ন ও শব্দগুলো হলো- ট, ঘৃ, টাকা।

ডিকোডেবল অনুচ্ছেদ পঠন

শিক্ষার্থীদের জানা বর্ণ দিয়ে তৈরি শব্দ যোগে গঠিত অনুচ্ছেদকে ডিকোডেবল টেক্সট বলা হয়। এই অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত শব্দের সকল বর্ণ শিক্ষার্থীরা আগেই শিখে থাকে। তাই অনুচ্ছেদের সকল শব্দই শিক্ষার্থীরা পড়তে সক্ষম হয়। যেমন শিক্ষক যদি ক থেকে ঞ এবং আ-কার (া) চিহ্ন শেখান তাহলে ডিকোডেবল শব্দ হবে কাকা, খাই, আখ। আবার বাক্য হবে - এই কাকা। আখ খাই।

শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে ডিকোডেবল অনুচ্ছেদ পড়ার অনুশীলন করে বিধায় তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়, যা তাকে স্বাধীন পাঠক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। বাক্য বা অনুচ্ছেদ পড়ার কাজটি দুই ধাপে করা হয়।

ধাপ-১: যেহেতু বাক্য বা অনুচ্ছেদটির সকল বর্ণ বা কার-চিহ্ন শিক্ষার্থীর আগে থেকে শেখা তাই প্রথমে শিক্ষার্থীরা নিজেরা অনুচ্ছেদটি পড়ার অনুশীলন করে।

ধাপ-২: এরপর অনুচ্ছেদটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একসঙ্গে পড়ে অর্থাৎ প্রথমে শিক্ষক পড়ে এবং শিক্ষার্থীরাও শিক্ষকের সঙ্গে পড়ে।

বাক্য বা অনুচ্ছেদ পঠনের শিখন-শেখানো কৌশল

ধাপ-১: শিক্ষার্থী

শিক্ষক: তোমরা ওয়ার্কবুক বা বোর্ডে দেওয়া অনুচ্ছেদটি আঙুলে নির্দেশ করে পড়। (শিক্ষক নির্দিষ্ট ৪/৫ জন শিক্ষার্থীর পড়া শুনবেন, প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।)

ধাপ-২: শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী

শিক্ষক: এবার আমরা সবাই একসঙ্গে অনুচ্ছেদটি পড়ব। পড়ার সময় তোমরা ওয়ার্কবুক বা বোর্ডে লেখা অনুচ্ছেদটি অনুসরণ করবে। (শিক্ষক প্রথমে পড়বেন এবং তারপর সকল শিক্ষার্থী পড়বে।)

সহায়ক তথ্য: ১৩	যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানো কৌশল

শিখনফল:

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. যুক্তবর্ণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিখন-শেখানো কার্যক্রমে যুক্তবর্ণের ধারণা প্রয়োগ করতে পারবেন।

অংশ-ক	**যুক্তবর্ণের বৈশিষ্ট্য**

যুক্তবর্ণ

দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে কোনো স্বরধ্বনি না থাকলে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে একত্রে লেখা হয়।

- প্রথম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা সকল বর্ণ ও কারচিহ্ন শিখে থাকে। প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে একটি স্বরধ্বনি বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যখন দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ একত্র হয়ে যখন একটি যুক্তবর্ণ তৈরি হয় তখন প্রথম বর্ণের সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ হয়। যেমন 'ঘণ্টা' শব্দটির মধ্যে 'ণ্ট' যুক্তবর্ণটি 'ণ' ও 'ট' মিলে হয়েছে। এখানে 'ণ' বর্ণটির উচ্চারণ সংক্ষিপ্ত হয়েছে।
- যুক্তব্যঞ্জন কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমন- ক) দ্বিত্বব্যঞ্জন খ) সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন।

- ক) দ্বিত্বব্যঞ্জন: একই ব্যঞ্জন পর পর দুবার ব্যবহৃত হলে তাকে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বলে। যেমন- উচ্চ (চ+চ), বিপন্ন (ন+ন), সম্মান (ম+ম) ইত্যাদি।
- খ) সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন: দ্বিত্বব্যঞ্জন ছাড়া সব ব্যঞ্জন সংযোগকে সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন বলে। যেমন- লক্ষ
- (ক+ষ), বন্ধ (ন+ধ), রক্ত (ক+ত) ইত্যাদি।
- কয়টি ব্যঞ্জন যুক্ত হয়ে যুক্তব্যঞ্জন গঠিত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে যুক্তব্যঞ্জনকে ভাগ করা হয়। যেমন-

  দুটি ব্যঞ্জনের সংযোগ : ক+ত = ক্ত : রক্ত

  তিনটি ব্যঞ্জনের সংযোগ : জ+জ+ব = জ্জ্ব : উজ্জ্বল

  চারটি ব্যঞ্জনের সংযোগ : ন+ত+র-ফলা(্র)+য-ফলা(্য) = ন্ত্র্য : স্বাতন্ত্র্য

- বহুল ব্যহৃত যুক্তবর্ণসমূহ:

ক্ত = ক+ত : শক্ত, রক্ত	ক্ষ = প+স : লিপ্সা, অভীপ্সা
ক্র = ক+র : বক্র, চক্র	দ্দ = ব+দ : শব্দ, জব্দ
ক্স = ক+স : বাক্স, কক্স	ভ্র = ভ+র : ভ্রমণ, ভ্রমর
ক্ষ = ক+ষ : বক্ষ, দক্ষ	ভ্রূ = ভ+র+ঊ : ভ্রূকুটি

ঙ্ক্ষ = ঙ+ক+ষ : আকাঙ্ক্ষা	রু = র+উ : রুপা, রুপালি
ঙ্ক = ঙ+ক : অঙ্ক, কঙ্কাল	রূ = র+ঊ : রূপ, রূপকথা
ঙ্খ = ঙ+খ : শঙ্খ, পঙ্খী	ল্ক = ল+ক : উল্কা, বল্কল
ঙ্গ = ঙ+গ : অঙ্গ, বঙ্গ	ল্গ = ল+গ : ফাল্গুন
ঙ্ঘ = ঙ+ঘ : সঙ্ঘ, লঙ্ঘন	ল্ট = ল+ট : উল্টা
চ্ছ= চ+ছ : উচ্ছল, উচ্ছেদ	স্ত = স+ত : সস্তা, প্রশস্ত
চ্ছ্ব= চ+ছ+ব : উচ্ছ্বাস, উচ্ছ্বসিত	স্থ = স+থ : অসুস্থ, স্বাস্থ্য
জ্জ্ব= জ+জ+ব : উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতা	স্ক = স+ক : স্কুল, স্কন্ধ
জ্ঝ= জ+ঝ : কুজ্ঝটিকা	স্খ = স+খ : স্খলন
জ্ঞ = জ+ঞ : জ্ঞান, সংজ্ঞা	স্ট = স+ট : স্টেশন, আগস্ট
ঞ্চ = ঞ+চ : বঞ্চনা, মঞ্চ	স্ত = স+ত : অস্ত, মস্ত
ঞ্ছ = ঞ+ছ : বাঞ্ছনীয়, লাঞ্ছনা	শু = শ+উ : শুভ, শুদ্ধ
ঞ্জ = ঞ+জ : গঞ্জনা, ভঞ্জন	শ্রূ = শ+ঊ : অশ্রু, শ্রুতি
ঞ্ঝ = ঞ+ঝ : ঝঞ্ঝা, ঝঞ্ঝাট	শ্রু = শ+র+: অশ্রু, শ্রুতি
ট্ট = ট+ট : অট্টালিকা, চট্টগ্রাম	শ্রূ = শ+র+ঊ: শুশ্রূষা
ণ্ড = ণ+ড : কাণ্ড, গণ্ড	ষ্ম = ষ+ম : গ্রীষ্ম, ভষ্ম
ত্ত = ত+ত : মত্ত, বিত্ত	ষ্ণ = ষ+ণ : উষ্ণ, তৃষ্ণা
ত্র = ত+র : পত্র, সূত্র	ষ্ক = ষ+ক : শুষ্ক, পরিষ্কার
ত্রু = ত+র+উ : ত্রুটি, শত্রু	হু = হ+উ : হুকুম, বহু
থ্য = ত+থ : উত্থান, উত্থিত	হৃ = হ+ঋ : হৃদয়, সুহৃদ
দ্ধ = দ+ধ : যুদ্ধ, বদ্ধ	হ্ন = হ+ন : বহ্নি, সায়াহ্ন
ন্ধ = ন+ধ : অন্ধ, বন্ধ	হ্ণ = হ+ণ : অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ
ন্দ = ন+দ : আনন্দ, বন্দী	
ন্ম = ন+ম : জন্ম, আজন্ম	
প্ত = প+ত : রপ্ত, লিপ্ত	

অংশ-খ	শিখন-শেখানো কার্যক্রমে যুক্তবর্ণের ধারণা প্রয়োগ

যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া

'ণ্ট' যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া

নির্দিষ্ট যুক্তবর্ণ যুক্ত একটি শব্দ শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন এবং শব্দটি মুখে মুখে বলবেন। শিক্ষক বলবেন, আজ আমরা যে যুক্তবর্ণটি শিখব, তা হচ্ছে 'ণ্ট'। (শিক্ষক ণ্ট যুক্তবর্ণ কার্ডটি দেখাবেন) এবার বলবেন, 'ণ্ট' যুক্তবর্ণটি 'ণ' ও 'ট' মিলে হয়।

যুক্তবর্ণ চিনি

ধাপ-১: শিক্ষক

শিক্ষক বোর্ডে একটি ঘরে 'ণ্ট' লিখে পাশে 'ণ+ট' এভাবে ভেঙে দেখাবেন। এবার শিক্ষক 'ণ্ট' যুক্তবর্ণটি দিয়ে উদাহরণ দিবেন (যেমন বণ্টন, ঘণ্টা)।

ধাপ-২: শিক্ষক-শিক্ষার্থী

শিক্ষক 'ণ্ট' যুক্তবর্ণটি কার্ড দেখে শিক্ষকের সাথে বলতে বলবেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা একসাথে বলবে 'ণ্ট'। শিক্ষক এবার জানতে চাইবেন, এই যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ মিলে হয়েছে? শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা একসাথে বলবে 'ণ' ও 'ট' মিলে হয়েছে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একসাথে কয়েকবার যুক্তবর্ণটি বলার চর্চা করাবেন। এবার শিক্ষক 'ণ্ট' যুক্তবর্ণটি দিয়ে উদাহরণগুলো (যেমন বণ্টন, ঘণ্টা) শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে একসাথে উচ্চারণ করবেন (বণ্টন, ণ্ট - ণ ট)।

ধাপ-৩: শিক্ষার্থী

শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছে জানতে চাইবেন, আজকে শেখা যুক্তবর্ণ কোনটি? শিক্ষার্থীরা বলবে, ' ণ্ট ' । শিক্ষক জানতে চাইবেন, কোন কোন বর্ণ মিলে এই যুক্তবর্ণটি হয়েছে? শিক্ষার্থীরা বলবে, 'ণ' এর সাথে 'ট' মিলে (শিক্ষক ৩/৪ জন শিক্ষার্থীর কাছে জানতে চাইবেন)। শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ' ণ্ট ' যুক্তবর্ণটি দিয়ে উদাহরণ হিসেবে দুটি শব্দ (বণ্টন, ঘণ্টা) উচ্চারণ করে দেখাতে বলবেন।

যুক্তবর্ণ লিখি:

আমি করি: শিক্ষক বলবেন, এখন আমরা 'ণ্ট' যুক্তবর্ণটি লেখা শিখব। শিক্ষক প্রথমে বোর্ডে যুক্তবর্ণটি সঠিক প্রবাহ অনুসরণ করে লিখে দেখাবেন।

আমরা করি: শিক্ষক এবার বোর্ডে 'ণ্ট' যুক্তবর্ণটির উপর হাত ঘুরাবেন আর শিক্ষার্থীদের খাতায় যুক্তবর্ণটি মিলিয়ে লিখতে বলবেন।

তুমি কর: শিক্ষার্থীরা এবার খাতায় যুক্তবর্ণটি ৫ বার লিখতে বলবেন।

একের অধিক যুক্তবর্ণ থাকলে শিক্ষক একই পদ্ধতি অনুসরণ করে শিখাবেন।

যুক্তবর্ণযুক্ত অনুচ্ছেদ পড়ি:

তুমি কর: শিক্ষার্থীদের বলা শব্দ বা উদাহরণে দেওয়া শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের বলা বাক্যগুলো শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষাথীদের খাতায় লিখতে বলবেন।

আমরা করি: শিক্ষক এমন একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবেন যেখানে ণ্ট – যুক্তবর্ণ সংবলিত শব্দ থাকে। এবার অনুচ্ছেদটি বোর্ডে/ পোস্টারে ঝুলিয়ে/ লিখে দিয়ে সকল শিক্ষার্থীকে নীরবে পড়তে বলবেন এবং এ অনুচ্ছেদের যে সকল যুক্তবর্ণ আছে তা শনাক্ত করে বানান করে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।

সহায়ক তথ্য: ১৪	শব্দজ্ঞান ও পঠন সাবলীলতার কৌশল ও অনুশীলন

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শব্দজ্ঞানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা ও কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন;

খ. পঠন সাবলীলতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা ও কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।

অংশ-ক	শব্দজ্ঞানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা ও কৌশল অনুশীলন

শব্দজ্ঞান

পড়ার পাঁচটি মৌলিক উপাদানের মধ্যে একটি অন্যতম উপাদান হলো শব্দজ্ঞান। কোনো শব্দ চিনে ও অর্থ বুঝে বাক্যে ব্যবহার করতে পারাই শব্দজ্ঞান। শব্দজ্ঞান বাক্যের অর্থ বুঝতে সহায়তা করে। বিদ্যালয়ে আসার আগেই শিক্ষার্থীরা তাদের চারপাশের পরিবেশ থেকে অনেক নতুন নতুন শব্দ শিখে আসে। কিন্তু শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ে এমন কিছু নতুন শব্দের সাথে পরিচিত হয় যার অর্থ না জানা থাকলে বাক্য বা অনুচ্ছেদ পড়ে বুঝতে পারে না এবং এসকল নতুন শব্দ শিক্ষার্থীকে পরিকল্পিতভাবে শেখাতে হয়। শব্দজ্ঞানের জন্য সেই সকল শব্দ নির্বাচন করা হয় যা একজন শিক্ষার্থীর বর্তমান বা নিকট ভবিষ্যতের পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু পড়ে বুঝার জন্য তার অর্থ জানা প্রয়োজন।

শব্দজ্ঞান শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া

শিক্ষক: এখন আমরা আজকের পড়া গল্পটি থেকে দুটি নতুন শব্দ শিখব। প্রথম শব্দটি হল - **নীল**। **নীল** একটি রঙের নাম (ছবি থাকলে দেখাবেন)।

শিক্ষক: আমি নীল শব্দটি দিয়ে একটি বাক্য বলছি - আকাশের রং নীল।

শিক্ষক: এবার তোমরা জোড়ায় আলোচনা করে নীল শব্দ দিয়ে আরেকটি বাক্য বলো। যদি পারো, শব্দটি দিয়ে আরো নতুন নতুন বাক্য তৈরি কর।

(শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের বাক্য শুনবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে ২/৩ জন শিক্ষার্থী সকলের উদ্দেশ্যে তাদের বাক্যগুলো বলবে। একইভাবে অন্য একটি শব্দটি দিয়ে বাক্য তৈরি করা শিখাবেন)

অংশ-খ	পঠন সাবলীলতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা ও কৌশল অনুশীলন

পঠন সাবলীলতা

পঠন সাবলীলতা হলো কোনো একটি পাঠ বা পাঠ্যাংশ নির্দিষ্ট মান গতিতে, সঠিক উচ্চারণে এবং যতিচিহ্ন অনুসরণ করে অভিব্যক্তির মাধ্যমে পড়তে পারার দক্ষতা। অর্থাৎ কোন শব্দ বা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে, সঠিক

উচ্চারণে ও যতিচিহ্ন মেনে সঠিক স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারার দক্ষতাই পঠন সাবলীলতা। পড়ার দুটো অংশ। একটি হলো শব্দকে ডিকোড করতে পারা এবং আরেকটি হলো ডিকোডকৃত শব্দের অর্থ বুঝতে পারা।

সাবলীল পাঠক

- অর্থ শনাক্ত করে বাধাহীনভাবে পড়ে;
- একটা নির্দিষ্ট মান গতি বজায় রেখে পড়ে;
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারে এবং মনে হয় যে পড়ে অর্থ বুঝতে পারছে;
- বিরামচিহ্নের ব্যবহার করে পড়তে পারে এবং তার অর্থ বুঝতে পারে;
- নিজে নিজে ভুল সংশোধন করেও পড়তে পারে।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যতিচিহ্ন ব্যবহার

- পড়ার সময় কোথাও তাড়াতাড়ি, কোথাও আস্তে, কোথাও জোর দিয়ে, কোথাও আবার একটু থেমে, শ্বাসাঘাত ও স্বরভঙ্গি অনুসরণ করে অর্থাৎ সঠিক যতি চিহ্নের ব্যবহার জেনে পড়তে হয়।
- **দাঁড়ি (।)ঃ** বাক্যের শেষে দাঁড়ি দিতে হয়। দাঁড়ি দিলে বাক্য শেষ হয়েছে বোঝা যায়।
- **কমা (,)ঃ** বাক্যে বিরতি বুঝাতে ও বাক্যের বিভিন্ন বিষয়কে আলাদা করতে কমা ব্যবহার করা হয়।
- **প্রশ্ন (?)**ঃ কোনো কিছু সম্পর্কে জানতে চাওয়া বোঝাতে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে।
- **বিস্ময়সুচক (!)**ঃ উচ্ছ্বাস, বিষাদ, আবেগ অনুভুতি বোঝাতে বিস্ময়সুচক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
- **সেমিকোলন (;)ঃ** কমা থেকে একটু বেশি থামতে সেমিকোলন ব্যকহার করা হয়।
- **কোলনঃ** একটি অপূর্ণ বাক্যের পরে অন্য একটি বাক্য অবতারণা করতে এবং উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে কোলন ব্যবহৃত হয়।

- **শিক্ষকঃ** কেমন আছ সবাই? সবাই এই ছবিটি দেখ। শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের একটি ছবি দেখাবেন।
- **শিক্ষকঃ** আমরা ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছি? কয়েকজন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শুনবেন। এরপরে পাঠের শিরোনাম বলবেন। তোমরা কি বলতে পারো গল্পটি কী নিয়ে হতে পারে? (শিক্ষক ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শুনবেন) পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের বলবেন, আমি এই গল্পটি তোমাদের পড়ে শোনাব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।
- শিক্ষক সঠিক গতি, শুদ্ধ উচ্চারণ এবং যতিচিহ্ন অনুসরণ করে অভিব্যক্তির মাধ্যমে গল্পটি পড়বেন। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে যেখানে প্রয়োজন সহজ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করবেন।
- শিক্ষক: এরপর তোমরা আমার সাথে একসাথে পড়বে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে ঐ দিনের পাঠের জন্য গল্পের নির্ধারিত অংশটুকু কয়েকবার (তিন/চারবার) পড়বেন। শিক্ষক একসাথে দুই লাইন করে পড়বেন এবং তারপর সকল শিক্ষার্থী পড়বে। এ সময় শিক্ষক খেয়াল রাখবেন শিক্ষার্থীরা তাদের বইয়ে শব্দের নিচে আঙুল নির্দেশ করে সঠিক উচ্চারণে পড়ছে কিনা। এরপর এককভাবে সবাইকে নিজ নিজ পাঠ্যবইয়ে পাঠ বা গল্পটি পড়তে বলবেন।

- নির্ধারিত সময় শেষে শিক্ষক চার/পাঁচজন শিক্ষার্থীর তাদের কাছে যাবেন, তাদের পড়া শুনবেন, প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। অন্য শিশুরা মনোযোগ সহকারে শুনবে ও শব্দে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে পড়া অনুসরণ করবে।

- অংশগ্রহণকারীগণকে ৪টি দলে ভাগ করুন। পাঠপরিকল্পনার ধাপ অনুযায়ী শিখন শেখানো কাজে শিক্ষার্থীর শব্দজ্ঞান, পঠন সাবলীলতা অর্জনে শিক্ষকের পূর্ণাঙ্গ পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলুন। দলে নিম্নরূপ কাজ বন্টন করুন।

দল	শ্রেণি	বিষয়
১	দ্বিতীয় শ্রেণি	শীতের সকাল (শীতের সকাল... শীত করত খুব।)
২	তৃতীয় শ্রেণি	রাজা ও তাঁর তিন কন্যা (এত রকমের ...পাঠিয়েছিলেন।)
৩	চতুর্থ শ্রেণি	মহীয়সী রোকেয়া (সে অনেক ...সামনেও নয়।)
৪	পঞ্চম শ্রেণি	প্রার্থনা (যে-পথে তোমার ...সে পথগামী)

- দলে সংশ্লিষ্ট সহায়ক তথ্য, কর্মপত্র, বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা বিতরণ করুন এবং দলগত কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করুন। দলগত আলোচনা করে দলে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে অনুশীলন করতে বলুন।
- এবার ক্রমানুসারে প্রত্যেকটি দল থেকে দৈবচয়নে একজনকে শিক্ষক হিসেবে ও অন্যদের শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করে নির্ধারিত কাজের সিমুলেশন করতে বলুন।
- প্রত্যেক দলের উপস্থাপন শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনার সুযোগ দিন। প্রয়োজনে নিজে সিমুলেশনে সহায়তা করে ধারণা স্পষ্ট করুন।

সহায়ক তথ্য: ১৫	বোধগম্যতার কৌশল ও অনুশীলন

শিখনফল:

এ-অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বোধগম্যতা বৃদ্ধির কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন;

খ. শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বোধগম্যতার কৌশলসমূহ অনুশীলন করতে পারবেন।

অংশ-ক	শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বোধগম্যতা বৃদ্ধির কৌশল প্রয়োগ

বোধগম্যতা

'বোধগম্যতা' হলো কোনো কিছু পড়ে বুঝতে পারা। পড়ার আসল উদ্দেশ্য হলো পঠিত বিষয়ের অর্থ উদ্ধার করা বা বোঝা। পড়ার দুইটি অংশ থাকে: ১। পাঠোদ্ধার (Decoding) ২। বোধগম্যতা (Understanding)। সাংকেতিক চিহ্নগুলোকে বর্ণ হিসেবে চিনতে পারার মাধ্যমে শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারাকেই বলে পাঠোদ্ধার এবং পুরো লেখাটির অর্থ উদ্ধারের মাধ্যমে বুঝতে পারাই হলো বোধগম্যতা এই দুইটি অংশের মধ্যে বোধগম্যতাই হচ্ছে পড়ার মূল উদ্দেশ্য। যে সকল শিক্ষার্থী বুঝে পড়তে পারে তারা পড়ে যেমন- আনন্দ পায় তেমনি সেই পঠিত অনুচ্ছেদ থেকে যেকোনো ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার জন্য শ্রেণিকক্ষে যে দুটি কাজ করা হয় তা হলো-

১. পূর্বানুমান
২. প্রশ্নোত্তর

পূর্বানুমান

পূর্বানুমান যাচাইয়ে জন্য শিক্ষক প্রথমে পাঠ-সংশ্লিষ্ট ছবি দেখিয়ে পাঠটি কী নিয়ে হতে পারে তা নিয়ে অনুমানভিত্তিক কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। শিক্ষক সঠিক গতি, অভিব্যক্তি, স্বরের উঠানামা, শুদ্ধ উচ্চারণের সাথে গল্পটি শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনাবেন। পড়া শেষে শিক্ষক ২-৩ জন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শুনবেন তাদের পূর্বানুমান সঠিক ছিল কিনা।

প্রশ্নোত্তর

বোধগম্যতার প্রশ্নোত্তরের কাজটি ৩ ধাপে করা হয়-

ধাপ-১: আমি করি: শিক্ষক প্রথম প্রশ্নটির উত্তর কীভাবে খুঁজে বের করতে হয় তা নিজে করে দেখান।

ধাপ-২ আমরা করি: শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একসাথে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটি খুঁজে বের করে।

ধাপ-৩ তুমি কর: শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরটি খুঁজে বের করার অনুশীলনা করে।

এভাবে শিক্ষক শিক্ষাথীদের অনুমান করতে দিয়ে, প্রশ্ন-উত্তর প্রদানের মাধ্যমে বোধগম্যতা অনুশীলন করাবেন। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তর দক্ষতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে-

আক্ষরিক বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন-

যে প্রশ্নগুলোর উত্তর সরাসরি পাঠে দেওয়া আছে। শিক্ষার্থী পাঠে দেওয়া তথ্যগুলো মনে করে উত্তর দিতে পারে। যেমন-

- কে - কোনো প্রশ্ন কে দিয়ে হলে উত্তরটি হবে কোনো ব্যক্তির বা চরিত্রের নাম।
- কী - কোনো প্রশ্ন কী দিয়ে হলে উত্তরটি হবে কোনো ঘটনা বা বস্তুর নাম।
- কোথায় - কোনো প্রশ্ন কোথায় দিয়ে হলে উত্তরটি হবে কোনো জায়গার নাম।
- কখন - কোনো প্রশ্ন কখন দিয়ে হলে উত্তরটি হবে কোনো সময়ের।
- কীভাবে - কীভাবে দিয়ে প্রশ্ন হলে উত্তরটি হবে কোনো ঘটনা বা বিষয় ঘটার প্রক্রিয়া যেভাবে ঘটেছে তা।

অনুমানসিদ্ধ বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্নঃ

অনুমানভিত্তিক প্রশ্ন - পাঠে সরাসরি উত্তর দেওয়া নেই। কিন্তু সংকেত বা উত্তর কী হতে পারে তা জানা যায়। পাঠের সেই সংকেত বা ঘটনার পরম্পরা বিবেচনায় শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেয়। যেমনঃ বাঘ রাখালকে নিয়ে কোথায় গেলো?

মূল্যায়নধর্মী বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন -

- মূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন- ঘটনার মূল্যায়ন করতে বা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে এই ধরনের প্রশ্ন করা হয়। যেমন- কে বেশি ভাল? লোভী কাঠুরে জলপরির কাছ থেকে কী শিক্ষা পেল?

অংশ-খ	**বোধগম্যতা শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া অনুশীলন**

আমাদের দেশ

আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। এদেশে অনেক নদী আছে। নদী বয়ে চলে। পাখিরা গান গায়। গাছে গাছে ফুল ফোটে। এদেশের আকাশ নীল। আকাশে উড়ে বেড়ায় সাদা মেঘ। রাতে চাঁদ ওঠে। কত ভালো লাগে। এদেশের পাহাড় সবুজ। তেমনি সবুজ ফসলের মাঠ। মাঠে মাঠে ধান হয়। খালের জলে ভেসে বেড়ায় মাছ। ভোর বেলায় শিস দেয় দোয়েল। দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি। কী সুন্দর আমাদের এই দেশ!

শিক্ষকঃ এখন আমরা দেখব, পড়ার আগে গল্পটির ছবি দেখে তোমরা যা বলেছিলে, তার সাথে গল্পটি মিলল কিনা। (শিক্ষক ২-৩ জন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শুনবেন তাদের পূর্বানুমান ঠিক ছিল কিনা।

শিক্ষকঃ এখন আমরা আজকের পড়া গল্পটি থেকে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করব। আমার প্রথম প্রশ্ন হলো, পাখিরা কি গান গায়? -এর উত্তর **হ্যাঁ** অথবা **না** হতে পারে।

শিক্ষকঃ আমি গল্পটি আবার পড়ব এবং উত্তর খুঁজে বের করব। যেখানে উত্তর আসবে সেখানে আমি হাত উঠাব। (শিক্ষক গল্পটি আবার পড়বেন এবং পাখিরা গান গায় পর্যন্ত পড়ে থামবেন এবং হাত ওঠাবেন।)

শিক্ষকঃ এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর আমরা একসাথে খুঁজে বের করব। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো- ভোর বেলায় শিস দেয় কে?

-এর উত্তর কী হবে, তা আমরা খুঁজে বের করব।

আমি গল্পটি আবার পড়ছি। যেখানে উত্তর আসবে সেখানে আমরা হাত উঠাব। (ভোর বেলায় শিস দেয় দোয়েল) পর্যন্ত পড়ে শিক্ষক থামবেন এবং হাত ওঠাবেন; তিনি দেখবেন কতজন শিক্ষার্থী হাত উঠিয়েছে)

শিক্ষকঃ এখানে আমরা পেলাম- ভোর বেলায় শিস দেয় দোয়েল ।

শিক্ষক: তাহলে ভোর বেলায় শিস দেয় কে?

শিক্ষার্থীঃ ভোর বেলায় শিস দেয় দোয়েল ।

শিক্ষকঃ এবার তোমরা তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে বের করবে। প্রশ্নটি হলো- আমাদের জাতীয় পাখির নাম কী? এর উত্তর **কী** হবে, তা তোমরা খুঁজে বের করবে।

সহায়ক তথ্য: ১৬	ছবি পড়া ও ছবির পাঠ

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ছবির পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. ছবির পাঠ শিখন-শেখানো কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।

অংশ-ক	ছবির পাঠের গুরুত্ব

প্রাথমিক স্তরে ছবির পাঠ বা পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট ছবির ব্যবহার একটি পরিচিত বিষয়। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা বইগুলো ভালোভাবে লক্ষ করলেই দেখা যাবে প্রায় প্রতিটি পাঠের সঙ্গেই ছবি রয়েছে। এর কোনোটি শুধুমাত্র ছবির পাঠ আবার কোনোটি পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ-সংশ্লিষ্ট ছবির ব্যবহার। প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত বইয়ে ছবির পাঠ বেশি, লেখার পরিমাণ কম। আর তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বইয়ে লেখার পরিমাণ বেশি, ছবির পরিমাণ আস্তে আস্তে কমে গেছে। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে ছবি কিংবা পাঠ-সংশ্লিষ্ট ছবি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত হয়েছে, যাতে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি দেখেও পাঠ বুঝতে পারে এবং পাঠটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অগ্রিম ধারণা পায়।

অংশ-খ	ছবির পাঠ শিখন-শেখানো কৌশল অনুশীলন

ছবির পাঠ শিখন-শেখানো কৌশলের ক্ষেত্রে বিবেচ্য নীতিমালা

- ছবির বিভিন্ন উপাদানের বিশ্লেষণ (যেমন, ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে?)।
- ছবির চরিত্র, স্থান, কাল, পাত্র বিশ্লেষণ (যেমন, ছবিতে কী কী চরিত্র আছে? ছবিতে কে কী করছে? ছবির মানুষগুলো কী করছে? ছবির পশু-পাখি/জীবজন্তুগুলো কী করছে? ছবিতে ফুল, ফল, শাক, সবজি, প্রভৃতি আর কী কী আছে? সেগুলো কোথায় কী অবস্থানে আছে? এদের, রং, আকার-আকৃতি কেমন?
- ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ছবি বিশ্লেষণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ছবির বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের বাস্তব জীবনের মিল/যোগসূত্র কোথায়?
- ছবির স্থান, কাল, চরিত্র পাল্টিয়ে গল্প বলা।
- শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে অভিজ্ঞতা জানতে চাওয়া, অনুরূপ ঘটনা জানতে চাওয়া।
- ছবির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ অথবা সারমর্ম তুলে ধরা।
- সংক্ষেপে ছবির একটি শিরোনাম দেওয়া।
- ছবির সঙ্গে মিলিয়ে ছবি আঁকার কাজ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিশুকে অনুমানভিত্তিক প্রশ্ন করা, যেমন- এর পর কী হতে পারে, ছবির চরিত্র কী করতে পারে প্রভৃতি।

ছবির পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

ক্রমিক	পর্যবেক্ষণের নির্দেশক	হ্যাঁ/না	কী করা প্রয়োজন ছিল?
১	ছবি দেখিয়ে কৌতূহল উদ্দীপক প্রশ্ন করেছেন		
২	ছবির উপাদান বিশ্লেষণ করেছেন		
৩	ছবির বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন		
৪	ছবির সঙ্গে বাস্তব জীবনের মিল করেছেন		
৫	ছবির সঙ্গে পাঠের মিল করেছেন		

সহায়ক তথ্য: ১৭	ছড়া ও কবিতা পঠনরীতি

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ছড়া ও কবিতা পঠনরীতি বর্ণনা করতে পারবেন;
খ. ছড়া ও কবিতার পঠনরীতি অনুসরণ করে বাংলা ছড়া ও কবিতা পড়তে পারবেন।

অংশ-ক	ছড়া ও কবিতা পঠনরীতি

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা রয়েছে। সাহিত্যের প্রাচীনতম ধারার একটি হলো পদ্য সাহিত্য। আদিতে বাংলা সাহিত্য মানেই ছিল হালকা ও দ্রুত চালের ছন্দোবদ্ধ পদের সমন্বয়ে রচিত ছান্দসিক পদ যা আধুনাকালের ছড়ারই আদিরূপ। তাইতো ছড়াকে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ছড়া মূলত এক ধরনের ছন্দোবদ্ধ সমিল বা অমিল পদ্যবিশেষ। বাংলা ভাষার প্রাঞ্জল সাহিত্যরূপ খুঁজে পাওয়া যায় ছড়াগুলোয়। অর্থের গভীরতা নয়, শিশুসুলভ সরলতা, কল্পময়তা, চিত্রময়তা এবং শব্দের ধ্বনিময়তাই ছড়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য। শব্দের ধ্বনিময়তা আর পদে পদে ছড়ানো কথার একেকটি ছবির সমন্বয়ে কোনো ছন্দময় ব্যঞ্জনা সৃষ্টির নামই ছড়া। অনাবিল আনন্দদানই হচ্ছে ছড়ার উদ্দেশ্য।

অন্যদিকে ভাষা যখন নিবিড় উপলব্ধিতে আবেগ ও প্রাণময় হয়, তার ভিতরে গতির সঞ্চার হতে থাকে। এই বেগ বা গতির সংযত ও পরিমিত প্রকাশই কবিতা। কবিতা 'শব্দ' ভাবকল্পনা ও অর্থ-ব্যঞ্জনার বাহন। কবিতা হৃদয়ের কাছে আবেগদীপ্ত উপলব্ধির ভাষা। সাধারণভাবে ছন্দোবদ্ধ পদকে কবিতা বললেও কেবল ছন্দই কবিতার শেষ কথা নয়। বস্তুত জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত নিজস্ব উপলব্ধিগুলো আত্মগত ভাবরসে সিক্ত করে কবি যখন ব্যঞ্জনাময় ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করেন তখন তাকে কবিতা বলে। ইংরেজ কবি Wordsworth-এর ভাষায় "Poetry is spontaneous overflow of powerful feelings" অর্থাৎ কবিতা হচ্ছে শক্তিময় অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস।

বাংলা ছড়া ও কবিতা পঠনরীতি

ছড়া ও কবিতা আবৃত্তির স্বতন্ত্র নিয়ম রয়েছে; তা গদ্যের মতো পড়লে চলে না। সাধারণত পাঠ ও আবৃত্তিকে সমার্থক ভাবা হলেও পাঠ ও আবৃত্তির মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। আবৃত্তির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ উচ্চারণে প্রত্যেকটি ধ্বনি শ্রোতার কানে পৌছে দেওয়া এবং সহজে রচনার আবেগ শ্রোতার মনকে আবেগময় করে তোলা। সুনির্বাচিত শব্দের ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ কাব্যে যে মাধুর্যের সৃষ্টি করে তার রসাস্বাদন করতে রচনার তাল, লয়, গতি ছন্দ মেনে আবৃত্তি করতে হবে। ছড়া বা কবিতা আবৃত্তির ক্ষেত্রে বিবেচ্য রীতিনীতিগুলো:- ছন্দ, মাত্রা, অক্ষর, তাল, লয়, উচ্চারণ, কণ্ঠস্বরের উঠানামা, আঞ্চলিকতা, সাবলীলতা, উপস্থাপন ইত্যাদি।

ছন্দঃ বাংলা গদ্যের ছন্দ হলো গদ্যের মধ্যে শাব্দিক সুর বা প্রবাহ, যা শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণ, শব্দের আওয়াজ এবং বাক্যের নির্মাণে এক ধরনের সুষমতা ও সঙ্গতি সৃষ্টি করে। এটি কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম বা পরিষ্কার মাত্রাবদ্ধ রীতি নয়, তবে গদ্যে প্রাকৃতিকভাবে যে সুরময়তা বা মনোরম প্রবাহ থাকে, তা গদ্যের ছন্দ হিসেবে পরিচিত। প্রখ্যাত ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে, 'ছন্দ হলো যেভাবে পদবিন্যাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয় এবং মনে রসের সঞ্চার হয়, তাহাকে ছন্দ বলে।' ছন্দের কিছু উপাদান রয়েছে। যেমন- অক্ষর, মাত্রা, যতি, ছেদ,পর্ব, চরণ, স্তবক ইত্যাদি। তবে এগুলোর মধ্যে অক্ষর বা মাত্রা হচ্ছে ছন্দের মূল উপাদান।

বাংলা কবিতার ছন্দ প্রধানত তিন প্রকার। ১. স্বরবৃত্ত; ২. মাত্রাবৃত্ত; ৩. অক্ষরবৃত্ত। ছন্দ সম্পর্কে জানার আগে অক্ষর, যতি, মাত্রা, পর্ব ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা আবশ্যক।

অক্ষরঃ সাধারণত অক্ষর বলতে বর্ণকে বুঝালেও, বাংলা ব্যাকরণে বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে বা এক ঝোঁকে যে অংশটুকু উচ্চারিত হয়, তাকে অক্ষর বা দল বলে। যা ইংরেজিতে Syllable । যেমন- কলম, শর্বরী, কুঞ্জ। এখানে 'কলম' তিনটি বর্ণে লিখলেও উচ্চারণে করতে গিয়ে 'ক' ও 'লম্' এই দুই ভাগে আমরা উচ্চারণ করছি। অর্থাৎ 'কলম' শব্দটিতে দু'টি অক্ষর। উল্লেখ্য যে, 'ক' ধ্বনি উচ্চারণে বাগযন্ত্রের কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না তাই এধরনের অক্ষরকে বলে 'মুক্তাক্ষর'। অপরদিকে 'লম' ধ্বনিটি উচ্চারণে বাগযন্ত্র কোথাও না কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বলে এ প্রকার অক্ষরকে বলে 'বদ্ধাক্ষর'।

মাত্রাঃ একটি অক্ষর উচ্চারণে যে সময় প্রয়োজন হয়, তাকে মাত্রা বলে। আপাতদৃষ্টিতে অক্ষর ও মাত্রা একই মনে হলেও এদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। মূলত, এই মাত্রার ভিন্নতাই বাংলা ছন্দগুলোর ভিত্তি। বাংলা ছন্দে মুক্তাক্ষর সব সময় এক মাত্রায় গণনা করা হলেও, বদ্ধাক্ষর কখনো এক মাত্রা আবার কখনো দুই মাত্রায় গণনা করা হয়।

যতিঃ কোনো বাক্য পড়ার সময় শ্বাসগ্রহণের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর যে উচ্চারণ বিরতি নেওয়া হয়, তাকে ছন্দ-যতি বা শ্বাস-যতি বলে। যতি মূলত দুই প্রকার-হ্রস্ব যতি ও দীর্ঘ যতি। অল্পক্ষণ বিরতির জন্য সাধারণত বাক্য বা পদের মাঝখানে হ্রস্ব যতি দেওয়া হয়। আর বেশিক্ষণ বিরতির জন্য সাধারণত বাক্য বা পদের শেষে দীর্ঘ যতি ব্যবহৃত হয়।

পর্বঃ বাক্য বা পদের এক হ্রস্ব যতি হতে আরেক হ্রস্ব যতি পর্যন্ত অংশকে পর্ব বলা হয়। যেমন-

একলা ছিলেম । কুয়োর ধারে । নিমের ছায়া । তলে ।।

কলস নিয়ে । সবাই তখন । পাড়ায় গেছে । চলে ।। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(।-হ্রস্ব যতি ও ।।- দীর্ঘ যতি)

এখানে একলা ছিলেম, কুয়োর ধারে, নিমের ছায়া, তলে- প্রতিটিই একেকটি পর্ব। তবে প্রথম তিনটি পর্ব এক রকম হলেও শেষের পর্বটি একটু ভিন্ন; যেন আগেরগুলো অর্ধেক। তাই শেষ পর্বটিকে অপূর্ণ পর্ব ও বাকি তিনটি পূর্ণ পর্ব। এখানে প্রতিটি পূর্ণ পর্বই ৪ মাত্রার ও অপূর্ণ পর্ব ২ মাত্রার।

শ্বাসাঘাতঃ প্রায়ই বাংলা কবিতা পাঠ করার সময় পর্বের প্রথম অক্ষরের উপর একটা আলাদা জোর দিয়ে পড়তে হয়। এই অতিরিক্ত জোর দিয়ে পাঠ করা বা আবৃত্তি করাকেই বলা হয় শ্বাসাঘাত বা প্রস্বর। যেমন-

আমরা আছি । হাজার বছর । ঘুমের ঘোরের । গাঁয়ে ।।

আমরা ভেসে । বেড়াই স্রোতের । শেওলা ঘেরা । নায়ে । । (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এখানে প্রতিটি পর্বের প্রথম অক্ষরই একটু ঝোঁক দিয়ে, জোর দিয়ে পড়তে হয়। এই অতিরিক্ত ঝোঁক বা জোরকেই শ্বাসাঘাত বলে।

সহায়ক তথ্য: ১৮	ছড়া ও কবিতা শিখন-শেখানো কৌশল

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানো কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানো কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।

অংশ-ক	ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানো কৌশল

ছড়া ও কবিতা শিখন-শেখানো কৌশল

ছড়া	কবিতা
▪ ছড়া-সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা/ঘটনা আছে কিনা তা জানতে চাওয়া ▪ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করা ▪ ছবি বিশ্লেষণ ▪ ছড়াটি কয়েকবার আবৃত্তি করা ▪ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে আবৃত্তি করানো: সমবেতভাবে, দলে, জোড়ায় ও এককভাবে ছড়াটি আবৃত্তির অনুশীলন করানো ▪ ছন্দ মিলিয়ে শব্দ বলতে দেওয়া ▪ ছড়া-সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করা ▪ শিক্ষার্থীদের জানা ছড়া বলতে উৎসাহ প্রদান করা ▪ ইচ্ছেমতো ছবি আঁকার অনুশীলন।	▪ অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রশ্ন করা ▪ ছবি বিশ্লেষণ ▪ কবিতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বলা ▪ আবৃত্তি করা, আবৃত্তিকালে শব্দের উচ্চারণ অনুশীলন, অর্থ বলে দেওয়া ▪ আবৃত্তির অনুশীলন করানো ▪ পাঠের শব্দ ধরে কবিতা পড়তে সহায়তা করা ▪ কবিতা-সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভিত্তিক ভাষিক কাজের অনুশীলন করানো

সহায়ক তথ্য: ১৯	গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল অনুসারে পাঠ অনুশীলন করতে পারবেন।

অংশ-ক	গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল

পাঠপরিচালনার একটি সাধারণ কাঠামো: নমুনা

পর্যায়	শিখন-শেখানো ধাপ/কাজ
প্রথম পর্যায়	প্রাসঙ্গিক আলোচনা/প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা/পাঠের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ ব্যবহার করা; ছবি বিশ্লেষণ, পাঠ ঘোষণা ইত্যাদি।
দ্বিতীয় পর্যায়	পাঠ পঠন ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন ও শিক্ষার্থীদের পাঠে সম্পৃক্ত করা।
তৃতীয় পর্যায়	শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করা, সংশ্লিষ্ট ভাষিক কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করানো, চলমান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঠের শুরু থেকে শিখন অবস্থা যাচাই করা।

১. গল্প ও প্রবন্ধ শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার কৌশল

পড়ার আগে

- পূর্বজ্ঞান যাচাই করা
- প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা
- ছবি বিশ্লেষণ করানো
- পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লেখা।

পড়ার সময়

- প্রমিত উচ্চারণে পাঠটি ২/৩ বার সরবে পড়া ও শব্দে আঙুল নির্দেশ করে পড়া অনুসরণ করতে বলা
- সংশ্লিষ্ট নতুন শব্দ/যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ করে দেখানো। নির্ধারিত অংশের সহজ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা
- প্রশ্ন করার মাধ্যমে পড়ার কাজ করানো। যেমন, পাঠের সঙ্গে মিল রেখে/পাঠের সূত্র ধরে প্রয়োজনে প্রশ্ন করতে পারেন- এরপর কী হবে? এ অবস্থায় তুমি হলে কী করতে? পাঠ্যাংশে প্রতিটি ধাপে যাচাই করে করে সামনে এগিয়ে যেতে ও পাঠের সঙ্গে মিল রেখে উচ্চতর চিন্তা করার উপযোগী প্রশ্ন (বিশ্লেষণাত্মক, সংশ্লেষণাত্মক ও প্রায়োগিক প্রশ্ন) করা যেতে পারে। যেমন- কেন এটা/এসব হলো? বা কীভাবে হলো?

- শিক্ষার্থীদের পড়ার অনুশীলন করানো।

পড়ার পরে

- শিক্ষক ভাষিক কাজ নির্ভর শিখন-অনুশীলনী চর্চা করানো ও পাঠের সার-সংক্ষেপ করা বা করতে বলা।

২. কথোপকথনধর্মী পাঠের শিখন-শেখানো কৌশল

পড়ার আগে

- পূর্বজ্ঞান যাচাই করা
- প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা
- ছবি বিশ্লেষণ করানো
- পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেওয়া।

পড়ার সময়

- প্রমিত উচ্চারণে স্বরভঙ্গির ওঠানামা বজায় রেখে পড়ে শোনোনো
- শব্দে আঙুল নির্দেশ করে পড়া অনুসরণ করানো
- পাঠের বিষয়বস্তু বোঝার জন্য ২/৩ বার পড়া
- পাঠসংশ্লিষ্ট নতুন শব্দ/যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ করানো এবং পাঠের অংশের সহজ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা
- প্রশ্ন করার মাধ্যমে গল্প পড়ার কাজ করানো
- প্রাসঙ্গিক কথোপকথন প্রেক্ষাপট তৈরি করা
- শিক্ষার্থীর পড়ার অনুশীলন করানো
- চরিত্র অনুযায়ী অনুশীলনদল গঠন করা এবং চরিত্র বন্টন করা। প্রত্যেককে চরিত্র অনুযায়ী নির্ধারিত অংশটুকু পড়তে বলা। চরিত্র অনুযায়ী নির্ধারিত শিক্ষার্থীদের নিয়ে কথোপকথন উপস্থাপন করতে বলা।

পড়ার পরে

- শিক্ষক ভাষিক কাজ (শব্দার্থ, বাক্যে প্রয়োগ, যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ, বিপরীত শব্দ, শূন্যস্থান পূরণ, মিলকরণ, এককথায় প্রকাশ, প্রশ্নোত্তর অনুশীলন ইত্যাদি) শিখন-অনুশীলনী চর্চা করানো।
- পাঠের সার-সংক্ষেপ করা বা করতে সহায়তা করা।

অংশ-খ	গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল অনুসরণ করে পাঠ অনুশীলন

পাঠ প্রদর্শন পর্যবেক্ষণ ছক

ছক পূরণের নির্দেশাবলি

- প্রথমে উপস্থাপিত পাঠ-সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি (পাঠের শিখনফল, উপকরণ, পদ্ধতি, সামগ্রিক পাঠপরিকল্পনা ইত্যাদি) সম্পর্কে পর্যবেক্ষক শিক্ষকগণের নিকট থেকে জেনে নিবেন।
- উপস্থাপনকারী শিক্ষক নির্দিষ্ট পাঠ কীভাবে পরিচালনা করছেন তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পর্যবেক্ষিত পাঠের বিভিন্ন দিক ছকের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করবেন।
- পাঠের ধরন (গদ্য, প্রবন্ধ ও কথোপকথন) অনুযায়ী উপস্থাপিত পাঠের পাঠদান কৌশল নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে পাঠ সম্পর্কিত দিকসমূহ সম্পর্কে নোট নিবেন।
- নির্ধারিত পাঠ পরিচালনার জন্য কোনো প্রশ্ন থাকলে তা নির্ধারিত স্থানে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

পর্যবেক্ষকের নাম:		উপস্থাপনকারী শিক্ষকের নাম:
পাঠ উপস্থাপন শুরু:		পাঠ উপস্থাপন শেষ:
পাঠ উপস্থাপনের পর্যায়/ধাপ/কৌশল	সবল দিক	উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্র

সার্বিক মন্তব্য:

পর্যবেক্ষণের তারিখ:

সহায়ক তথ্য: ২০	গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল অনুশীলন

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

১. গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।

অংশ-ক	গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল উপস্থাপন করা

পাঠ পরিচালনার একটি সাধারণ কাঠামো: নমুনা

পর্যায়	শিখন-শেখানো ধাপ/কাজ
প্রথম পর্যায়	প্রাসঙ্গিক আলোচনা/প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা/পাঠের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ ব্যবহার করা; ছবি বিশ্লেষণ, পাঠ ঘোষণা ইত্যাদি।
দ্বিতীয় পর্যায়	পাঠ পঠন ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন ও শিক্ষার্থীদের পাঠে সম্পৃক্ত করা।
তৃতীয় পর্যায়	শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করা, সংশ্লিষ্ট ভাষিক কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করানো, চলমান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঠের শুরু থেকে শিখন অবস্থা যাচাই করা।

পাঠ প্রদর্শন পর্যবেক্ষণ ছক

ছক পূরণের নির্দেশাবলি

- প্রথমে উপস্থাপিত পাঠ-সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি (পাঠের শিখনফল, উপকরণ, পদ্ধতি, সামগ্রিক পাঠপরিকল্পনা ইত্যাদি) সম্পর্কে পর্যবেক্ষক শিক্ষকগণের নিকট থেকে জেনে নিবেন।
- উপস্থাপনকারী শিক্ষক নির্দিষ্ট পাঠ কীভাবে পরিচালনা করছেন তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পর্যবেক্ষিত পাঠের বিভিন্ন দিক ছকের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করবেন।
- পাঠের ধরন (গদ্য, প্রবন্ধ ও কথোপকথন) অনুযায়ী উপস্থাপিত পাঠের পাঠদান কৌশল নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে পাঠ সম্পর্কিত দিকসমূহ সম্পর্কে নোট নিবেন।
- নির্ধারিত পাঠ পরিচালনার জন্য কোনো প্রশ্ন থাকলে তা নির্ধারিত স্থানে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

পর্যবেক্ষকের নাম:		উপস্থাপনকারী শিক্ষকের নাম:
পাঠ উপস্থাপন শুরু:		পাঠ উপস্থাপন শেষ:
পাঠ উপস্থাপনের পর্যায়/ধাপ/কৌশল	সবল দিক	উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্র

সার্বিক মন্তব্য:

পর্যবেক্ষণের তারিখ:

সহায়ক তথ্য: ২১	লেখা শেখা ও লিখন অনুশীলন

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রাক-লিখনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. লেখা শেখার ধাপগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. লেখা শেখানোর কৌশলগুলো অনুশীলন করতে পারবেন।

অংশ-ক	লেখা শেখার ধাপ

লেখা শেখার পর্যায়

ক. বর্ণ লেখা

খ. শব্দ লেখা

গ. বাক্য লেখা

ঘ. অনুচ্ছেদ লেখা

লেখা শেখার প্রতিটি পর্যায়ে করণীয়

ক্রমিক	লেখার শেখার পর্যায়	শিক্ষক কী শেখাবেন	কীভাবে শিখন যাচাই করবেন
১	বর্ণ লেখা	আকার, প্রবাহ, মাত্রা ঠিক রেখে বর্ণ লিখতে দেওয়া	শ্রুতলিপি (বর্ণ), আগের বা পরের বর্ণ লিখতে দিয়ে
২	শব্দ লেখা	শব্দ-মধ্যস্থিত সকল বর্ণের সমশির, সমপদ, দূরত্ব ঠিক রেখে শব্দ লিখতে দেওয়া	শ্রুতলিপি (শব্দ), ছবি দেখে শব্দ লিখতে দিয়ে
৩	বাক্য লেখা	বাক্য-মধ্যস্থিত সকল শব্দে দূরত্ব ঠিক রেখে এবং সঠিক যতিচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে দেওয়া	শ্রুতলিপি (বাক্য), ছবি দেখে বাক্য লেখা, শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে দিয়ে
৪	অনুচ্ছেদ লেখা	ছবি দেখে বা নির্ধারিত বিষয়ের ওপর অনুচ্ছেদ লিখতে দেওয়া	ছবি দেখে বা নির্ধারিত বিষয়ের ওপর অনুচ্ছেদ লিখতে দিয়ে

অংশ-খ	লেখা শেখানোর কৌশল অনুশীলন

লেখা দক্ষতা অনুশীলন কৌশল

১. নিয়ন্ত্রিত লেখা: নিয়ন্ত্রিত লিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ লেখাটি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যেমন–একটি শব্দ বা বাক্য লিখতে দিয়ে তা অনুশীলন করানো, কতগুলো নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করতে দেওয়া, কতগুলো সুনির্দিষ্ট তথ্য জানার জন্য কতগুলো প্রশ্নোত্তর লিখতে দেওয়া, এলোমেলো শব্দ/বাক্য সাজিয়ে লিখতে দেওয়া, হাতের লেখা ইত্যাদি। এটা বর্ণের গঠন, শব্দ ও বাক্যের কাঠামো ও বানানের শুদ্ধতা আনয়নে সহায়তা করে।

শিক্ষকের করণীয়: শিক্ষার্থীদের বর্ণ শেখা হলে তারা শব্দ ও সহজ বাক্য লিখতে শেখে। প্রথম দিকে নিয়ন্ত্রিত অনুশীলনের জন্য প্রতিলিপিকরণ (দেখে দেখে লেখা বা অনুকরণ করে লেখা) একটি ভালো কৌশল। কেননা শিশুরা অনুকরণপ্রবণ। শ্রুতিলিপিও একটি কৌশল তবে এক্ষেত্রে সঠিক উচ্চারণের ওপর দৃষ্টি রাখতে হবে এবং শব্দ লিখতে গিয়ে শব্দের মাঝখানে ফাঁক দিচ্ছে কিনা তা দেখতে হবে।

২. নির্দেশিত লেখা: এরূপ লিখনে শিক্ষার্থীকে কিছু সূত্র দিয়ে দেওয়া হয়, যেন সূত্র ধরে কিছু লিখতে পারে। যেমন–বাক্য সম্পূর্ণ করা, ছবি দেখে বর্ণনা করা, নির্দিষ্ট বাক্য কাঠামো ব্যবহার করে অনেকগুলো বাক্য তৈরি করা, কোনো প্রশ্ন ঘুরিয়ে করা ইত্যাদি। এরূপ লিখনের সাহায্যে সাধারণত কিছু তথ্য সরবরাহ করা হয়। কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয় বিধায় এরূপ লিখনকে নির্দেশিত লিখন বলে।

শিক্ষকের করণীয়: শব্দজট থেকে শব্দ তৈরির ক্ষেত্রে বর্ণগুলোকে এলোমেলো করে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের সেটিকে সাজিয়ে লিখতে বলতে হবে। শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের বর্ণ বা শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে দিতে পারেন। একইভাবে বাক্যস্থিত শব্দের স্থান ফাঁকা রেখে বাক্য সম্পূর্ণ করতে দেওয়া যায়। আবার বাক্যস্থিত শব্দগুলোকে এলোমেলো করে উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে সাজিয়ে বাক্য তৈরি করতে বলা যায়।

৩. মুক্ত লেখা- কোনো একটি বিষয় বা বস্তুর ওপর শিক্ষার্থী নিজের মতো করে মনের ভাব গুছিয়ে লিখবে। শিক্ষক শুধু লেখার সূত্র ধরিয়ে দেবেন (কোনো বিষয়ের ওপর লেখা)। এতে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীলতা বিকাশ লাভ করে। অনুচ্ছেদ লিখন, চিঠি লিখন, গল্প লিখন, রচনা লিখন, কোনো কিছুর বর্ণনা, ব্যাখ্যাকরণ, তুলনাকরণ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি এরূপ লেখার উদাহরণ।

শিক্ষকের করণীয়: বাংলা পাঠ্যপুস্তকের কোনো জায়গা থেকে একটি ছবি দেখিয়ে ছবিতে কী প্রকাশ করছে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শব্দ বা বাক্য লিখতে বলা যায়। ফ্লো-চার্ট ব্যবহার করে ধারাবাহিক ঘটনা সম্পর্কে শিশুদের অভিজ্ঞতা লিখে প্রকাশ করতে দেওয়া যায়। সুসংগঠিত লিখনে সহায়তা করার জন্য শিক্ষককে কতিপয় কৌশল অবলম্বন করতে হয় যেমন- কোনো বিষয়ের মূল শব্দ লেখা, শব্দগুলোর পর্যায়ক্রম ঠিক করা, খসড়া অনুচ্ছেদ লিখতে বলা, লেখার ওপর ফলাবর্তন দেওয়া (বানান, ভাষা, ধারণা, তথ্য ইত্যাদি); পুনরায় লেখা। শিশুর লেখার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ধারাবাহিক অনুশীলন প্রয়োজন।

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে লেখার কাজের ধরন

• বর্ণ লেখা • দাগ টেনে ছবি শব্দ মেলানো • ছবি দেখে শব্দ লেখা • কারচিহ্ন লেখা • শূন্যস্থান পূরণ (শব্দ তৈরি) • শব্দজট • শূন্যস্থান পূরণ (বাক্য তৈরি) • যুক্তবর্ণ লেখা • যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা • শ্রুতলিপি (শব্দ) • শ্রুতলিপি (বাক্য)	• ছবি দেখে বাক্য লেখা (১-৩) • ধারাবাহিক ছবি দেখে বাক্য লেখা • শব্দ দিয়ে বাক্য লেখা • বাক্যাংশ মিলিয়ে লেখা • শূন্যস্থান পূরণ (অনুচ্ছেদ) • বিরামচিহ্ন বসিয়ে লেখা • প্রশ্নোত্তর লেখা • ছকের কাজ/ছক পূরণ • ছড়া/কবিতা লেখা • বাক্য লেখা (বিষয়ভিত্তিক) • অনুচ্ছেদ লেখা (বিষয়ভিত্তিক) • রচনা লেখা (একাধিক অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট)

সহায়ক তথ্য: ২২	সৃজনশীল লেখা ও অনুচ্ছেদ লেখা

শিখনফল:

অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. সৃজনশীল লেখার নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. অনুচ্ছেদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারবেন;

গ. অনুচ্ছেদ লেখা শেখানোর কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।

অংশ-ক	সৃজনশীল লেখার নিয়ম

সৃজনশীল লেখা

'সৃজনশীল লেখা' হলো কারো সহায়তা ছাড়াই একজন শিক্ষার্থীর চিন্তাভাবনার লিখিত রূপ, শিক্ষার্থী যা তার জানা আর কল্পনা থেকে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করে। এই মনোময় প্রকাশের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী সৃজনশীল হয়ে ওঠে। এভাবে শিক্ষার্থী চিন্তা ও চিত্ত প্রকাশে ধীরে ধীরে স্বনির্ভর লেখক হয়ে ওঠে। শ্রেণি শিখনে সৃজনশীল লেখনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করে তোলার কৌশল শিক্ষককে জানতে হবে।

সৃজনশীল লেখার নিয়ম

- সৃজনশীল লেখা হলো কারো সহায়তা ছাড়াই লেখা
- এখানে নিজস্ব চিন্তার প্রকাশ ঘটাতে হয়
- বাক্যবিন্যাসেও থাকে নিজস্ব চিন্তার ফসল
- নিজের কল্পনাশক্তির সুষ্ঠু প্রতিফলন ঘটাতে হয়
- কোনো কিছুকে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রকাশ করতে হয়
- সৃজনশীল লেখার জন্য নিজের অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি প্রয়োজন
- প্রচুর পঠন অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন
- লেখার প্রতিটি স্তরে থাকবে নিজের প্রতিফলন।

অংশ-খ	অনুচ্ছেদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ হলো একটি মাত্র ভাবসূত্রে (topic) কতগুলো সুসংবদ্ধ বাক্যের সমষ্টি। Wren & Martin – এর মতে, 'A paragraph is a number of sentences grouped together and relating to one topic or a group of related sentences grouped together and to one topic; or a group of related

sentences that develops a single point.` সুতরাং অনুচ্ছেদেও দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য - একটি মাত্র ভাব বা বিষয় এবং একটি স্বাভাবিক অনুক্রম ও যথাযথ ধারাবাহিকতা।

অনুচ্ছেদের বৈশিষ্ট্য

বিষয়বস্তু অনুসারে অনুচ্ছেদ তিন ধরনের হতে পারে, যেমন- বর্ণনামূলক (Descriptive), ঘটনামূলক (Narrative), ও চিন্তামূলক (Reflective), অন্যদিকে লেখা শেখানোর কৌশলের দিক বিবেচনা করলে আমরা ভিন্ন ধরনের অনুচ্ছেদের বৈশিষ্ট্য পাই।

প্রথমত, শূন্যস্থান পূরণ প্রক্রিয়ায় অনুচ্ছেদ লেখা। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক প্রথমে পশু, পাখি বা অন্য কোনো বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারেন - যা শুধু শিক্ষকই জানবেন। এরপর সেই অনুচ্ছেদ থেকে কিছু বিশেষ শব্দ তুলে নিয়ে ঐ জায়গা ফাঁকা করে দেবেন। এবার শিক্ষক শূন্যস্থানযুক্ত অনুচ্ছেদ শিশুদের নিকট সরবরাহ করবেন এবং ঐ ফাঁকা স্থানে প্রকৃত/উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে সহায়তা করবেন।

দ্বিতীয়ত, কোনো ব্যক্তি বা বিষয় সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখা। যেমন-

> আমার নাম সুমি। আমার বয়স আট বছর। আমি কলতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। আমার বাবার নাম আব্দুল গফুর। মায়ের নাম আমেনা বেগম। আমার বাবা ব্যবসা করেন। আমার কোনো ভাই-বোন নেই।

এবার শিক্ষক শিশুদের নিজের জন্য প্রযোজ্য বয়স, নাম ইত্যাদি শব্দ বসিয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। এধরনের লিখনকে সমান্তরাল অনুচ্ছেদ লিখনও বলা হয়।

তৃতীয়ত, কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে শিশুর নিকট থেকে শিক্ষক কিছু ইঙ্গিতময় শব্দ (clue word) শনাক্ত করিয়ে নেন। শিক্ষক শিশুদের শব্দের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অনুচ্ছেদ লিখতে সহায়তা করেন। যেমন- 'বিড়াল' সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখার জন্য 'ভূমিকা', 'রং', 'খাদ্য', 'উপকারিতা' ইত্যাদি এধরনের শব্দগুলো নির্বাচন করে দেন।

অংশ-গ	**অনুচ্ছেদ লেখা শেখানোর কৌশল প্রয়োগ করা**

অনুচ্ছেদ লেখা শেখানোর কৌশল

শিশুদের অনুচ্ছেদ লিখনে সহায়তা করার জন্য শিক্ষককে কতিপয় কৌশল অবলম্বন করতে হয়। যেমন –

- বোর্ডে কোনো বিষয়ের মূল শব্দ লেখা
- বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত শব্দগুলো কী হতে পারে তা শিশুদের সাথে আলোচনা করে নির্ধারণ করা
- বোর্ডে শব্দগুলো লেখা
- শব্দগুলোর পর্যায়ক্রম ঠিক করা
- প্রয়োজনে কতিপয় শব্দ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া

- খসড়া অনুচ্ছেদ লিখতে বলা
- প্রত্যেকের লেখার উপর ফলাবর্তন দেওয়া (বানান, ভাষা, ধারণা, তথ্য ইত্যাদি)
- পুনরায় লিখতে বলা
- নিরীক্ষণ করা ও মন্তব্য প্রদান।

মনে রাখা আবশ্যক- এধরনের কাজে শিশুর জন্য প্রয়োজন সহায়তা প্রদান ও অনুশীলন। তাই দলগতভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি।

অনুচ্ছেদ লেখার কতিপয় নিয়ম

- একটি প্যারায় লিখতে হবে
- তথ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে
- একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি করা যাবে না
- ১০/১২টির বেশি বাক্য না লেখাই বাঞ্ছনীয়।

সহায়ক তথ্য: ২৩	বাংলা বানানের নিয়ম ও বিরামচিহ্নের ব্যবহার

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. বিরামচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার করতে পারবেন।

অংশ-ক	প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

বাংলা বানানে আমাদের মধ্যে চরম উদাসীনতা লক্ষ করা যায়। কাঠিন্যের দোহাই দিয়ে বিশৃঙ্খলা দিন দিন মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। উনিশ শতকে বাংলা বানানে শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা শুরু হলেও আজও কাঙ্ক্ষিত সুফল আসেনি।

লেখার সময় কয়েকটি বিষয়ের ওপর অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। লেখার সময় বানান ভুল হলে যথাযথ ভাব প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এমনকি শব্দগত ভুলের কারণে বাক্যের অর্থেরও বিভ্রাট ঘটতে পারে। খাতায় কিংবা বোর্ডে লেখার সময় বানানের প্রতি যত্নবান হতে হয়। লেখা দেখতে সুন্দর ও শুদ্ধ বানান হলে পড়ার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। হাতের লেখা অস্পষ্ট ও বানান ভুল হলে সে লেখা পড়া দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। পড়ার প্রতি অনাগ্রহ তৈরি হয়। অন্যদিকে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশের জন্য সঠিকভাবে বিরামচিহ্নের ব্যবহার হওয়া আবশ্যক। বিরতি দেওয়ার জন্য কিংবা উচ্ছ্বাস, বিষাদ, জিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রকাশের জন্য বাংলা ভাষার নির্ধারিত বিরামচিহ্নের ব্যবহাররীতি প্রয়োগ আবশ্যক।

প্রমিত বাংলা বানানের গুরুত্ব

'বানান' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'বর্ণন' শব্দ থেকে। ভাষার লিখনপ্রণালি ও প্রকাশরীতির শুদ্ধতার জন্য প্রতিটি ভাষার নিজস্ব বানানরীতি থাকা প্রয়োজন। বাংলা বানানের প্রমিতরীতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় একই শব্দের বানান করতে গিয়ে একেকজন একেক রকম বর্ণ ব্যবহার করে থাকেন। এতে ভাষার গাম্ভীর্য, সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। যা একটি ভাষার জন্য কখনোই ভালো নয়। এজন্য আমাদের সকলেরই প্রমিত বাংলা বানান সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা এবং শুদ্ধ ভাষা চর্চা করা প্রয়োজন।

প্রমিত বাংলা বানানের উল্লেখযোগ্য নিয়ম

০১. যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার-কার চিহ্ন ই-কার উ-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন: কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধমনি, পঞ্জি, ধূলি, পদবি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, লহরি, সরণি, সূচিপত্র, উর্ণা, উষা।

০২. রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: অর্চনা, অর্জন, অর্থ, অর্ধ, কর্দম, কর্তন, কর্ম, কার্য, গর্জন, মূর্ছা, কার্তিক, বার্ধক্য, বার্তা, সূর্য।

০৩. সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন: অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন। তবে অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, গঙ্গা, বঙ্গ, লঙ্ঘন, সঙ্গ, সঙ্গী প্রভৃতি সন্ধিবদ্ধ নয় বলে ঙ স্থানে ং হবে না।

০৪. সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের-কার চিহ্ন ি এবং ু ব্যবহৃত হবে। এমনকি স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

যেমন: গাড়ি, চুরি, দাড়ি, বাড়ি, ভারি (অত্যন্ত অর্থে), জার্মানি, ইরানি, হিন্দি, সিন্ধি, ফিরিঙ্গি, সিঙ্গি, ছুরি, টুপি, সরকারি, মাস্টারি, মালি, পাগলামি, পাগলি, দিঘি, দাদি, বিবি, মামি, চাচি, মাসি, পিসি, দিদি, বুড়ি, উনিশ, উনচল্লিশ ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে– আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন : খেয়ালি, বর্ণালি, মিতালি, সোনালি, হেঁয়ালি।

তবে কোনো কোনো স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার দেওয়া যেতে পারে। যেমন: রানী, পরী, গাভী। সর্বনাম পদরূপে এবং বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন: কী করছ? কী পড়ো? কী যে করি! কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে। কী আনন্দ! কী দুরাশা! অন্য ক্ষেত্রে অব্যয় পদরূপে ই-কার দিয়ে কি শব্দটি লেখা হবে।

যেমন: তুমিও কি যাবে? সে কি এসেছিল? কি বাংলা কি ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী। পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন: ছেলেটি, লোকটি, বইটি।

০৫. তৎসম শব্দের বানানে ণ, ন-য়ের নিয়ম ও শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে। এ ছাড়া তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র কোনো শব্দের বানানে ণত্ব-বিধি মানা হবে না অর্থাৎ ণ ব্যবহার হবে না। যেমন : অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, সোনা, হর্ন। তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে যুক্ত নাসিক্য বর্ণ ণ হয়, যেমন : কণ্টক, লুণ্ঠন, প্রচণ্ড। কিন্তু তৎসম ছাড়া অন্য সকল শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-য়ের আগেও কেবল ন হবে।

০৬. তৎসম শব্দে শ, ষ, স-য়ের নিয়ম মানতে হবে। এ-ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃতের ষত্ব-বিধি প্রযোজ্য হবে না। বিদেশি মূল শব্দে শ, স-য়ের যে ধ্বনি রয়েছে বাংলা বানানে তাই ব্যবহার করতে হবে। যেমন : সাল (=বৎসর), সন, হিসাব, শহর, শরবত, শামিয়ানা, শখ, শৌখিন, মসলা, জিনিস, আপস, সাদা, পোশাক, বেহেশ্‌ত, নাশতা, কিশমিশ, শরম, শয়তান, শার্ট, স্মার্ট। তবে পুলিশ শব্দটি ব্যতিক্রমরূপে শ দিয়ে লেখা হবে। তৎসম শব্দে ট, ঠ বর্ণের পূর্বে ষ হয়। যেমন : বৃষ্টি, দুষ্ট, নিষ্ঠা, পৃষ্ঠা। কিন্তু বিদেশি শব্দে এই ক্ষেত্রে স হবে। যেমন : স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্টুডিয়ো, স্টেশন, স্টোর, স্ট্রিট।

০৭. ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি s বর্ণ বা ধ্বনির জন্য স এবং sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে।

০৮. বাংলায় এ বা এ-কার দ্বারা অবিকৃত এ এবং বিকৃত বা বাঁকা অ্যা এই উভয় উচ্চারণ বা ধ্বনি নিষ্পন্ন হয়। তৎসম বা সংস্কৃত ব্যাস, ব্যায়াম, ব্যাহত, ব্যাপ্ত, জ্যামিতি, ইত্যাদি শব্দের বানান অনুরূপভাবে লেখার নিয়ম রয়েছে। অনুরূপ তৎসম এবং বিদেশি শব্দ ছাড়া অন্য সকল বানানে অবিকৃত-বিকৃত নির্বিশেষে এ বা এ-কার হবে। যেমন : দেখে, দেখি, যেন, জেনো, কেন, কেনো (ক্রয় করো), গেল, গেলে, গেছে। বিদেশী শব্দ অবিকৃত উচ্চারণের ক্ষেত্রে এ বা এ-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : এন্ড (end), নেট, বেড, শেড। বিদেশী শব্দে বিকৃত বা বাঁকা উচ্চারণে অ্যা বা অ্যা-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : অ্যান্ড (and), অ্যাবসার্ড, অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাক, ম্যানেজার, হ্যাট। তবে কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশি শব্দ রয়েছে যার অ্যা-কারযুক্ত রূপ বহুল-পরিচিত। যেমন : ব্যাঙ, চ্যাঙ, ল্যাঙ, ল্যাঠা। এসব শব্দে অ্যা অপরিবর্তিত থাকবে।

০৯. বাংলা অ-কারের উচ্চারণ বহুক্ষেত্রে ও-কার হয়। এই উচ্চারণকে লিখিত রূপ দেওয়ার জন্য ক্রিয়াপদের বেশ কয়েকটি রূপের এবং কিছু বিশেষণ ও অব্যয় পদের শেষে, কখনো আদিতে অনেকে যথেচ্ছভাবে ও-কার ব্যবহার করছেন। যেমন : ছিলো, করলো, বলতো, কোরছ, হোলে, যেনো, কেনো (কীজন্য), ইত্যাদি ও-কারযুক্ত বানান লেখা হচ্ছে। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অনুরূপ ও-কার ব্যবহার করা হবে না। বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে এমন অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ এবং বিশেষণ ও অব্যয় পদ বা অন্য শব্দ যার শেষে ও-কার যুক্ত না করলে অর্থ অনুধাবনে ভ্রান্তি বা বিলম্ব ঘটতে পারে। যেমন : ধরো, চড়ো, বলো, বোলো, জেনো, কেনো (ক্রয় করো), করানো, খাওয়ানো, শেখানো, করাতো, মতো, ভালো, আলো, কালো, হলো।

১০. তৎসম শব্দে ং এবং ঙ যেখানে যেমন ব্যবহার্য ও ব্যাকরণসম্মত সেইভাবে ব্যবহার করতে হবে। তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দের বানানের ক্ষেত্রে ওই নিয়মের বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এই ক্ষেত্রে প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন : রং, সং, পালং, ঢং, রাং, গাং। তবে শব্দে অব্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরচিহ্ন থাকলে ঙ হবে। যেমন : বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের। বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দ-দুটি ং দিয়ে লিখতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে তাই করা হয়েছে।

১১. শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন : কার্যত, মূলত, প্রধানত, প্রয়াত, বস্তুত, ক্রমশ, প্রায়শ। পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে। তবে অভিধানসিদ্ধ হলে পদমধ্যস্থ বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন: দুস্থ, নিস্পৃহ।

১২. আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ও-কার যুক্ত করা হবে। যেমন: করানো, বলানো, খাওয়ানো, পাঠানো, নামানো, শোয়ানো।

১৩. বাংলায় বিদেশি শব্দের বানানে যুক্তবর্ণকে বিশ্লিষ্ট করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যুক্তবর্ণের সুবিধা হচ্ছে তা উচ্চারণের দ্বিধা দূর করে। তাই ব্যাপকভাবে বিদেশী শব্দের বানানে যুক্তবর্ণ বিশ্লিষ্ট করা অর্থাৎ ভেঙে দেওয়া উচিত নয়। শব্দের আদিতে তো অনুরূপ বিশ্লেষ সম্ভবই নয়। যেমন : স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিন্ট, স্প্রিং।

১৪. হস্-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন : কাত, মদ, চট, ফটফট, কলকল, ঝরঝর, তছনছ, জজ, টন, হুক, চেক, ডিশ, করলেন, বললেন, শখ, টাক, টক। তবে যদি ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : উহ্, যাহ্। যদি অর্থের বিভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে তাহলেও তুচ্ছ অনুজ্ঞায় হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : বল্, ।

১৫. ঊর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন: করল (=করিল), ধরত, বলে (=বলিয়া), হয়ে, দু জন, চার শ, চাল (চাউল), আল (=আইল)।

১৬. যুক্ত-ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যতদূর সম্ভব স্বচ্ছ করতে হবে অর্থাৎ পুরাতন রূপ বাদ দিয়ে এগুলির স্পষ্ট রূপ দিতে হবে। তার জন্য কতকগুলি স্বরচিহ্নকে বর্ণের নিচে বসাতে হবে। তবে ক্ষ, জ্ঞ, ঞ্জ, ষ্ণ, হ্ম, ভ্র, হ্ন–এইসব ক্ষেত্রে পরিচিত যুক্ত-রূপ অপরিবর্তিত থাকবে। কেননা তা বিশ্লিষ্ট করলে উচ্চারণ বিকৃতির আশঙ্কা থাকে।

১৭. সমাসবদ্ধ পদগুলো একসঙ্গে লিখতে হবে, মাঝখানে ফাঁক রাখা চলবে না। যেমন: সংবাদপত্র, অনাস্বাদিতপূর্ব, পূর্বপরিচিত, রবিবার, মঙ্গলবার, স্বভাবগতভাবে, লক্ষ্যভ্রষ্ট, বারবার, বিষাদমণ্ডিত, সমস্যাপূর্ণ, অদৃষ্টপূর্ব, দৃঢ়সঙ্কল্প, সংযতবাক, নেশাগ্রস্ত, পিতাপুত্র।

বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ পদটিকে একটি, কখনো একটির বেশি হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন মা-মেয়ে, মা-ছেলে, বেটা-বেটি, বাপ-বেটা, ভবিষ্য-তহবিল, সর্ব-অঙ্গ, বে-সামরিক, স্থল-জল-আকাশ-যুদ্ধ, কিছু-না-কিছু।

১৮. আধুনিক বাংলা বানানে শব্দ সংক্ষেপে ং (অনুস্বার) ও ঃ (বিসর্গ) বর্জনীয়। যেমন: নং, তাং, প্রাং, সাং, কোং, গং-এর পরিবর্তে পূর্ণরূপ নম্বর, তারিখ, প্রামাণিক, সাকিন, কোম্পানি, গয়রহ লেখা বাঞ্ছনীয়। একইভাবে শব্দ সংক্ষেপে ঃ (বিসর্গ)-এর পরিবর্তে বিন্দু (.)-এর ব্যবহার করতে হবে। যেমন: মোঃ, মোসাঃ, ডাঃ, ডঃ, সাঃ, অবঃ-এর পরিবর্তে মো., মোসা., ডা., ড., সা., অব. ব্যাকরণসিদ্ধ।

অংশ-খ	**বাংলা বিরামচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার**

বিরামচিহ্ন

কথা বলার সময় সব বাক্য একযোগে না বলে থেমে বলতে হয়। এতে উচ্ছ্বাস, আবেগ, বিষাদ ইত্যাদি প্রকাশ করতে বিরাম বা চিহ্নের প্রযোজন হয়। বাক্যে যথাযথ বিরামচিহ্ন না ব্যবহার করলে অর্থের অসঙ্গতি তৈরি হতে পারে। তাছাড়া শ্রোতাকে কথাগুলো বোঝার সময়ও দিতে হয়। লেখার বেলায়ও তেমনি পাঠককে বোঝাতে মাঝে মাঝে বিরতি দিতে হয়- কথা থামাতে, শ্বাস নেবার জন্য। বিরামচিহ্ন ব্যবহারের ফলে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট হয়। লিখিত বাক্যে অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে মানুষের আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি ব্যক্ত করার জন্য যে চিহ্নসমূহ ব্যবহার করা হয় তাই বিরামচিহ্ন।

নিচে বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার বিরামচিহ্নের নাম, আকৃতি নির্দেশ করা হলো:

বাংলা ভাষায় ২০টির মতো যতিচিহ্ন রয়েছে। এদের মধ্যে বাক্যের আগে পরে ব্যবহার্য ৬টি, বাক্যশেষে ব্যবহার্য যতিচিহ্ন ৪টি এবং বাক্যের ভিতরে ব্যবহার্য ১০টি।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যতিচিহ্নসমূহ

যতিচিহ্নের নাম	আকৃতি	বিরতিকাল
কমা বা পাদচ্ছেদ	,	১ (এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন।
সেমিকোলন	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়।
দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ	।	এক সেকেন্ড।
প্রশ্নবোধক চিহ্ন	?	এক সেকেন্ড।
বিস্ময় ও সম্বোধন চিহ্ন	!	এক সেকেন্ড।
কোলন	:	এক সেকেন্ড।
ড্যাশ	–	এক সেকেন্ড।
কোলন ড্যাশ	:-	এক সেকেন্ড।
হাইফেন	-	থামার প্রয়োাজন নেই।
ইলেক বা লোপ চিহ্ন	’	থামার প্রয়োজন নেই।
একক উদ্ধৃতি চিহ্ন	' '	'এক' উচ্চারণে যে সময় লাগে।
যুগল উদ্ধৃতি চিহ্ন	“ ”	'এক' উচ্চারণে যে সময় লাগে।
ব্র্যাকেট (বন্ধনি চিহ্ন)	(), { }, [ ]	থামার প্রয়োজন নেই।
ধাতুদ্যোতক চিহ্ন	√	থামার প্রয়োজন নেই।
পরবর্তী রূপবোধক চিহ্ন	<	থামার প্রয়োজন নেই।
পূর্ববর্তী রূপবোধক চিহ্ন	>	থামার প্রয়োজন নেই।
সমান চিহ্ন	=	থামার প্রয়োজন নেই।
বর্জন চিহ্ন	...	থামার প্রয়োজন নেই।
সংক্ষেপণ চিহ্ন	.	থামার প্রয়োজন নেই।
বিকল্প চিহ্ন	/	থামার প্রয়োজন নেই।

সহায়ক তথ্য: ২৪	ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

ক. ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণের প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন;

খ. ভাষা শিখনে নমুনা সম্পূরক উপকরণ উন্নয়ন করতে পারবেন।

অংশ-ক	ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণের প্রয়োজনীয়তা

ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ

ভাষা শিখনে সাধারণত যেসব উপকরণ ব্যবহার করা হয় সেগুলো হচ্ছে- ছবি, চার্ট বা মডেল। এগুলো পাঠের উপস্থাপন, অনুশীলন ও মূল্যায়ন- এই তিন পর্যায়েই ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কিছু সম্পূরক উপকরণ রয়েছে যেমন- ভাষাখেলা ও সম্পূরক পঠন সামগ্রী।

কোনো পাঠের শিখনফলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এমন কিছু আনন্দদায়ক খেলাধর্মী কাজ যা পাঠ্যপুস্তকে নেই তাদেরকেই মূলত সম্পূরক কাজ বলা যায়। আর এই কাজগুলো সম্পাদনের জন্য শিক্ষককে যেসব সৃজনশীল উপকরণ ব্যবহার করতে হয় তাই সম্পূরক উপকরণ। এ উপকরণগুলো শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জনে অত্যন্ত সহায়ক। বিষয়বস্তুর ধরন অনুযায়ী এগুলো পাঠ উপস্থাপনের যেকোনো পর্যায়ে ব্যবহার করা যায়। ভাষাদক্ষতা অর্জনে এই উপকরণগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করে। নিচে সম্পূরক উপকরণের প্রয়োজনীয়তা দেওয়া হলো-

শিক্ষার্থীর-

- চাহিদা অনুযায়ী শিখনের সুযোগ সৃষ্টি করে
- শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে
- ব্যাকরণগত জ্ঞানের প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে
- চিন্তাশক্তি প্রসারিত করে
- মুখস্থ করার প্রবণতা হ্রাস করে
- সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করে
- সক্রিয়তা বৃদ্ধি করে
- আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়
- আনন্দায়ক শিখন নিশ্চিত করে
- সহযোগিতার মনোভাব বাড়িয়ে দেয়
- ভাষাদক্ষতার অর্জন মূল্যায়নে সহায়তা করে।

অংশ-খ	ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ উন্নয়ন

ক. ভাষা শিখনে কতিপয় সম্পূরক কাজের উদাহরণ

১। বর্ণ ও কারচিহ্ন যোগে শব্দ তৈরি করা।

পরিপ্রেক্ষিত: শিক্ষার্থীদের সকল স্বরবর্ণ ও **ক** থেকে **ঙ** পর্যন্ত বর্ণ শেখানো হয়েছে। বর্ণ ও কারচিহ্ন সহযোগে শব্দ তৈরির কাজ (বলা ও লেখা) করতে দিন।

উদাহরণ:

২। এলোমেলোভাবে সাজানো বর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি করা

হ ং সি – ☐☐☐

র দে শে – ☐☐☐

র বে ভো লা – ☐☐☐☐

ৎ কা র শ ল – ☐☐☐☐☐

মা আ শ র দে – ☐☐☐☐☐

৩। নির্দিষ্ট বর্ণ ও কারচিহ্ন ব্যবহারে বাক্য তৈরি করে লেখা ও পড়া

পরিপ্রেক্ষিত: শিখন-শেখানো কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সকল স্বরবর্ণ এবং **ক** থেকে **ঞ** পর্যন্ত বর্ণগুলো শনাক্ত করতে পারে এবং লিখতে পারে। পাশাপাশি শিক্ষক আ (া) কারচিহ্ন চিনিয়েছেন এবং বর্ণের সঙ্গে আ (া) কার-চিহ্নযুক্ত করে শিক্ষার্থীদের পড়তে পারার চর্চা করিয়েছেন। বর্ণিত শর্ত মেনে একটি পঠন উপকরণ তৈরি করুন।

৪। নির্দিষ্ট যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন শব্দ লেখা ও পড়া

পরিপ্রেক্ষিত: প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ে **সাত দিনের কথা** গল্পে নিচের পাঠটি পড়ানো হয়েছে।

সাত দিনে এক **সপ্তাহ**। দিনগুলোর সাতটি নাম। **ট্রেনের** সামনে বসে আছে রাফি। রাফির কাছে দিনগুলোর নাম শুনি।

রবিবার	সোমবার	**মঙ্গলবার**	বুধবার	**বৃহস্পতিবার**	**শুক্রবার**	শনিবার

সাত দিনে কত কাজ করি আমরা। কখনো পড়ি, কখনো খেলি। কোনোদিন একেবারে ছুটি।
রাফি সাত দিনে বিভিন্ন কাজ করে। গান শোনে ও শেখে। ছবি আঁকে। সাইকেল চালায়। মাঠে খেলতে যায়। ছড়ার বই পড়ে। কাগজ কেটে ফুল বানায়। ছুটির দিনে বেড়াতে যায়।

পাঠটিতে যে সকল যুক্তব্যঞ্জন (**প্ত ট্র/ক্র ঙ্গ স্প**) ব্যবহার করা হয়েছে উক্ত যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত নতুন শব্দ ব্যবহার করে একটি সমমানের গল্প তৈরি করি।

৫। শব্দসিঁড়ি

খেলার পরিকল্পনা-

- শিক্ষার্থীর শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধির জন্য পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে খেলাটি শুরু করুন ।
- যেকোনো একজন শিক্ষার্থীকে একটি শব্দ বলতে বলুন।
- শব্দের শেষ বর্ণ দিয়ে অন্য একজন শিক্ষার্থীকে একটি শব্দ বলতে বলুন।
- শব্দ বলার আগে সতর্ক থাকতে বলুন, যেন পূর্বের শব্দের শেষ বর্ণটি পুনরায় নতুন শব্দের শেষ বর্ণ না হয়।
- এমনটি হলে খেলা শেষ হয়ে যাবে তা বলে দিন।
- সকলের অংশগ্রহণে খেলাটি চলমান রাখতে চেষ্টা করুন।

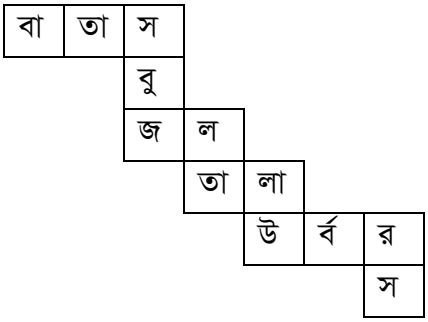

৬। বাক্য তৈরি

খেলার পরিকল্পনা-

- একটি শব্দ দিয়ে একাধিক বাক্য তৈরি করতে দিন।
- অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ করতে দিন।
- বাম পাশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করে বাক্য তৈরি করতে দিন।
- এলোমেলো শব্দ সাজিয়ে বাক্য লিখতে ও পড়তে দিন।

৭। শব্দজাল

খেলার পরিকল্পনা-

- বোর্ডে বা পোস্টার পেপারে বর্ণিত ছকের মতো কোনো ফুল/ফল/পাখির নাম বৃত্তের মাঝখানে লিখুন।
- নিজ নিজ খাতায় প্রদর্শিত ছকটি এঁকে বৃত্তের চারপাশে শিক্ষার্থীর জানা ফুল/ফল/পাখির নাম লিখতে বলুন।

  (বি. দ্র.: বৃত্তের চারপাশে ফুল/ফল/পাখির ছবি দিয়েও শিক্ষার্থীদের নাম লিখতে সহায়তা করা যায়।)

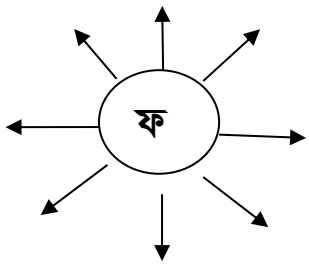

৮। ধারাবাহিকভাবে গল্প বলা

পরিপ্রেক্ষিত: ৩য় শ্রেণিতে **হারজিতের গল্প** পড়নো শেষে শিক্ষার্থীদের দিয়ে শিক্ষক একটি নতুন গল্পের অবতারণা করতে চেয়েছেন।

৯। ছবি দেখে বলা ও লেখা

ছবি সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

১০। বাক্য সাজিয়ে গল্প লেখা

পরিপ্রেক্ষিত: গল্পের বাক্যগুলো এলোমেলো করে লেখা রয়েছে। বাক্যগুলো সাজিয়ে গল্পটি লিখতে হবে।

ওরা দুইজনেই গ্রামের স্কুলে পড়ে। বৈশাখি মেলা। ওই গ্রামেই আরিফের বাড়ি। ওদের বাবা-মা সঙ্গেই যাবেন। গ্রামের নাম হাশিমপুর। আরিফের ছোট বোনের নাম রেবেকা। পাশের গ্রামেই মেলা বসেছে। ওরা আজ মেলায় যাবে।

সম্পূরক পঠন সামগ্রী

আমরা সাধারণত শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যবই ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু শিশুরা বিভিন্ন ধরনের সম্পূরক পঠন সামগ্রী পড়ার মাধ্যমে অধিক উপকৃত হতে পারে। কল্পকাহিনি বা বাস্তবধর্মী উভয় ধরনের পঠন সামগ্রী দিয়েই শুরু হতে পারে শিশুর পড়ার যাত্রা। উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের সম্পূরক পাঠ সামগ্রীর ধরন নিচে দেওয়া হলো। যেমন-

কাল্পনিক গল্প বা উপন্যাস, পৌরাণিক কাহিনি, উপকথা, লোককাহিনি, রূপকথা, কবিতা, নাটক (অভিনয় করা যায় এমন পাণ্ডুলিপি) ইত্যাদি।

আবার বাস্তবধর্মী গল্প/প্রবন্ধ বা তথ্যমূলক লেখা, সংবাদপত্রের প্রবন্ধ, পত্রিকার লেখা, তথ্যভিত্তিক বই, সাধারণ জ্ঞান, জীবনকাহিনি, মনীষীর জীবনী, বক্তৃতা, কবিতা ইত্যাদিও শিশুদের পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

নিয়মিত পাঠাভ্যাস হলো কার্যকর শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার একটি মৌলিক উপাদান। নিয়মিত পড়া চর্চা ও বার বার বিভিন্ন ধরনের পড়ার মাধ্যমে শিশুরা পড়ার অভিজ্ঞতা অর্জনে লাভবান হয়।

সহায়ক তথ্য: ২৫	শ্রেণিকক্ষে বাংলা ভাষা দক্ষতার মূল্যায়ন

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ে মূল্যায়নের কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।

অংশ-ক	শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ের মূল্যায়ন কৌশল অনুশীলন

সারণি ১: বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস্ ও উদাহরণ

শ্রেণি: ১ম -৩য় **ভাষাদক্ষতা: শোনা**

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস্	উদাহরণ
ক. বিভিন্ন রকম ধ্বনি ও শব্দ শুনে আলাদা করতে পারা। খ. মনোযোগ, ধৈর্য সহকারে শুনতে পারা গ. শুনে বুঝতে পারা ● ক শুধু ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য। ● খ ও গ সকল শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য।	১ম থেকে ৩য় শ্রেণির শিশুর শোনা দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য যে-সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো- ক. শিশু বিভিন্ন রকম শব্দ শুনে ধ্বনি আলাদা করতে পারছে কিনা এবং শিশু বিভিন্ন রকম বাক্য শুনে শব্দ আলাদা করতে পারছে কিনা খ. শিশু মনোযোগ সহকারে শুনছে কিনা এবং শিশু ধৈর্য সহকারে শুনছে কিনা	মৌখিক পর্যবেক্ষণ ও লিখিত	ক. মৌখিক চেকলিস্ট: বর্ণ/শব্দ/বাক্য তালিকা যেমন শব্দ তালিকা- অজ, আম, অলি, ইলিশ খ. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট: আদেশমূলক বাক্য, যেমন দাঁড়াও, এগিয়ে এসো ছড়া আবৃত্তি যেমন, আতা গাছে তোতা পাখি গ. প্রশ্নপত্র বা চিত্র: প্রশ্ন তালিকা যেমন, রাজার কয়জন কন্যা ছিল? তার ছোট কন্যার নাম কী? বড় কন্যা তাকে কী রকম ভালোবাসে?	**ক-১:** শিক্ষক কোনো ধ্বনি/বর্ণ/শব্দ/বাক্য সঠিক উচ্চারণে বলবেন অথবা সিডি হতে শোনাবেন। শিক্ষার্থী তা শুনে সঠিকভাবে লিখতে বা বলতে পারল কিনা শিক্ষক তা যাচাই করে মূল্যায়ন করবেন। **ক-২:** কার-চিহ্নযুক্ত শব্দ যেমন কাকা, খুকু, নানি ইত্যাদি শব্দ বোর্ডে লিখে শিক্ষার্থীদের নিকট হতে কারচিহ্ন পৃথক করতে বলবেন। **খ-১:** শিক্ষক কোনো একটি ছড়া নিজে এক লাইন বাদ দিয়ে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা তার এই ইচ্ছাকৃত ভুল ধরতে পারলে বুঝতে পারা যাবে তাদের মনোযোগ ছিল। **খ-২:** শিক্ষক নিজে অথবা কোনো শিক্ষার্থীকে দিয়ে একটি ছড়া আবৃত্তি করবেন অথবা করাবেন। এ সময় অন্য শিক্ষার্থীরা তা শুনে কী ধরনের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করছে শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করবেন। **খ-৩:** পাঁচ/ছয়জনের গ্রুপ করে চেইন ড্রিলের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে পরের লাইন আবৃত্তি করতে বলবেন। এতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও ধৈর্যসহ শোনার দক্ষতা যাচাই করা যাবে। এখানে নম্বর প্রদান মুখ্য নয় বরং কোনো গ্রুপ বা গ্রুপের কোনো সদস্য আবৃত্তি করতে না পারলে তাকে পুনরায় চর্চার সুযোগ দিয়ে শোনা দক্ষতা অর্জন করাতে হবে।

	গ. শিশু শুনে বুঝতে পারছে কি না			**গ-১:** শিক্ষক নিজে অথবা শিক্ষার্থীদের দ্বারা কিংবা অডিও-ভিডিও টুল ব্যবহার করে একটি শ্রুতি সকল শিক্ষার্থীদের শুনিয়ে তারা কী বুঝলো তা শিক্ষার্থীদের লিখতে দিয়ে, কিংবা বলতে দিয়ে শুনে বুঝতে পারার দক্ষতা যাচাই করতে পারেন। শিক্ষক বিভিন্ন রকম ধ্বনি উচ্চারণ করবেন; যেমন, মা-মা-মা; শিক্ষার্থীরা সহপাঠীদের মধ্যে কার নাম 'মা' ধ্বনি দিয়ে শুরু (মায়েশা, মামুন) বলবে/লিখবে। -একই উদাহরণ হতে বলা, পড়া ওলেখা দক্ষতাও যাচাই করা যেতে পারে।

সারণি ২: বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস্ ও উদাহরণ

শ্রেণি: ১ম - ৩য় **ভাষাদক্ষতা: বলা**

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস্	উদাহরণ
ক. স্পষ্টতা, শুদ্ধতা, প্রমিত উচ্চারণ, খ. শ্রবণযোগ্যতা, সঠিক ছন্দে কথোপকথন, গ. প্রশ্ন করা, অনুভূতি ব্যক্ত করা, বর্ণনা করা ঘ. বাচনভঙ্গি ঙ. প্রাসঙ্গিকতা □ ক - ঘ ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য। □ ঙ শুধু ৩য় শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য।	১ম থেকে ৩য় শেণির শিক্ষার্থীর বলা দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য যে-সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো- ক. শিক্ষার্থী স্পষ্ট, শুদ্ধ, প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে কিনা, খ. শ্রবণযোগ্য স্বর এবং সঠিক ছন্দে উচ্চারণ করতে পারছে কিনা, শ্রেণি কার্যক্রমে কথোপকথনে অংশ নিচ্ছে কিনা, গ. শিক্ষার্থী প্রশ্ন করছে কিনা, অনুভূতি ব্যক্ত করতে এবং কোনো বিষয় বর্ণনা করতে পারছে কিনা, ঘ. তার বাচনভঙ্গি যথাযথ কিনা, ঙ. বলার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখছে কিনা।	মৌখিক পর্যবেক্ষণ ও লিখিত	নির্দেশনা/চেকলিস্ট: বর্ণ তালিকা যেমন: অ, আ, ই, ঈ শব্দ তালিকা যেমন: অজ, আম, ইলিশ, অলি বাক্য তালিকা যেমন: অজ আসে, আম খাই খ. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট: নির্ধারিত ছড়া বা গল্পের অংশবিশেষ গ. প্রশ্নপত্র, চিত্র	**ক-১:** শিক্ষক প্রমিত উচ্চারণে এক বা একাধিক বর্ণ/শব্দ/বাক্য বলবেন এবং শিক্ষার্থীরা তা শুনে বলবে। **ক-২:** শিক্ষার্থী নিজের বা চারপাশের কোনো বিষয় সম্পর্কে বলবে। খ. শিক্ষার্থী কবিতা সঠিক উচ্চারণ ও ছন্দে আবৃত্তি করবে এবং শিক্ষক তার অনুভূতি ও বাচনভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করবেন। **গ-১:** শিক্ষক কোনো পাঠ্যাংশ পড়তে দিয়ে তার উপরে কিছু নির্ধারিত প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থী জবাব দেবে। এভাবে তার বলা দক্ষতা মূল্যায়ন করা হবে। **গ-২:** শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের চার্ট/চিত্র উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীদের সে সম্পর্কে বলতে বলবেন। (একই কার্যক্রম দিয়ে একাধিক দক্ষতা যাচাই করা যেতে পারে।)

সারণি ৩: বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস্ ও উদাহরণ

শ্রেণি: ১ম - ৩য় **ভাষাদক্ষতা: পড়া**

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
ক. ডিকোডিং (পাঠোদ্ধার) খ. শব্দকোষ/শব্দ ভাণ্ডার (Vocabulary) গ. ব্যাকরণ ঘ. পড়ে বুঝতে পারা	১ম থেকে ৩য় শেণির শিশুর পড়া দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য যে সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো- ক. শিক্ষার্থীর পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বা এর সমমানের বিষয় সরবে বানান করে সঠিক উচ্চারণে পড়তে পারছে কি না এবং নীরবে পড়ে তার মূল বিষয়/ভাবার্থ জানতে ও বুঝতে পারছে কি না। খ. শিক্ষার্থীর পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বা এর সমমানের বিষয় নীরবে পড়ে শব্দ/বাক্যের অর্থ জানতে পারছে কি না। গ. শিক্ষার্থীরা পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বা এর সমমানের বিষয়বস্তু পড়ে বাক্যগঠন করা।	মৌখিক পর্যবেক্ষণ ও লিখিত	ক. মৌখিক মূল্যায়ন নির্দেশনা/ চেকলিস্ট: নির্ধারিত পাঠ্যাংশ যেমন, বাগানের চারপাশে বেড়া--------- সাদা ফুল ঝরে পড়ে। খ. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট: নির্ধারিত পাঠ্যাংশ যেমন- বাগানের চারপাশে বেড়া --- ----- সাদা ফুল ঝরে পড়ে। গ. প্রশ্নপত্র, চিত্র: বিপরীত শব্দ যেমন: মা, ধনী, রাত সমার্থক -শব্দ: যেমন চাঁদ, ধরণী	ক. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের নির্ধারিত কোনো পাঠ্যাংশ/পড়তে দেবেন এবং তার ওপর মৌখিক বা লিখিত প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থী সে প্রশ্নের মৌখিক/লিখিত জবাব প্রদান করবে। খ. শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের কোনো পাঠ্যাংশ/ সমমানের বই পড়তে দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করবেন। তারা পরস্পর প্রশ্ন করবে ও উত্তর দেবে এবং শিক্ষক বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করবেন। গ. শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক থেকে কয়েকটি শব্দ বোর্ডে লিখে দিয়ে শিক্ষার্থীদের এর অর্থ/বিপরীত শব্দ/সমার্থক শব্দ/বাক্য রচনা করতে বলবেন। শিক্ষার্থী মৌখিক বা লিখিতভাবে উত্তর দিবে। একই কার্যক্রম দিয়ে অন্যান্য দক্ষতার যাচাই করা যেতে পারে।

সারণি ৪: বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস্ ও উদাহরণ

শ্রেণি: প্রথম থেকে পঞ্চম **ভাষাদক্ষতা: লেখা**

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস্	উদাহরণ
ক. এনকোডিং	ক. শিক্ষার্থী পৃথক পৃথক ধ্বনি ব্যবহার	লিখিত	ক. মৌখিক মূল্যায়ন নির্দেশনা/	ক. শিক্ষাথীকে তার চারপাশের পরিবেশ হতে নির্ধারিত বিষয় বলে বা বোর্ডে লিখে

খ. স্পষ্ট ও সঠিক আকৃতিতে লেখা গ. শব্দকোষ/ শব্দ ভাণ্ডার (শুদ্ধ বানান, সঠিক শব্দ) ঘ. ব্যাকরণ/ভাষিক কাজ ঙ. প্রাসঙ্গিকতা চ. ধারাবাহিকতা ক - ঘ পর্যন্ত সব শেণির জন্য প্রযোজ্য। ঙ ও চ ৩য় শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য।	করে শব্দ তৈরি করতে পারছে কিনা। যে বিষয়ে লিখবে/ লিখতে দেওয়া হবে সে বিষয় লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারছে কিনা। খ. বর্ণ ও সংখ্যা পড়ে শিক্ষার্থীরা লিখতে পারছে কি না। গ. শিক্ষার্থীরা লেখাতে বিষয়- সংশ্লিষ্ট শব্দ ব্যবহার করতে পারছে কি না। ঘ. কর্তা, ক্রিয়ার ধারাবাহিকতা এবং ব্যাকরণ ঠিক রেখে বাক্য লিখতে পারছে কিনা। ঙ. শিক্ষার্থী যে বিষয়ে লিখবে/লিখতে দেওয়া হবে তা প্রাসঙ্গিকভাবে লিখতে পারছে কিনা। চ. শিক্ষার্থী যে বিষয়ে লিখবে/লিখতে দেওয়া হবে তা ধারাবাহিকভাবে লিখতে পারছে কিনা।	মৌখিক ও পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট: নির্ধারিত বিষয় যেমন, আমার মা। খ. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট: শব্দ তালিকা যেমন, আম, ঈগল, উট গ. প্রশ্নপত্র, চিত্র: পাঠ্য বইয়ের নির্ধারিত পাঠ্যাংশ বা চিত্র	দিয়ে সে সম্পর্কে কিছু লিখতে দিয়ে মূল্যায়ন করবেন। খ. শিক্ষক বর্ণ/শব্দ/বাক্য সঠিক উচ্চারণে বলবেন, শিক্ষার্থী তা লিখবে এবং শিক্ষক সার্বিক বিষয় পর্যবেক্ষণ করবেন। খ-১: শিক্ষক ছবি প্রদর্শন করবেন এবং শিক্ষার্থী তার ওপর কয়েক লাইন লিখবে। খ-২: একই/ভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন দলে শিক্ষার্থীদের বিভক্ত করে প্রত্যেককে কিছু লিখতে বলবেন। একদল অপর দলের মূল্যায়ন করবে এবং শিক্ষক বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন। গ. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কোনো একটি পাঠ্যাংশ/চার্ট/চিত্র উপস্থাপন করে তার উপরে কিছু লিখতে বলবেন। শিক্ষক প্রাসঙ্গিকতা ও ধারাবাহিকতা যাচাই করবেন। একই কাজের মাধ্যমে একাধিক দক্ষতা যাচাই করা যেতে পারে।

সহায়ক তথ্য: ২৬	বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির ব্যবহার

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারবেন;

খ. বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তি কার্যকর প্রয়োগ করতে পারবেন।

অংশ-ক	বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্র (কর্মপত্র)

কর্মপত্র – ১

বাংলা পাঠে প্রযুক্তির প্রয়োগ

প্রেক্ষাপট

১. ধ্বনি সচেতনতা
২. বর্ণ চিহ্নিতকরণ
৩. বর্ণ লেখা
৪. সংকেত জেনে নেওয়া
৫. বর্ণ ও কারচিহ্নের মিলকরণ
৬. বর্ণ মিলিয়ে শব্দ তৈরি
৭. যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ
৮. সঠিক উচ্চারণ
৯. ছবি পড়া
১০. ছবির পাঠ
১১. ছবি দেখে গল্প তৈরি করা
১২. ছক/ফরম পূরণ করা

অংশ-খ	বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির প্রয়োগ (পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট)

পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

বাংলা পাঠে প্রযুক্তির প্রয়োগ

ক্রম.	পর্যবেক্ষণের নির্দেশক ক্ষেত্র/প্রশ্ন (৪ স্কেলের পরিবর্তে ২টি স্কেল করলে শিক্ষকের জন্য সহজ হয়)	প্রযোজ্য ঘরে টিকচিহ্ন দিন				
		সন্তোষজনক নয়	মোটামুটি সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	উত্তম	অতি উত্তম
১	নির্ধারিত কনটেন্ট/পাঠের জন্য প্রযুক্তির প্রয়োগ কতটা সহায়ক?					
২	প্রযুক্তির প্রয়োগের কৌশল কতটা যথাযথ হয়েছে?					
৩	উপস্থাপিত পাঠে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ কতটুকু রয়েছে?					
৪	ডিজিটাল কনটেন্টে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদার কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে?					
৫	প্রযুক্তির কার্যকর প্রয়োগে উন্নয়নের ক্ষেত্র:					

সহায়ক তথ্য: ২৭	বাংলা বিষয়ে পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. পাঠ-পরিকল্পনা কী বলতে পারবেন;

খ. নীতিমালা অনুসরণ করে পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন;

গ. পাঠপরিকল্পনা অনুযায়ী উপকরণ তৈরি করতে পারবেন।

অংশ-ক	পাঠপরিকল্পনা

পাঠ্যপুস্তকে পাঠের বিষয়গুলো একটি পুরো শিক্ষাবর্ষের জন্য বিন্যস্ত। সমগ্র শিক্ষাবর্ষের জন্যে এটি প্রণীত হয় বলে একে বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা বলা হয়। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে এরূপ পরিকল্পনা তৈরি করে নিলে নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠের বিষয়গুলো সুশৃঙ্খলভাবে পাঠদান করা যায়।

শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানোর কাজ ও মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক যেসব কলাকৌশল অবলম্বন করেন তার লিখিত বিবরণ হল পাঠপরিকল্পনা। শ্রেণিতে পঠন-পাঠনের কাজ শুরু করার আগে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। শিক্ষক কীভাবে পাঠ শুরু করবেন, কী কী উপকরণ ব্যবহার করবেন, কী কী প্রশ্ন করবেন, কীভাবে মূল্যায়ন করবেন ইত্যাদি বিষয়ে তাকে সুচিন্তিত কৌশল অবলম্বন করতে হয়।

শিক্ষককে অবশ্যই পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে বিশেষত প্রশিক্ষণকালে। প্রশিক্ষণ গ্রহণশেষে বিদ্যালয়ে পাঠদানকালে বিস্তারিত পাঠপরিকল্পনা না লিখে সংক্ষিপ্তাকারে লিখতে পারবেন। এক্ষেত্রে এসসিটিবির শিক্ষক সহায়িকার সহায়তা নিয়েও পাঠদান করতে পারবেন। তবে পাঠপরিকল্পনা সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত যাই হোক, সুষ্ঠু ও কার্যকর পাঠদানে শিক্ষকের প্রস্তুতির জন্য একান্ত প্রয়োজন।

পাঠ-পরিকল্পনার গুরুত্ব

শিক্ষা প্রক্রিয়ার দুটি দিক হচ্ছে শিখন-শেখানো। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিখন-শেখানোর কাজ চলে প্রধানত শ্রেণিকক্ষে। শিক্ষার্থীর শিখনে সহযোগিতা করেন শিক্ষক। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞান ও মতবিনিময়ের মধ্য দিয়েই শিখন-শেখানোর কাজ সার্থক ও কার্যকর হয়ে ওঠে। এই দায়িত্ব পালনে শিক্ষকের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের অন্যতম আবশ্যকীয় কাজ হলো পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন।

অংশ-খ	পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশল

যিনি পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন ও উদ্ভাবন করেছেন, তিনি হচ্ছেন জোহান ফ্রেডরিক হার্বার্ট। তিনি পাঠদান কার্যক্রমকে পাঁচটি সোপানে বিভক্ত করেছেন। যথা, ১) প্রস্তুতি, ২) উপস্থাপন, ৩) তুলনা, ৪) সূত্রগঠন এবং ৫) প্রয়োগ।

পাঠদানের এই সোপানগুলো নিয়ে যুগে যুগে এদেশে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। বর্তমানে হার্বার্টের পঞ্চ-সোপানের পরিবর্তে তিনটি সোপান অনুসরণ করা হয়। সেগুলো হলো-

- **প্রস্তুতি**
- **উপস্থাপন** ও
- **মূল্যায়ন**।

১। প্রস্তুতি: শিশুদের সাথে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময়, শ্রেণিবিন্যাস, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা পর্যবেক্ষণ, আবেগ সৃষ্টি বা পাঠের প্রতি শিশুদের আকৃষ্ট বা আগ্রহ সৃষ্টি করা, পূর্বজ্ঞান যাচাই, পাঠের শিরোনাম ঘোষণা ইত্যাদি।

২। **উপস্থাপন:** উপস্থাপন পাঠের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাংলা বিষয়য়ের উপস্থাপন অন্যান্য বিষয় থেকে ভিন্ন।

সংশ্লিষ্ট উপকরণ প্রদর্শন, শিক্ষকের পাঠ, নতুন শব্দ বাছাই, শব্দার্থ, যুক্তবর্ণ, বাক্য রচনা, বিপরীত শব্দ, কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দের তালে তালে আবৃত্তি, সরব পাঠ, শিক্ষাথীর পাঠ, নীরব পাঠ, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

৩। **মূল্যায়ন**

- প্রতিদিনের প্রতি পাঠ মূল্যায়ন করতে হবে।
- মূল্যায়ন হবে যোগ্যতাভিত্তিক।
- মূল্যায়নের সময়ও শেখার কাজ চলতে থাকবে।
- মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জন না হলে তখনই তাকে দিয়ে সেই যোগ্যতা অর্জন করবার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বলা ও পড়ার যোগ্যতা মৌখিক প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হবে।
- লেখার যোগ্যতা মূল্যায়নে শিক্ষার্থীকে লেখার সুযোগ দিতে হবে।
- যেসব যোগাতা অর্জিত হবে বলে নির্ধারণ করা হয়েছে, সেসব যোগ্যতা অর্জন করার জন্য পর্যাপ্ত অনুশীলনের সুযোগ দান।
- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যারা যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি, তাদের চিহ্নিত করে নিরাময় দিয়ে শিখন নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলা পাঠপরিকল্পনা প্রণয়নের নীতিমালা

১। উদ্দেশ্য নির্ধারণ: পাঠের উদ্দেশ্য কী হবে তা শিক্ষককে নির্ধারণ করে নিতে হবে।

২। **পাঠে অর্জিতব্য শিখনফল ও যোগ্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা:** একটি পাঠ থেকে শিক্ষার্থী কী কী যোগ্যতা অর্জন করবে তা শিক্ষককে অবশ্যই জানতে হবে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রণীত 'শিক্ষক সহায়িকায়' এসব যোগ্যতা চিহ্নিত করা হয়েছে।

৩। **উপকরণ ব্যবহার:** পাঠদানের কাজটিকে সহজ ও আনন্দদায়ক করে তোলার জন্য উপকরণের ব্যবহার করা হয়। পাঠের প্রাসঙ্গিক উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত পাঠের ছবিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। এক্ষেত্রে বাস্তব, অর্ধবাস্তব, অডিও, ভিডিও ও অন্যান্য উপকরণের উল্লেখ করা যায়। উপকরণের সঠিক ব্যবহার যেমন পাঠকে আনন্দদায়ক করে, তেমনি পাঠের বিষয়বস্তুকে বুঝতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

৪। **পাঠদান পদ্ধতি ও শিখন-শেখানোর কৌশল:** পাঠ উপস্থাপন থেকে শুরু করে মূল্যায়ন পর্যন্ত শিক্ষক শ্রেণিতে যেসকল কাজ করবেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ-পরিকল্পনায় থাকবে। এতে শিশু ও শিক্ষক উভয়ের কাজের উল্লেখ থাকবে।

৫। **পাঠের নির্দিষ্ট সময় ঠিক রাখা:** পাঠপরিকল্পনা এমন হবে যেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল কাজ শেষ করা যায়।

৬। **পাঠ-পরিকল্পনা পাঠদানে শিক্ষকের সহায়ক মাত্র:** শিক্ষক পাঠপরিকল্পনার ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবেন না। শ্রেণিকক্ষে শিশুদের সক্রিয়তা, পরিবেশ, ইত্যাদি বিবেচনা করে তিনি পাঠ-পরিকল্পনা পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে পারবেন। তবে শ্রেণিকক্ষে এটি দেখে পাঠ দেওয়া যাবে না।

৭। **অনুশীলন ও মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব প্রদান:** বেশির ভাগ শিশু পাঠটি যেন সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে আয়ত্ত করতে পারে সেজন্য অনুশীলনীর ওপর জোর দিতে হবে। মূল্যায়নের মাধ্যমে পুরোাপুরি শিখনফল অর্জিত হয়েছে কিনা, তা যাচাই করতে হবে।

সহায়ক তথ্য: ২৮	**বাংলা বিষয়ে পাঠ-পরিকল্পনা অনুযায়ী শিখন-শেখানো অনুশীলন**

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রণীত পাঠ-পরিকল্পনা অনুযায়ী উপকরণ সহযোগে পাঠ উপস্থাপন করতে পারবেন;
খ. বাংলা বিষয়ে শিখন-শেখানো কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন;
গ. পর্যবেক্ষণ ছক ব্যবহার করে ফলাবর্তনের মাধ্যমে পাঠকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারবেন।

- প্রণীত নমুনা পাঠ-পরিকল্পনা
- পর্যবেক্ষণ ছক

পাঠপরিচালনার একটি সাধারণ কাঠামো: নমুনা

পর্যায়	শিখন-শেখানো ধাপ/কাজ
প্রথম পর্যায়	প্রাসঙ্গিক আলোচনা/প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা/পাঠের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ ব্যবহার করা; ছবি বিশ্লেষণ, পাঠ ঘোষণা ইত্যাদি।
দ্বিতীয় পর্যায়	পাঠ পঠন ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন ও শিক্ষার্থীদের পাঠে সম্পৃক্ত করা।
তৃতীয় পর্যায়	শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করা, সংশ্লিষ্ট ভাষিক কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করানো, চলমান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঠের শুরু থেকে শিখন অবস্থা যাচাই করা।

পাঠ প্রদর্শন পর্যবেক্ষণ ছক

ছক পূরণের নির্দেশাবলি

- প্রথমে উপস্থাপিত পাঠ-সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি (পাঠের শিখনফল, উপকরণ, পদ্ধতি, সামগ্রিক পাঠ পরিকল্পনা ইত্যাদি) সম্পর্কে পর্যবেক্ষক শিক্ষকগণের নিকট থেকে জেনে নিবেন।
- উপস্থাপনকারী শিক্ষক নির্দিষ্ট পাঠ কীভাবে পরিচালনা করছেন তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পর্যবেক্ষিত পাঠের বিভিন্ন দিক ছকের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করবেন।
- পাঠের ধরন (গদ্য, প্রবন্ধ ও কথোপকথন) অনুযায়ী উপস্থাপিত পাঠের পাঠদান কৌশল নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে পাঠ সম্পর্কিত দিকসমূহ সম্পর্কে নোট নিবেন।
- নির্ধারিত পাঠপরিচালনার জন্য কোনো প্রশ্ন থাকলে তা নির্ধারিত স্থানে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

পর্যবেক্ষকের নাম:	উপস্থাপনকারী শিক্ষকের নাম:
পাঠ উপস্থাপন শুরু:	পাঠ উপস্থাপন শেষ:

পাঠ উপস্থাপনের পর্যায়/ধাপ/কৌশল	সবল দিক	উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্র

সার্বিক মন্তব্যঃ

পর্যবেক্ষণের তারিখঃ

তথ্যসূত্রঃ

১. ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, মুহম্মদ আব্দুল হাই;
২. বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি), এনসিটিবি;
৩. বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি, (৬ষ্ঠ শ্রেণি) পুনর্মুদ্রণ, ২০২০
৪. প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা ডিপিএড বাংলা (বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞান);
৫. সি-ইন-এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বাংলা, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ